পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 179 Thursday, 30 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৭৯ সংখ্যা ❋ ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৩০ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘দমদমে সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির সেটিং হয়েছে’

ভোটের আগে বড় অভিযোগ মমতার, দেখতে বললেন অভিষেককে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৯ মেঃ আগামী ১ জুন সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচন। আজ, বুধবার বারুইপুরে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'দিন পরই ভোটগ্রহণ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সব কেন্দ্রে। জয়নগর, যাদবপুর, মথুরাপুর এবং ডায়মন্ডহারবারে। তার মধ্যেই সিপিএম-বিজেপির মধ্যে সেটিংয়ের তত্ত্ব তুলে ধরলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। একেবারে লোকসভা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে তা জানিয়ে দিলেন। দমদম লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএম-বিজেপির ‘সেটিং’ হয়েছে। বারুইপুরের সভা থেকে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই দাবির পর থেকেই তেতে মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য রাখার সময়ই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ‘‘লোকসভা ও বিধানসভায় কার ভোট কারা পাবে, সেই সমঝোতা হয়ে গিয়েছে সিপিএম-বিজেপির মধ্যে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট পাবে বামেরা। আর বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের ভোট পাবে বিজেপি। এমনটাই ঠিক হয়েছে দুই দলের মধ্যে। কিছু কিছু জায়গায় বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। একটা জায়গার নাম আমি বলে দিতে পারি, দমদম। লোকসভায় ভোটটা সিপিএম বিজেপিকে দেবে। আর ওখানে একটা বিধানসভা নির্বাচন (বরানগর উপনির্বাচন) আছে। সেখানে বিজেপি ভোটটা সিপিএমকে দেবে।'' এই বলেন, ‘‘এখানে আসার সময় দেখলাম, বিজেপি কয়েকটা লাল পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। বিজেপির টাকা নিয়ে কংগ্রেসকে দিয়ে খেলাচ্ছে সিপিএম। সবচেয়ে বড় কুলাঙ্গার পার্টি সিপিএম।'' এরপরই মোদিকে নিশানা করে মমতা বলেন, ‘‘৩৪ বছরের সরকারকে যদি উৎখাত করতে পারি তাহলে মোদিকেও দেশ থেকে উৎখাত করতে পারব।'' আগামীকাল দক্ষিণ কলকাতায় চার ঘণ্টায় ১২ কিমি রোড শো করবেন তৃণমূল নেত্রী। নিজেই সেকথা জানিয়ে অভিষেকের উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘‘অভিষেকের এখানে আসা হয়নি আগে। আমি বলেছিলাম, তোর ওদিকে যাব। আজ সুযোগ হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার পুরো

উঠেছে সিপিএম। এদিকে দমদম লোকসভা কেন্দ্রে জোর প্রচার চালাচ্ছেন তিন দলের প্রার্থীই। হ্যাটট্রিক করা সাংসদ সৌগত রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সিপিএমের প্রথমসারির নেতা সুজন চক্রবর্তী। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আসা শীলভদ্র দত্ত বিজেপির টিকিটে লড়ছেন। সপ্তম দফার ভোটের আর মাত্র দু'দিন বাকি। তার আগেই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন খোদ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, দমদম লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে সিপিএম-বিজেপির মধ্যে ‘সেটিং’ হয়েছে। এমন কথা তাঁর কানেও এসেছে। তাই আজ জনসমক্ষে তা তিনি নিয়ে এসেছেন। সুতরাং সুজন-শীলভদ্রের মধ্যে সেটিং হয়েছে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অন্যদিকে আজ যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সায়নী ঘোষের সমর্থনে বারুইপুরে একটি জনসভা করেন অঙ্ক ফাঁস করে দেওয়ার পরই বেজায় চটেছে সিপিএম। তাপস রায় বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রটি খালি হয়। তাই সেখানে উপনির্বাচন হবে। এই আবহে একে অপরকে ভোট দিয়ে উপকার করবে বলে পরিকল্পনা হয়েছে এমনই বোঝাতে চেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে দমদমের সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘‘দমদমে এসে কেন এই কথা বললেন না মুখ্যমন্ত্রী? দমদমে এতগুলি সভা করলেন। সেখানে তো বলেননি। হঠাৎ যাদবপুরে গিয়ে বলতে হচ্ছে কেন? এর পিছনে কোনও গভীর অঙ্ক আছে নাকি! মুখ্যমন্ত্রীর ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট ফেল।'' মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেককে বিষয়টি দেখতেও বলেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা সাউথ কলকাতা মিছিল করব।'' মঙ্গলবার রাতে কয়লা পাচার কাণ্ডে ভাঙড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লাকে তলব করল সিবিআই। বুধবার সকালেই তাঁকে নিজাম প্যালেসে ডাকা হয়। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে বলে জানিয়ে হাজিরা দিলেন না শওকত। চিঠি লিখে তিনি সিবিআইকে জানিয়ে দেন ভোট মিটলে হাজিরা দেবেন। মঞ্চেই এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘বেচারা শওকতকে মধ্যরাতে নোটিস পাঠিয়েছে সিবিআই। বলছে ‘কালকে এসে দেখা করো'। জমিদারি নাকি? এখন নির্বাচন করাবে নাকি দেখা করতে যাবে?'' তিনি যে ক্যানিং পূর্বের বিধায়কের পাশেই আছেন তাও বোঝা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। তিনি বলেন, ‘‘শওকতকে আমি খুব ভালবাসি। খুব ভাল কাজ করছে ও।''

বিজেপির প্রতি বাংলার ভালবাসা তৃনমূল দেখতে পারে না মোদি

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৯ মেঃ আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক প্রকল্প নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। তা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন কম হয়নি। শেষ দফার ভোটপ্রচারে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাকদ্বীপে দাঁড়িয়ে সেই ইস্যুতে পালটা আক্রমণ শানালেন নরেন্দ্র মোদি। দেশ তথা বাংলার উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী যা করেন, তাতে বাধা দেওয়াই তৃণমূলের একমাত্র অস্ত্র বলেই খোঁচা তাঁর। মোদি বলেন, ‘‘তৃণমূল এবং ইন্ডিয়া জোট বাংলাকে উলটো পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিজেপির প্রতি বাংলার ভালোবাসা তৃণমূল সহ্য করতে পারছে না। সেই জন্য ওরা খেপে গিয়েছে। কী সব বলে। বাংলার প্রতি তৃণমূলের ঘৃণা দেখতে পাওয়া যায়। ওদের কাছে একটাই অস্ত্র, এটা হতে দেবে না। বিকাশের জন্য মোদি যা করে, তৃণমূল বলে সেটা হতে দেবে না।'' বিভিন্ন প্রকল্পে কাটমানির অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন মোদি। তাঁর তোপ, ‘‘আমরা সত্তরোর্ধ্বদের জন্য আয়ুষ্মান প্রকল্প এনেছি। কিন্তু তৃণমূল

বলছে, বাংলায় হতে দেবে না। কেন্দ্র সরকার মৎস্যজীবীদের এত যোজনা চালাচ্ছে। কত টাকা দিয়েছি। কিন্তু তৃণমূল সেই সব যোজনা হতে দেয়নি। তৃণমূলের মানুষের জন্য কোনও সহানুভূতি নেই। শুধু ওদের তোলাবাজ এবং কাটমানি নিয়েই যত ভাবনা। তৃণমূলকে কি সাজা দেবেন না? মথুরাপুরে নদী কাটা বন্ধ করতে কেন্দ্র টাকা পাঠায়। তৃণমূল সেই টাকা খেয়ে নিয়েছে। তৃণমূলের সব কাজে কাটমানি চাই। বাচ্চাদের মিডডে মিলেও কাটমানি চাই ওদের।'' এদিনও মোদির মন্তব্যে উঠে আসে রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা, সন্তদের অপমান প্রসঙ্গও। তৃণমূল বাংলার অস্তিত্ব নষ্ট করতে চায় বলেই অভিযোগ। তাঁর কথায়, ‘‘তৃণমূল মঠ এবং সন্তদের অপমান করে। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম এবং ইসকনের মতো প্রতিষ্ঠানের সন্তদের অপমান করে গালিগালাজ দেয়। তৃণমূলের গুন্ডারা এই সব মঠে হামলা চালাচ্ছে।'' এদিন জনসভা থেকে তোষণের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসকে তুমুল আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কাকদ্বীপের জনসভা থেকে তিনি বলেন, তৃণমূল সংবিধানের ওপর হামলা করে মুসলমানদের হাতে জাল জাতি শংসাপত্র তুলে দিচ্ছে। বাংলার ওবিসিদের অধিকার অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে তারা। এদিন মোদি বলেন, ‘‘তৃণমূল সরকার তোষণের লক্ষ্যে দেশের সংবিধানের ওপর খোলাখুলি হামলা করছে। আমাদের সংবিধান দলিত ও পিছিয়ে পড়া জাতিদের সংরক্ষণ দিয়েছে। কিন্তু বাংলায় সেই সংরক্ষণের খোলা লুঠপাট চলছে। মুসলমানদের জাল শংসাপত্র বানানো হচ্ছে। ওবিসিদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমানদের দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্ট এই জাল সার্টিফিকেট খারিজ করে দিয়েছে। তৃণমূল হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করতে পারবে না। কিন্তু মুসলমানদের কাছে গিয়ে তারা মিথ্যে কথা বলছে। বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। একবার ভাবুন, তোষণের জন্য এরা কতদূর যেতে পারে। আপনার একটা ভোট এই ভয়ানক অভিসন্ধিকে রুখবে।'' তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি মুসলিম তোষণের অভিযোগ তুলে মোদি বলেন, ‘‘আজ বাংলার যুবকদের সে সুযোগ পাওয়া উচিত তা অনুপ্রবেশকারীরা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনার জমি-জায়গা তারা দখল করে নিচ্ছে। গোটা দেশ চিন্তিত। বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকায় জনবিন্যাস বদলে ফেলা হয়েছে। এরা সিএএ-র এত বিরোধিতা কেন করছে? সিএএ নিয়ে এত মিথ্যে কেন বলছে? বাংলা এদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে হবে। হিন্দু উদ্বাস্তুদের, মতুয়াদের এখানে থাকতে দিতে চায় না তৃণমূল। কিন্তু আপনারা চিন্তা করবেন না, ৪ জুনের পরে তৃণমূলের এই সমস্ত ফন্দিফিকিরের হাওয়া বেরিয়ে যাবে। আমাদের মতুয়া সমাজ, নমঃশূদ্র সমাজ তাদের অধিকার মিলবেই। এটা মোদির গ্যারান্টি। সমস্ত শরণার্থীরা গর্বের সাথে ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন, এটা মোদির গ্যারান্টি।'' ২০২৪ লোকসভা ভোটে অন্যতম ইস্যু হয়ে উঠেছে সংরক্ষণ। বিজেপির দাবি, দেশের দলিত ও আদিবাসীদের সংবিধানসিদ্ধ অধিকারকে মুসলিমদের হাতে তুলে দিতে চায় ইন্ডি জোটের দলগুলি। এভাবে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে প্রকৃত পিছিয়ে পড়া জাতিগুলিকে বঞ্চিত করতে চায় তারা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২০১০ সাল থেকে জারি করা সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল বলে ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। যার জেরে বিজেপির এই প্রচার আরও জোরদার হয়েছে। শেষ দফার আগে রবীন্দ্র আবেগ উসকে কাকদ্বীপের সভা থেকে বাংলায় এবারের মতো লোকসভা প্রচার শেষ করেন মোদি।

যাদবপুরে বুথের কাছেই টিএমসি ও সিপিএম-এর অস্থায়ী পার্টি অফিস বন্ধের নির্দেশ কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ সামনেই সপ্তম দফার নির্বাচন। বাংলার নয় আসনে ভোট। তালিকায় রয়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রও। এবার সেই যাদবপুরের একটি বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে থাকা তৃণমূল ও সিপিএমের অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় বন্ধ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় থাকতে পারে না। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে সেই নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলা উচিত বললেও পরে সেই মন্তব্য থেকে সরে আসেন বিচারপতি এবং সেগুলিকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। তিনি জানান, ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে ওই বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে কোনওভাবেই অস্থায়ী পার্টি অফিস থাকা চলবে না। উল্লেখ্য, যাদবপুরের দীনবন্ধু অ্যান্ড্রু কলেজে একটি বুথ রয়েছে। সেই বুথের কাছেই তৃণমূল ও সিপিএমের অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় রয়েছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এলাকার বিজেপি নেতা ধীমান কুণ্ডু। তাঁর আশঙ্কা, যেহেতু বুথের কাছেই ওই অস্থায়ী কার্যালয়, ফলে সেখান থেকে ভোটে প্রভাবিত করা হতে পারে। তাই অবিলম্বে ওই অস্থায়ী কার্যালয়গুলি যাতে ভেঙে ফেলা হয়, সেই আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই বিজেপি নেতা। মামলার শুনানি চলাকালীন প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় জানান, দ্রুত ওই নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলা উচিত কমিশনের। যদিও সে কথায় কমিশনের আইনজীবী জানান, কমিশন কোনও নির্মাণ ভেঙে ফেলার কাজ করে না। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক এটি করতে পারেন। যদিও আদালত পরবর্তী সময়ে, নির্মাণগুলি ভাঙার বদলে তৃণমূল ও সিপিএমের ওই অস্থায়ী পার্টি অফিসগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

কলকাতায় ৩ জায়গায় আয়কর হানা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ সপ্তম দফার ভোটের মুখে কলকাতায় আয়কর হানা। বুধবার পূর্ব কলকাতার তিন জায়গায় একসঙ্গে অভিযানে আয়কর দফতরের অফিসাররা। জানা যাচ্ছে, এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে, অফিস ঘরে ও গুদামে হানা দিয়েছেন আয়কর দফতরের অফিসাররা। ওই ব্যক্তির অ্যাগ্রো ফার্ম ও পোলট্রির ব্যবসা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আয়কর দফতরের একাধিক দল পৌঁছে যায় পূর্ব কলকাতার মেট্রোপলিটন হাউজিং কমপ্লেক্সে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তির কোনও আয় বহির্ভূত সম্পত্তি রয়েছে কি না, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখতেও এই আয়কর অভিযান। আয়কর দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই ওই ব্যবসায়ীর গোডাউনে তল্লাশি চালানো হয়েছে। তারপর সেই গোডাউনের দরজা সিল করে দেন আয়কর অফিসাররা। বর্তমানে তাঁর বাড়িতে ও অফিস ঘরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও এই ব্যক্তির কোনও রাজনৈতিক পরিচয় বা যোগাযোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। তবে গতকালই নির্বাচনী প্রচার পর্বে আয়কর দফতরের হানার প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক দাবি করেছিলেন, আয়কর দফতরের এক অফিসার তাঁকে ফোন করে জানিয়েছিলেন, ৩১ তারিখ ও ১ তারিখ পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি হবে। অভিষেকের সেই আশঙ্কা প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার শহর কলকাতায় আয়কর দফতরের অভিযান। পূর্ব কলকাতায় একসঙ্গে তিন জায়গায় অভিযানে আয়কর দফতরের টিম। যদিও কী কারণে আয়কর দফতরের এই অভিযান, সে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

৫২.৩ ডিগ্রি! ভারতের সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছুঁয়ে ফেলল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৯ মেঃ ৫২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস! রাজধানী দিল্লি যেন আগুনের গোলা। বুধবার (২৯ মে), দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করল দিল্লির মুঙ্গেশপুরের আবহাওয়া কেন্দ্র। রাজধানীর এই আবহাওয়া কেন্দ্রে এদিন দুপুর ২টো বেজে ৩০ মিনিটে পারদ পৌঁছে গিয়েছিল ৫২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ভারতে এর আগে কোথাও এত বেশি তাপমাত্রা দেখা যায়নি। গত কয়েকদিন ধরেই তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে পড়েছে দিল্লি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। এদিন তা ছাপিয়ে গিয়ে সর্বকালের রেকর্ড তৈরি হল। এর আগে মঙ্গলবার, মুঙ্গেশপুরের আবহাওয়া কেন্দ্রে ৪৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছিল। প্রত্যাশার চেয়ে ৯ ডিগ্রি বেশি ছিল তাপমাত্রা। রাজধানীর অধিকাংশ জায়গাতেই যে প্রচণ্ড গরম পড়তে চলেছে, গত সপ্তাহান্তেই এই সতর্কবার্তা দিয়েছিল ভারতের আবহাওয়া বিভাগ। আবহাওয়া দফতর থেকে এদিন দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, সেই পূর্বাভাসকেও মিথ্যে করে

দিয়েছে মুঙ্গেশপুরের আবহাওয়া কেন্দ্র। এর আগে ভারতের সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখা গিয়েছিল ২০১৬ সালের ১৯ মে, মরু রাজ্য রাজস্থানের ফলোদী শহরে। ওই দিন ফলোদীতে তাপমাত্রা ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল। কিন্তু, আজ তাকে পিছনে ফেলে দিল দিল্লি। মজার বিষয়, এদিনও ফালোদিতে তাপমাত্রা ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রয়েছে। এছাড়া, হরিয়ানার সিরসায় ৫০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে। নজফগড়ে তাপমাত্রা ছিল ৪৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে ভারতের আবহাওয়া বিভাগের আঞ্চলিক প্রধান, কুলদীপ শ্রীবাস্তব বলেছেন, দিল্লিতে আগেই তীব্র গরম আবহাওয়া ছিল। রাজস্থান থেকে আসা গরম বাতাসের কারণে রাজধানীর কিছু বিশেষ অংশের আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। মুঙ্গেশপুর, নারেলা এবং নজফগড়ের মতো অঞ্চলগুলিতে এই গরম বাতাসের পূর্ণ শক্তি দেখা যাচ্ছে। তবে একটাই স্বস্তির বিষয়, এই সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড হওয়ার পরই দিল্লিতে নেমেছে বৃষ্টি। দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করার দুই ঘণ্টা পরই, রাজধানীতে বৃষ্টি নেমেছে। এতে চরম তাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন দিল্লিবাসী। তবে একই সঙ্গে বাড়বে আদ্রতা। যা অস্বস্তি সূচক আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

তিন মাসে বাংলায় ১০৮ কোটি টাকার মদ উদ্ধার করল কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৯ মেঃ ভোট ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে যত বেআইনি মদ উদ্ধার করা হয়েছে, তার মূল্য ১০০ কোটির গণ্ডিও ছাড়িয়ে গেল। গত তিন মাসে বাংলায় ১০৮ কোটি টাকার মদ বাজেয়াপ্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। তেমনটাই জানা গিয়েছে তাদের পরিসংখ্যান থেকে। উদ্ধার করা মদের একটা বড় অংশ এসেছে মঙ্গলবার খিদিরপুর এলাকা থেকে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ১ মার্চ থেকে বুধবার, ২৯ মে পর্যন্ত বাংলার নানা প্রান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া বেআইনি মদের মূল্য ১০৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৪৭.১৯ লক্ষ টাকার মাদক দ্রব্যও রয়েছে। খিদিরপুর এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে ২৪ লক্ষ টাকার মদ উদ্ধার করেছে কমিশন। কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, ১ মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত মদ এবং মাদক দ্রব্য ছাড়াও রাজ্য থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ টাকা। উদ্ধার করা টাকার পরিমাণ ৩৪ লক্ষ ২৩ হাজার।

‘সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের ফোন নম্বর দিয়ে তথ্য হাতাচ্ছে তৃণমূল’

আরও বিস্ফোরক সুকান্ত

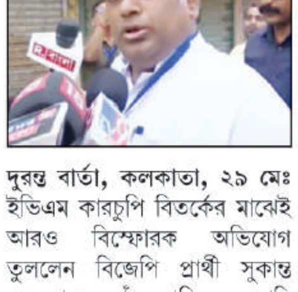

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ ইভিএম কারচুপি বিতর্কের মাঝেই আরও বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, সরকারি প্রকল্পের আড়ালে মহিলাদের ফোন জোগাড় করে রাখে তৃণমূল। সরকারি ক্যাম্প থেকে ফোন নম্বর নিয়ে সেই সব মহিলাদের তথ্য হাতানোর অভিযোগ তুললেন সুকান্ত। আর এক্ষেত্রেও তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তৃণমূলকেই। সুকান্ত মজুমদার বললেন, ‘‘দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে যে তথ্য গুলো, ফোন নম্বর, আধার কার্ড, ব্যক্তিগত যাবতীয় তথ্য চলে যাচ্ছে তৃণমূলের কাছে। তা চলে যাচ্ছে আই প্যাকের কাছে। আগামী দিনে এই সন্দেশখালির মতো মহিলাদের নম্বর নিয়ে তৃণমূলের নেতারা মহিলাদের বিরক্ত করবে না, বা কুপ্রস্তাব দেবে না, তার গ্যারান্টি কে নেবে? আমার তো মনে হচ্ছে আগামী দিনে এই ঘটনা ঘটতেই পারে।'' এর আগে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। তৃণমূল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এটা দাবি করেছিল, রেখা পাত্রা স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। আর সে দাবি করতে গিয়ে রেখা পাত্রের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তথ্য হ্যাক করা হচ্ছে। সুকান্তর এই দাবি নিয়ে অবশ্য সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ‘‘সুকান্ত মজুমদার বালখিল্যের মতো কথা বলছেন। ভেবেছিলাম তিনি অধ্যাপনা করেন, পরিণত রাজনীতিবিদ। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা দিন দিন অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে। আমরা কি পাল্টা প্রশ্ন করব আধারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংস্থা হ্যাক করছে?'' এর আগেও সুকান্ত বলেছিলেন, ‘‘আমরা নাকি হ্যাকারদের রাখি। তাঁর যে মানসিকতা বক্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর কাছে প্রমাণ থাকলে, সেটা সামনে আনুক। বাজার গরম করা কথা বললে চলবে না।'' প্রসঙ্গত, এর আগেই ইভিএম কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন সুকান্ত। তিনি বলেন, ‘‘আমরা আমাদের কর্মীদের সব জায়গাতেই সতর্ক থাকতে বলেছি। কারণ ছলের দুর্বুদ্ধির অভাব হয় না। দোসর আই প্যাক। কীভাবে একজন টুকরে টুকরে গ্যাঙের মহিলাকে কলকাতা পুলিশের শেল্টারে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকতে হবে। চেষ্টা করতে পারে যদি ইভিএম গুলোকে কিছু করা যেতে পারে।'' তার মধ্যেই আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সুকান্ত।

স্থানীয় তৃণমূল নেতার সভা আছে বলে ভাঙড়ে অনুমতি পেলেন না শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২৯ মেঃ ভাঙড়ে সভা করার অনুমতি পেলেন না রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার দুপুর তিনটেয় যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। অনুমতি না মেলায় সেই সভা বাতিল করতে হয়েছে বিজেপিকে। বিজেপির অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সভা, তাই আইন শৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখেই শুভেন্দুর সভায় অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিজেপির বক্তব্য, ভাঙড়ের মাটিতে অন্য কোনও রাজনৈতিক দল যাতে মাথা তুলতে না পারে, তার জন্যই এই স্বেচ্ছাচেরী মনোভাব। বুধবার দুপুর তিনটের সময়ে ভাঙড়ের কলোনি মাঠে সভা করার কথা ছিল, কিন্তু অনুমতি না মেলায়, সেটা আপাতত স্থগিত থাকবে। তবে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়েই সভাস্থলে যাবেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন। সেখানেই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক দিক থেকে ভাঙড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বারবার তপ্ত হয়ে উঠেছে ভাঙড়। চলেছিল যথেচ্ছ বোমা-গুলি। পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এরপর প্রশাসনিক রদবদলও হয়। ভাঙড়ের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যায় কলকাতা পুলিশের হাতে। সে কারণে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বাড়তি নজরদারি রয়েছে ভাঙড়ে। পয়লা জুনের ভোট নির্বিঘ্নে করতে গত জানুয়ারি মাস থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে ভাঙড় ডিভিশনের আটটি থানা। সেক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর সভা ‘না' বলার পিছনে কোন কারণ থাকতে পারে? প্রশাসনের একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, স্থানীয়

স্তরে তৃণমূলের কর্মসূচি রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা সমস্যা হতে পারে, তাই বাতিল করা হয়েছে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়েছেন শুভেন্দু। ভাঙড়ের মাঠে তিনি শাসক তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, ‘‘আগামী ১ তারিখ যে ভোট হবে তা ডু অর ডাই ভোট হবে। আইনকে হাতে তোলা হবে না। আমাদের প্রত্যেক কর্মী এবং তৃণমূল ছাড়া যে বিরোধীরা আছে, তাদের বলব সবাই এক হয়ে ভোটাররা এবং এজেন্টরা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলুন। শুরু করুন সকালবেলা। যাতে আমরা প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করতে পারি। আগে ভোটদান পরে জলপান। আপনাদের বলে যাচ্ছি এই মাঠেই ৪ তারিখের পর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সভা করব আমরা। পুলিশ যদি বাধা দেয়, তবে আদালতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসব।'' বুধবার সভার মাঠেই একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেখানেই রাজ্য পুলিশকে আক্রমণ করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, ‘‘পুলিশ এমন সময়ে আমাদের সভা বাতিল করেছে, যখন আমাদের হাতে আর কোনও বিকল্প নেই। আর কারণ হিসাবে তারা জানিয়েছে, এই সভাস্থলের ১০০ মিটারের মধ্যে তৃণমূলের সভা হচ্ছে।'' পুলিশের ওই চিঠি হাতে নিয়ে শুভেন্দুর প্রশ্ন, ‘‘আমি এই এলাকায় এক দিক দিয়ে এলাম, আমাদের দলের লোকজনও অন্য দিক দিয়ে এল, কোথাও কোনও সভার নাম গন্ধ কিচ্ছু নেই। ১০০ মিটারের মধ্যে সভা হলে তো মাইকের শব্দ শোনা যাবে, তেমন কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে কি? মমতা ব্যানার্জির পুলিশ কতটা চিটিংবাজ এবং মিথ্যাবাদী এই ঘটনাই তার প্রমাণ।'' কেন পুলিশ এমন করেছে, নিজের মতো করে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন শুভেন্দু। সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, ‘‘আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই একটা কথা বলছি, ভোটে তৃণমূল মাঠে নেই। লড়াই হচ্ছে পুলিশ বনাম বিজেপি। পুলিশ সর্বত্র এমন ভাব করছে যেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় বেতন পায় না। যেন তাদের উপর বাপ-মা মরা দায় পড়েছে তৃণমূলকে বাঁচানোর এবং ভোটে জেতানোর।''

কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের দলগুলি সংবিধানের উপহাস করেছেঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ মে ঃ কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের দলগুলির তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটকে একহাত নিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের দলগুলি সংবিধানের উপহাস করেছে। বি আর আম্বেদকরের আবেগের বিরুদ্ধে গিয়ে, তকালীন কংগ্রেস সরকার জোর করেই সংবিধানে ৩৭০ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেছিল। জরুরি অবস্থার মাধ্যমে সংবিধানকে গলা টিপে মারার কাজ করা হয়েছিল। এসসিএসটি এবং ওবিসিদের দেওয়া সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা করেছিল কংগ্রেস এবং সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলমানদের। যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, ইউপিএ সরকারের সময় তকালীন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের বক্তব্য সবার জানা, তিনি বলেছিলেন, দেশের সম্পদের ওপর মুসলমানদের প্রথম অধিকার রয়েছে। ২০১২ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টিও নিজেদের ইস্তেহারে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়ার কথা বলেছিল। যোগী আদিত্যনাথ জানিয়ে দিয়েছেন, এই দেশে ব্যক্তিগত আইন অথবা শরিয়া আইনে চলবে না...প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ ও বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে।

জুনের শুরুতে তাপ থেকে রেহাই পাবে জম্মু ও কাশ্মীর, আপাতত গরম থেকে নিস্তার নেই

শ্রীনগর, ২৯ মে ঃ জুন মাসের শুরুতে তাপের দাপট থেকে কিছুটা রেহাই পেতে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীর। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, ৩০-৩১ মে তাপপ্রবাহ থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে জম্মু ও কাশ্মীর, এরপর জুন মাসের শুরুতে অর্থাৎ ১-২ জুনও তাপের দাপট কিছুটা কমবে।কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা ডঃ মুখতার আহমেদ জানিয়েছেন, পূর্বাভাস ছিলই যে কাশ্মীর উপত্যকার সমভূমি-সহ জম্মু ও কাশ্মীরে তাপপ্রবাহ অনুভূত হবে। তবে, ৩০-৩১ মে ও জুনের প্রথম দু'দিন তাপপ্রবাহ থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। আগামী কয়েকদিন সমতল অঞ্চলে তাপপ্রবাহের কোনও পূর্বাভাস নেই।আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ৩০ মে থেকে ২ জুন এই সময়কালে জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। হতে পারে হালকা বৃষ্টি। এরপর ৩-৫ জুন আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে আবহাওয়া।

কল্যাণীতে দুষ্কৃতী হামলায় গুলিবিদ্ধ যুবক, তদন্ত শুরু পুলিশের

কল্যাণী, ২৯ মে ঃ নদিয়া জেলার কল্যাণীতে দুষ্কৃতী হামলায় গুলিবিদ্ধ হলেন এক যুবক। গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম - অজয় মাহাতো (৩০)। তাঁর বাড়ি কল্যাণী থানা এলাকার চরজাজিরা গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে সাড়ে ৯টা নাগাদ স্কুটারে চেপে যাচ্ছিলেন দুই যুবক। অজয় বসেছিলেন পিছনে, চালকের আসনে ছিলেন বিশ্বজি মাহাতো নামে অপর যুবক।অভিযোগ, কল্যাণী সীমান্ত এলাকায় পিছন থেকে স্কুটার লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলি অজয়ের পিঠে লেগে, স্কুটার চালকের বুকের বাঁ দিক ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ যুবক কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পুরনো শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি কল্যাণী থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

রাজস্থানের দৌসায় দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবোঝাই বাস, আহত কমপক্ষে ২৪ জন

দৌসা, ২৯ মে ঃ রাজস্থানের দৌসা জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৪ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার থেকে জয়পুরে যাচ্ছিল বাসটি, বুধবার দিল্লি-মুম্বই

রাজ্যজুড়ে রেমাল-তাণ্ডব,ত্রানের কাজ কতটা এগোচ্ছে? মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ দুর্যোগ, বিপর্যয়ে সজাগ দৃষ্টি থাকে তাঁর। নবান্ন থেকে নজর রাখেন পরিস্থিতির ওপর। গত রবিবার রাতে ঘূর্নিঝড় রেমালের ল্যান্ডফলে লণ্ডভণ্ড একাধিক জায়গা। প্রবল ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব জেলায় জেলায়। সোমবারও দুর্যোগের পরিস্থিতি। সূত্রের খবর, রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন বলেই খবর সূত্রের। দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে বহু বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরেও একাধিক বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে বাঁধের। দু'লক্ষের বেশি মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে।এই প্রাথমিক ব্যবস্থার পরে সরকারি সাহায্য কি পৌঁছাচ্ছে মানুষের কাছে? জানতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়াও তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন গত রবিবার ত্রাণ ও সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া নিয়ে।আমফানের মতো তীব্রতা না থাকলেও, ঘূর্ণিঝড় রিমলের দাপটে কার্যত ছারখার হয়ে গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা। সুন্দরবনের একাধিক প্রান্তে কার্যত জীবন বিপন্ন হয়েছে মানুষের। বিভিন্ন স্থানে কাঁচা বাধ ভেঙে জল ঢুকছে গ্রামে। সেখানে বাস্তুহারা পরিবার আশ্রয় নিয়েছে ত্রাণ শিবিরে। এই মানুষগুলোর কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজ, ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

'বিজেপির বেশি সাফল্য আসবে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই'মোদীর তোপে বাম-কংগ্রেসও,পাল্টা সেলিম-অধীরের

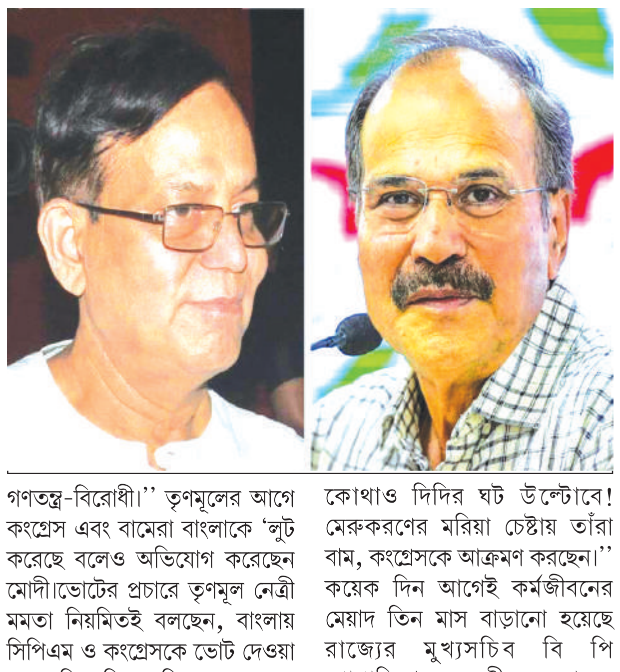

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ বাংলায় সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ-পর্ব শুরু হবে। আর এই লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটের আগে বাংলাকে নিয়ে ব। ভবিষ্যদ্বাণী করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি, বাম ও কংগ্রেস দু'পক্ষই 'পর্দার পিছনে' তৃণমূলের সঙ্গে আছে। সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে তৃণমূলকে সাহায্য করা বলে মন্তব্য করে বিজেপির পক্ষেই সব ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সিপিএম ও কংগ্রেস পাল্টা বলেছে, তাদের জোট যে বিজেপি ও তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে, প্রথমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও এখন মোদীর বক্তব্যেই তা স্পষ্ট।সপ্তম দফায় রাজ্যে ভোট রয়েছে দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতা মিলিয়ে মোট ৯টি কেন্দ্রে। তার আগে মঙ্গলবার বারাসাত ও বসিরহাট কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী স্বপন মজুমদার ও রেখা পাত্রের সমর্থনে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে এবং যাদবপুরের প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে বারুইপুরে জোড়া সমাবেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দুই সভাতেই তৃণমূলের পাশাপাশিই তার তির ছিল সিপিএম ও কংগ্রেসের দিকে। অশোকনগরে মোদী বলেছেন, ' সিপিএমকে ভোট দিলে তৃণমূলের খাতায় যাবে! পর্দার পেছনে তৃণমূল এবং বামেরা মুদ্রার এ পিঠ-ও পিঠ। মুখ্যমন্ত্রীও বলে দিয়েছেন, দিল্লিতে এদেরকে সহযোগিতা করবেন। এই জন্য পর্দার পিছনে যে খেলা চলছে, পশ্চিমবঙ্গেও জনগণ তা বন্ধ করে দেবেন।'' বারুইপুরেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'সিপিএম এবং তৃণমূলের দোকান এক। দোকানে সামগ্রী এক। দু'পক্ষই ' ইন্ডিয়া জোটে আছে। দু'পক্ষই তোলাবাজি করেছে। দু'পক্ষই গণতন্ত্র-বিরোধী।'' তৃণমূলের আগে কংগ্রেস এবং বামেরা বাংলাকে 'লুট করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন মোদী।ভোটের প্রচারে তৃণমূল নেত্রী মমতা নিয়মিতই বলছেন, বাংলায় সিপিএম ও কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে জিততে সাহায্য করা। সেই প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়েই মোদীকে জবাব দিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। সেলিমের বক্তব্য, ' ভোট যত শেষের দিকে যাচ্ছে, মোদী ও মমতার নিশানা এবং বক্তব্য এক হয়ে যাচ্ছে! দু'জনেই সিপিএমকে আক্রমণ করছেন। এক জন বলছেন, সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে দেওয়া। অন্য জন বলছেন, সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে তৃণমূলকে দেওয়া তার মানে বোঝা যাচ্ছে, সিপিএমকে নিয়ে দু'জনেই খুব চিন্তিত। ওঁদের খেলা ধরা পড়ে যাচ্ছে!''অধীরের কথায়, ' প্রচারের নামে এখন মোদী-খেউড় চলছে! তাঁর এই সব কথায় বোঝা যাচ্ছে, কংগ্রেস ও বামের জোট উদীয়মান শক্তি। জোটের সমর্থন বাড়ছে, তাতে কোথাও মোদীর, কোথাও দিদির ঘট উল্টোবে! মেরুকরণের মরিয়া চেষ্টায় তাঁরা বাম, কংগ্রেসকে আক্রমণ করছেন।'' কয়েক দিন আগেই কর্মজীবনের মেয়াদ তিন মাস বাড়ানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি ছাড়া যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হত না, তা উল্লেখ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সংযোজন, 'এখন থেকেও বোঝা যাচ্ছে, দিদি দু'দিকেই ইট পেতে রাখছেন!''দুর্নীতি, তোলাবাজি, তোষণের রাজনীতির অভিযোগে চেনা সুরেই এ দিন তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন মোদী। সেই সঙ্গেই আদালতের রায় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর নানা মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, 'আদালতের নির্দেশের পরে মুখ্যমন্ত্রী কী কী বলছেন, শুনে আমি তো হয়রান হয়ে যাচ্ছি! বিচারকদের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন। তৃণমূলের নেতাদের কাছে জানতে চাই, বিচারকদের পিছনেও কি আপনাদের গুন্ডা ছেড়ে দেবেন?'' তাঁর মন্তব্য, ' কেউ যদি তৃণমূলের দুর্নীতি সামনে আনে, তৃণমূল তাকেই নিশানা করে।''পাল্টা আক্রমণ করে তৃণমূলের আইনজীবী-নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ' এ দেশে বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যদি কেউ নড়িয়ে দিয়ে থাকেন, তিনি মোদী। কর্তব্যরত বিচারপতির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে দলের প্রার্থী হিসেবে ভোটে নামিয়ে দিয়েছেন। তার পরেও এই কথা বলতে বাধছে না!'' উদাহরণ হিসেবে তিনি সিঙ্গুর মামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, ' ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট সেই রায়দান প্রক্রিয়া পিছিয়ে দিয়েছিল। কারণ, মাসকয়েকের মধ্যে রাজ্যে নির্বাচন ছিল। সেই নির্বাচনে রায়ের প্রভাব এড়াতে তখন এটা করা হলেও এখন ২০১২ সালের মামলা টেনে এনে নির্বাচনের আগে রায় দেওয়া হচ্ছে! এ সব ইতিহাসে নথিবদ্ধ হয়ে থাকবে।''বাংলার বেহাল শিল্প-চিত্রের কথা তুলেও তৃণমূল এবং বাম-কংগ্রেসের সমালোচনা শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। তাঁর বক্তব্য, 'স্বাধীনতার আগে একটা সময় ছিল, যখন বাংলা আয়পত্তর দিত লক্ষ দেশবাসীকে। বাংলায় বেশির ভাগ কল-কারখানা আজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখানকার বেশির ভাগ যুবকেরা পালিয়ে যাচ্ছে। বাংলার এই হাল কে করেছে? আগে বাংলায় কংগ্রেস লুট করেছে। তার পরে বামেরা। এখন তৃণমূল দু'হাতে লুট করছে! কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল তিন জনেই দোষী।'' প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, ' বাইরে বেরিয়ে ১০০ জনকে জিজ্ঞেস করলে ৯০ জন বলবে, মোদী সরকার আসছে। যখন নিশ্চিত মোদী সরকার হবে, ভোট নষ্ট করবেন কেন?''

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ,চাকরির আশায় বিহার পাড়ি বাংলার চাকরিপ্রার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এই অবস্থায় শিক্ষক হতে বিহার পাড়ি দিচ্ছেন বঙ্গের চাকরিপ্রার্থীরা। এক সময়ে বিহার থেকে বাংলায় নানা পেশার টানে ছেলেমেয়েরা যেমন আসত, এখন তার উল্টো স্রোত বইছে।পরীক্ষার আগের রাতে, সোমবার পটনা স্টেশনের বিভিন্ন জায়গায় কোনও রকমে মাথা গুঁজে থাকা যুবক-যুবতীদের কাছে রাজ্যে চাকরি না পাওয়ার আক্ষেপ শোনা গেল।২০১৬ সালে এসএসসি-র মাধ্যমে রাজ্যে শেষ বার স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগেও দীর্ঘদিন বন্ধ। এ দিকে প্রতি বছর রাজ্যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্নাতকোত্তর হচ্ছেন। বিএড উত্তীর্ণের সংখ্যাও কম নয়। তাই এক সময়ে বিহার থেকে বাংলায় নানা পেশার টানে ছেলেমেয়েরা যেমন আসত, এখন তার উল্টো স্রোত। বিহারের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বাংলা থেকে বেশ কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। ১৮ মে থেকে শুরু হওয়া নবম-দশম শ্রেণির টেট শেষ হচ্ছে বুধবার। ১১ জুন থেকে শুরু হবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির টেট। তাতেও বাংলার অনেকে আবেদন করেছেন।মঙ্গলবার ছিল বিহারের স্কুলে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। সোমবার সন্ধ্যায় পটনা জংশন স্টেশনে নেমে দেখে মনে হল যেন বাংলার কোনও রেলস্টেশন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া থেকে মালদহ, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, হাওড়া- কোন জেলা থেকে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিতে আসেনি! স্টেশনের ফুটব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম উপচে ভিড় শৌচাগারের সামনে পর্যন্ত। কেউ বা কম টাকায় রাত্রিযাপনের ঠাঁইয়ের খোঁজ করছেন।চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, স্টেশনের বাইরে হোটেল ও লজগুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য মাথা পিছু শয্যা ভাড়া চাইছে ২০০-৩০০ টাকা। সেই টাকা বাঁচাতে কেউ কেউ স্টেশনেই সহ-পরীক্ষার্থীর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাত্রিযাপন করছেন। কেউ আবার দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য লজে গিয়েই উঠছেন।পুরুলিয়ার আড়শা থেকে পরীক্ষা দিতে আসা সন্তোষ কুমার বলেন, ' অনেক ভাড়া। তাই বাইরে হোটেলে রুটি খেয়ে স্টেশনেই রাট কাটাব বলে ঠিক করেছি। এটাই কপাল। আমাদের রাজ্যে পরীক্ষা হলে জেলাতেই কোনও কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যেতাম। এতগুলো টাকা খরচ করে বিএড করেছি। তাই বাড়িতে বসে না থেকে পরীক্ষা দিতে বিহারেই এলাম।''সাঁতরাগাছি থেকে দাদার সঙ্গে পরীক্ষা দিতে আসা এক তরুণী জানান, স্টেশনে নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় ৫০০ টাকা দিয়ে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছেন। ট্রেনের টিকিট রিজার্ভেশন করে যাতায়াত, লজে থাকা-খাওয়া মিলিয়ে মোটা টাকা বেরিয়ে গিয়েছে। নিজের রাজ্যে নিয়মিত পরীক্ষা হলে এই দুর্ভোগ পোহাতে হত না।মালদহের তরুণী মনীষা সরকার বলেন, 'শিক্ষকতার স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। রাজ্যে পরীক্ষা বন্ধ। অথচ বয়স বাড়ছে। তাই ভোগান্তি সত্ত্বেও ভিন্ রাজ্যে পরীক্ষা দিতে আসতে হল।''হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর এই দুর্ভোগ সমাজমাধ্যমেও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। এক নেটিজেনের মন্তব্য, 'বাংলার মেধা বিহারের মাটিতে গড়াগড়ি খায়! আর বাংলার মা-বোনেরা তো লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়।'' পাল্টা মন্তব্যও আসতে থাকে, 'বিরোধীদের মামলাতেই তো আটকে রয়েছে হাজার হাজার চাকরি।''

জয়নগরে তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে বোমা-গুলি,বিজেপির দিকে আঙুল তুলল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা ,ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি।জয়নগরে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের উপর হামলা চালানো চালানোর অভিযোগ উঠল। আহত ওই পঞ্চায়েত সদস্যের নাম তপন মণ্ডল। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বকুলতলা থানা এলাকার গড়দেওয়ানীতে। । গত মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোটের আগে থমথমে জয়নগর। এই ঘটনায় বিজেপির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে শাসকদল তৃণমূল।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। চলছে পুলিশি টহল।জখম তপন মণ্ডল, জয়নগরের গ।দেওয়ানি পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। তিনি মঙ্গলবার রাতে ভোটার স্লিপ গুছিয়ে রাখছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় বাইকে চড়ে একদল দুষ্কৃতী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। যদিও গুলি লাগেনি। পাশেই এক দোকানে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন। তবে তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। অভিযোগ, লুকোতে গেলে তাঁকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা বোমা ছোড়ে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এর পরই এলাকা ছাড়ে দুষ্কৃতীরা। বোমার স্প্লিন্টারে গুরুতর জখম হন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তিনি। স্থানীয়রা

বিশ্ব দাবার সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় গুকেশের জন্মদিন

কলকাতা, ২৯ মে ঃ গত মাসে ভারত দাবাতে ইতিহাস রচনা করেছেন।গুকেশ ডি, ১৭ বছর বয়সে, টরন্টোতে ফিডে ক্যান্ডিডেটস চেস টুর্নামেন্ট জেতার জন্য সর্বকনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হয়েছিলেন।ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে দ্বিতীয়বার কোনো খেলোয়াড় ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট জিতেছে। আগের জয়টি এসেছিল ২০১৪ সালে কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দের হাত ধরে।গুকেশ আজকের দিনে অর্থাৎ ২৯ মে ২০০৬ সালে চেন্নাই ,তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন।গুকেশের দাবা শুরু ২০১৩ সালে। সপ্তাহে তিন দিন এক ঘন্টা অনুশীলন এবং দাবা খেলা শুরু করেন। তারপরে তিনি সপ্তাহান্তে টুর্নামেন্ট খেলতেন। তার ভাল প্রারম্ভমুহূর্ত্ত তার দাবা শিক্ষকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল।গুকেশ ২০১৫ সালে এশিয়ান স্কুল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের অনূর্ধ্ব-৯ বিভাগে, এবং ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে বিশ্ব যুব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০১৮ এশিয়ান যুব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচটি স্বর্ণপদক জিতেছেন, অনূর্ধ্ব-১২ ব্যক্তিগত দ্রুত এবং ব্লিটজ, অনূর্ধ্ব-১২ দল দ্রুত এবং ব্লিটজ এবং অনূর্ধ্ব-১২ ব্যক্তিগত ধ্রুপদী ফর্ম্যাটে।তিনি ৩৪তম ক্যাপেল-লা-গ্রান্ডে ওপেনে মার্চ ২০১৭-এ আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাবের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন।১৫ জানুয়ারী ২০১৯-এ, ১২ বছর,৭মাস ১৭দিন বয়সে, গুকেশ ইতিহাসের তকালীন দ্বিতীয়-কনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে ওঠেন , শুধুমাত্র ১৭ দিনে সের্গেই কার্জাকিনকে ছাড়িয়ে যান। তারপর থেকে অভিমন্যু মিশ্র রেকর্ডটি পরাজিত করেন , গুকেশ তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ হন।২০২২ সালের অক্টোবরে, গুকেশ ম্যাগনাস কার্লসেনকে পরাজিত করে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন।২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের রেটিং তালিকায়, গুকেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বনাথন আনন্দকে শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে ছাড়িয়ে যান। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরেই ফিডে সার্কিট শেষ হওয়ার সাথে সাথে, গুকেশ ২০২৪ ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন। গুকেশ সার্কিটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, বিজয়ী ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন । তিনি ববি ফিশার এবং ম্যাগনাস কার্লসনের পরে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে খেলা তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হয়েছিলেন।তিনি ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রার্থীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বিজয়ী, এবং বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়।২০২৩ সালে এশিয়ান দাবা ফেডারেশন কর্তৃক বর্ষসেরা খেলোয়াড় হন ডি গুকেশ।

সরকারি কর্মীদের জন্য ফের সুখবর,৪ শতাংশ বাড়ছে ডিএ, কবে থেকে?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চলছে দিল্লির কুর্সি দখলের লড়াই। লোকসভা ভোটের কিছুদিন আগেই সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা অর্থাৎ ডিএ (Dearness Allowance) বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র সরকার। ফের একদফায় ৪ হারে ডিএ (ত্বক) বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ৪৬ শতাংশ হারে ডিএ পেতেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা (Central Government Workers)। বর্তমানে তা হাফ সেঞ্চুরি করেছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৫০ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছে।জানিয়ে রাখি, নিয়ম করে বছরে দুবার সরকারি কর্মীদের ত্বক বৃদ্ধি করে কেন্দ্র। ওদিকে মহার্ঘ ভাতার পাশাপাশি সম্প্রতি একাধিক আরও অন্যান্য ভাতাও বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্র। গত ২ এপ্রিল এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে থাকা কেন্দ্রীয় কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগের তরফে অফিস মেমোর‍্যান্ডাম জারি করে বিভিন্ন ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা হয়েছে। যাতে সরকারি কর্মীদের ৬ ধরনের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।সরকারি কর্মীদের চিলড্রেন্স এডুকেশন অ্যালাওয়েন্স, চাইল্ড কেয়ার স্পেশাল অ্যালাওয়েন্স (বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্য), রিস্ক অ্যালাওয়েন্স, নাইট ডিউটি অ্যালাওয়েন্স, ওভারটাইম, চাইল্ড কেয়ার স্পেশাল অ্যালাওয়েন্স, সংসদীয় অ্যাসিস্টেন্টদের জন্য বিশেষ ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের DA ফের বৃদ্ধি হতে চলেছে।বছরের প্রথম ভাগে ডিএ বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে। এবার দ্বিতীয় ভাতার অপেক্ষা করছেন সরকারি কর্মীরা। মনে করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই সরকারি কর্মীদের ডিএ বৃদ্ধি করা হতে পারে। ত্বক বৃদ্ধি মূলত নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির উপর। এখন পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির যে রেকর্ড রয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় কর্মীদের ৪ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত ত্বক বা।তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।ফের একবার ৪ শতাংশ হারে DA বৃদ্ধি হলে তা ৫৪ শতাংশে পৌঁছবে। তবে বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ডিএ ৫০ শতাংশ হয়ে গেলে DA কে মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে আগে ৫০ শতাংশ ত্বক কে মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।আর ডিএ হবে ৪ শতাংশ। যদিও কিছু কিছু রিপোর্ট অনুযায়ী এই ডিএ বৃদ্ধি ৫ শতাংশও হতে পারে। এবার পরবর্তীতে কেন্দ্র কবে, কত শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধি করে সেই দিকে নজর থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের।

দিন বদলে ৪ জুন হোক জোটের বৈঠক, পাওয়ারকে প্রস্তাব মমতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক হোক ৪ জুন । এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের সঙ্গে কথা বলে এমনই প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একদিকে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাব, অন্যদিকে শেষ দফার নির্বাচন । আর এই দুই কারণে আগামী ১ জুন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে থাকতে পারবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মমতা । সেই কারণে বৈঠকের দিন বদলের প্রস্তাব দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, এমনটাই সূত্রের খবর ।আগামী ১ জুন কংগ্রেসের তরফে দুপুর ৩টেয় ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়। আমন্ত্রণ পাঠানো হয়.পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকেও । কিন্তু নির্বাচন ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি তদারকির কথা জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন । মঙ্গলবার এই বিষয়ে এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । সেই কথোপকথনে বৈঠকের জন্য ৪ তারিখের প্রস্তাব দেন মমতা ।রাজ্যে ইতিমধ্যে ছয় দফা নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে । আগামী ১ জুন শেষ দফার নির্বাচন । এই দফায় কলকাতার দুই কেন্দ্র, যাদবপুর, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, দমদম, জয়নগর এবং মথুরাপুরে হবে নির্বাচন । সম্প্রতি বসিরাহাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সন্দেশখালির ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়া । সেইসঙ্গে হাইভোল্টেজ ডায়মন্ড হারবার কিংবা যাদবপুর কেন্দ্রে নির্বাচন রয়েছে শেষ দফায় । পাশাপাশি রবিবার রাজ্যের একাধিক জেলায় রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল । ঝড় পরবর্তী পরিস্থিতিতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজও রয়েছে । এই আবহে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে উপস্থিত থাকা কার্যত অসম্ভব । সেকারণে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দেন ১ জুন জোটের বৈঠকে থাকতে পারবেন না । তবে তাঁর বদলে প্রতিনিধি পাঠাবে তৃণমূল কংগ্রেস, তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন মমতা ।বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সেই বক্তব্যকে জোটে বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা শুরু করেছিল রাজনৈতিক মহলের একাংশ । তবে এনসিপি প্রধানের সঙ্গে কথোপকথনে মমতা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বৈঠকে যোগ না-দিতে পারলেও তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গেই রয়েছে । তাঁর পরামর্শ ৪ জুন সন্ধেয় এই বৈঠক হলে ওই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে যাবে । এখন দেখার ইন্ডিয়া জোটের বাকি শরিকরা মমতার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন কি না !

কেজরির আর্জি দ্রুত শুনতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট, এবার রেজিস্ট্রিও ফিরিয়ে দিল আবেদন

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ঃদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদন দ্রুত শুনতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট। এবার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রিও ফিরিয়ে দিল কেজরিওয়ালের আর্জি। অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ আরও ৭-দিন বাড়ানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। কিন্তু, কেজরিওয়ালের সেই আবেদন দ্রুত শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রি।উল্লেখ্য, আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ ৭ দিন বাড়ানোর বিষয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন মঙ্গলবারই খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ওই দিন বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী এবং কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানায়, কেজরিওয়ালের আবেদন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের কাছে পাঠানো হবে। কখন শুনানি হবে সেবিষয়ে তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন। এরপর বুধবার কেজরিওয়ালের আবেদন দ্রুত শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রি। এখন যা পরিস্থিতি তাতে আগামী ২ জুন তিহার জেলে হয়তো আত্মসমর্পণ করতে হতে পারে কেজরিকে।

মধ্যপ্রদেশে রোমহর্ষক ঘটনা! পরিবারের ৮ সদস্যকে খুন করে অভিযুক্ত নিজেও আত্মঘাতী

ছিন্দওয়াড়া, ২৯ মে ঃ রোমহর্ষক ঘটনা ঘটল মধ্যপ্রদেশের ছিন্দদওয়াড়া জেলায়। একই পরিবারের ৮ সদস্যকে হত্যা করার পর অভিযুক্ত নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে। এক ব্যক্তি তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের খুন করার পর নিজেও গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে ছিন্দদওয়াড়ার মহুলঝির থানার অন্তর্গত বোদাল কাচার গ্রামে। ছিন্দওয়াড়ার ওই গ্রাম সিল করে দিয়েছে পুলিশ।প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বুধবার ভোররাত ২ থেকে ৩-টের মধ্যে ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে।খবর পাওয়ার পর মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে, তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, অভিযুক্ত ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল। ঘর থেকে কুড়াল উদ্ধার হয়েছে। কেন এই নৃশংস হত্যাকান্ড, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

জনগণের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ইন্ডি জোটের, তাঁরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্তঃজে পি নাড্ডা

দুমকা, ২৯ মে ঃ জনগণের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ইন্ডি জোটের লোকজনের, তাঁরা সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। ইন্ডি জোটকে একহাত নিয়ে এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তিনি বলেছেন, ঝাড়খণ্ডে জল, জঙ্গল ও জমির কথা বলে জেএমএম-এর লোকজন ক্ষমতায় এসেছে। এখন জলের কিনারায় বালি হারিয়ে যাচ্ছে। এখানে বালি মাফিয়া, ল্যান্ড জিহাদ ও লাভ জিহাদ চলছে।বুধবার ঝাড়খণ্ডের দুমকার নির্বাচনী জনসভায় নাড্ডা জোর দিয়ে বলেছেন, নেপালে ভূমিকম্প হয়েছিল, প্রথমে পৌঁছেছিল ভারতে। তুরস্কে ভূমিকম্প হয়েছিল, প্রথমে ভারতে পৌঁছেছিল। মাদাগাস্কারে দুর্যোগ আঘাত হানে, প্রথমে পৌঁছেছিল ভারতে। ভারত সর্বত্র সর্বাগ্রে পৌঁছেছে। নাড্ডা আরও বলেছেন, পিএম সূর্য ঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের সৌজন্যে আপনাদের বাড়ির বিদ্যুৎ বিল শূন্য হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের অধীনে, প্রতিটি বাড়ির ছাদে সৌর শক্তি বসাতে সরকার ৭৫ হাজার টাকা দেবে। এই সৌর শক্তি আপনার বাড়িকে শক্তি দেবে এবং যা অবশিষ্ট থাকবে তা সরকার কিনে নেবে এবং আপনি এর জন্য অর্থ পাবেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০ মে মার্টঃবৃহঃবার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ১৬ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৬ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্না পুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৫শতকরা এবং ৮০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্রমাগত ইতিবাচক চিন্তা পুরস্কৃত হবে। আপনি আপনার প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থ ব্যয়। **বৃষভ রাশিঃ**মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। সংসারে শান্তি। **মিথুন রাশিঃ**আপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে। **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। **সিংহ রাশিঃ** অতীতের ভুল সিদ্ধান্তগুলি আজ হতাশা এবং মানসিক অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে- আপনি নিরুপায় এবং তার পরে কি করতে হবে তা নির্ধারণ করতে অসমর্থ হতে পারেন- অন্যদের থেকে সাহায্য চান।**কন্যা রাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। সংসারে শান্তি **তুলারাশিঃ**পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে একলা এবং একাকীত্বের অনুভূতি কাটিয়ে উঠুন। বিবাহের যোগ। **বৃশ্চিক রাশিঃ** এমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। মানসিক দিকে শান্তি পাবে। **ধনু রাশিঃ**ঢাকা না দেওয়া খাবার খাবেন না- এতে অসুস্থ হয়ে প।বেন। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। আর্থিক ব্যবস্থা ভালো হবে। **মকর রাশিঃ**আপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বাঁচার জন্য তৈরী হোন।শুভদিন **কুম্ভ রাশিঃ**সন্তান হতে পারে বিবাহের যোগ হতে পারে । **মীন রাশিঃ**অত্যিক উত্তেজনা এবং বিস্ফোরক নেশা আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। এটি এড়াতে আপনার

সেপটিক ট্যাঙ্কে পাওয়া মাংসের টুকরো ও চুল পরীক্ষায় আসছেন বাংলাদেশের গবেষকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ নিউ টাউনের ফ্ল্যাটের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে পাওয়া মাংসের টুকরো এবং চুল আনোয়ারুল আজিমের কি না, তা পরীক্ষার জন্য শীঘ্রই কলকাতায় আসতে পারেন বাংলাদেশের নিহত সাংসদের কন্যা। আগামী দু'দিনের মধ্যেই কলকাতায় আসার কথা তাঁর।উদ্ধার হওয়া মাংসের টুকরো এবং চুলের ডিএনএ-র সঙ্গে আনোয়ারুলের কন্যার ডিএনএ মিলিয়ে দেখা হবে। আনোয়ারুলের দুই কন্যা। তাঁদের মধ্যে মুমতারিন ফেরদৌস দরিন কলকাতায় বাবার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।মঙ্গলবারই নিউ টাউনের ফ্ল্যাটের সেপটিক ট্যাঙ্ক, বর্জ্য নিষ্কাশনের পাইপ থেকে মাংসের টুকরো এবং চুল উদ্ধার হয়েছিল। সিআইডির তদন্তকারীদের সন্দেহ, এ সব ঝিনাইদহের নিহত সাংসদ আনোয়ারুলের হতে পারে। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ইতিমধ্যেই নমুনাগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।সিআইডির কাছে নিউ টাউনের ওই ফ্ল্যাটের সেপটিক ট্যাঙ্কে তল্লাশি চালানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের গোয়েন্দাপ্রধান হারুন অর রশিদ। সাংসদ খুনে বাংলাদেশে ধৃত তিন জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ধৃত জুবেরকে জেরা করে তেমনটাই সন্দেহ হয়েছিল হারুনের।

বাঁধ সারাইয়ের স্থায়ী সমাধান না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ বেহাল বাঁধ সারাইয় করে স্থায়ী সমাধান না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। যিনি নিজেও ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কৃতি ছাত্র। বুধবার তিনি এক্স-বার্তায় লিখেছেন, রেমাল এল, চলে গেল, বাঁধ ভেঙে দিয়ে গেল। এর আগে আমফান এসেছে, ইয়াস এসেছে, আরো কত আসবে। শুধু সুন্দরবনে নয়, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে মালদা-মুর্শিদাবাদে বাঁধ ভাঙা নিয়মিত ঘটনা। প্রত্যেকবার মানুষ জিজ্ঞাসা করেন, এর কোনো স্থায়ী সমাধান হয় না ? এবং প্রত্যেকবারই মানুষ ভুলে যান। স্থায়ী সমাধান হয়, এবং সেটা কোনও রকেট সায়েন্স নয়, সাধারণ প্রযুক্তির ব্যাপার। তাহলে কেন সেটা প্রয়োগ করা হয় না? হয় না, কারণ এই প্রতি বছর বাঁধ মেরামত প্রচুর অর্থাগমের জায়গা। এই স্বর্ণডিম্ব-প্রসবিনী হাঁস কি কেউ মেরে দিতে চায়? একটি ছোট রেখাচিত্রে এই স্থায়ী সমাধানের উপায়টা বুঝিয়ে দেওয়া হল। হাতে আঁকা ছবি দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তিনি।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ ২৮.০৫.২০২৪ তারিখে প্রায় ১৮,০৫ ঘটিকায়, শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একজন অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা বসার চেয়ারের কাছে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে অর্থাৎ ১৮,৪০ টায়, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দ্বারকেশ্বর নদীতে মাছের বৈচিত্রের মূল্যায়ন ও পুনরুজ্জীবনে সিফরির উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, ২৯ মে ঃ NMCG প্রকল্পের অধীনে আইসিএআর-সেন্ট্রালইনল্যান্ড ফিশারীরিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যারাকপুরের একটি বৈজ্ঞানিক দল দ্বারকেশ্বর এবং রূপনারায়ণ নদীর কাশিপুর থেকে পুরুলিয়ার বান্দার, হুগলির প্রায় ১২০কিলোমিটার জুড়ে মাছের বৈচিত্র্য এবং অন্যান্য জৈব উপাদানগুলির উপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। দ্বারকেশ্বর নদীটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে উপন্ন হয়েছে এবং রূপনারাণ নদীর সাথে মিলিত হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং হুগলি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।দ্বারকেশ্বর নদীটিতে প্রাচীন পদ্ধতিতে মাছ ধরা হয়- জাল, গিলনেট, বাঁশ ইত্যাদির মাধ্যমে। ২৭প্রজাতির মধ্যে প্রায় ৬৫ মাছকে ছোট দেশীয় মাছ (এসআইএফ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যা জলজ খাদ্য উপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্রচুর পুষ্টিমূল্য। পুঁটিমাছ, ন্যাদোষ মাছ, বাটামাচ, রাইখোরবাটা, ল্যাটামাছ, টেংরা মাছ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।নৃতাত্বিক ক্রিয়াকলাপ, দূষণ এবং বাসস্থানের অবক্ষয়ের কারণে দ্বারকেশ্বর নদীর মৎস্য সম্পদ সংকটের সম্মুখীন। অতীতে মাছের সংখ্যাবৃদ্ধি পেলেও জলের প্রবাহ কমে যাওয়া এবং অন্যান্য কারণে মাছধরা কমে গেছে।নদীরমাছ, বিশেষ করে ছোট দেশীয় মাছ, স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সংরক্ষণ ও ভরণ-পোষণের জন্য আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আইসিএআর-সিফরিরডিরেক্টর ডঃবসন্ত কুমার দাস-এর সহায়তায় দ্বারকেশ্বর নদীর বাস্তুতন্ত্র অব্যাহত রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু হয়েছে

কলকাতা, ২৯ মে ঃ কবি সুভাষ, মাস্টারদা সূর্য সেন, নেতাজি, রবীন্দ্র সরোবর, যতীন দাস পার্ক, নেতাজি ভবন, ময়দান, সেন্ট্রাল, মহাত্মা গান্ধী রোড, গিরিশ পার্ক, সোভাবাজার-এ স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ব্লু লাইনের সুতানুটি, শ্যামবাজার ও বেলগাছিয়া স্টেশন। ইতিমধ্যেই গ্রীন লাইনের সব স্টেশনে এই টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের এখন এই স্টেশনগুলিতে কারেন্সি নোট এবং কয়েনে সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। পরিবর্তে, তারা তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করছে বা এই সিস্টেমের সাহায্যে টোকেন কিনছে। উল্লেখ্য যে হাওড়ার এএসসিআরএম মেশিন, হাওড়া ময়দানের গ্রীন লাইনের মেট্রো স্টেশন, মহানায়ক উত্তম কুমার, রবীন্দ্র সদন, এসপ্ল্যানেড এবং ব্লু লাইনের পার্ক স্ট্রিট স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যেই এই সুবিধা রয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস এর সহায়তায় মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করেছে। শীঘ্রই যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্লু লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের অন্যান্য স্টেশনেও এই সুবিধা বাড়ানো হবে। এই করিডোরে এই সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই নতুন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন যাত্রীরা। এই নতুন ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম সম্পর্কে যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া আজ খুব ভাল হয়েছে।

ভোটের আগে জয়নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা,জয়নগর,২৯মেঃ ভোটের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের জয়নগরের এক পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। তবে বিজেপির তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছ।য়িয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মঙ্গলবার রাতে ভোটার স্লিপ নিয়ে বা।রি কাছেই একটি ডেকরেটরের দোকানে বসে কাজ করছিল জয়নগর ২ নং ব্লকের বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়দেওয়ানি গ্রামের তৃনমূল কংগ্রেসের সদস্য তপন মন্ডল সহ আরো দু তিনজন। গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে লক্ষ করে গুলি চালায় কয়েকজন দুস্কৃতি।অভিযোগ আচমকা কয়েকজন দুস্কৃতী এসে তপন মন্ডলকে লক্ষ্য করে প্রথমে গুলি ছোড়ে কিন্তু গুলি লাগেনি, এরপরে তপন দোকানে লুকোতে গেলে সেখানে বোমা মারা হয়।আর বোমার প্রিন্টারে জখম হয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তপন। এরপরে দুস্কৃতিরা পালিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে।তার পরে স্থানীয়রা এসে আহত তপনকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে

যায়।সেখানে চিকিতসা চলছে তাঁর।বুধবার সকালে অস্ত্রপ্রচার করা তপনের।আর এদিন রাতের এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে যায় বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায় সহ পুলিশের টিম।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে জেলা পরিষদ সদস্য তৃনমূল কংগ্রেসের খান জিয়াউল হক ও গ।দেওয়ানি অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাহাবুদ্দিন সেখ এই ঘটনা বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতিদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন।তাঁরা বলেন,বিজেপি নিজেদের পরাজয় বুঝতে পেরে এবং এলাকায় গন্ডগোল পাকাতে এই খুনের চেষ্টা করেছে।তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি।বিজেপির জয়নগর ৫ নং মন্ডল সভাপতি বাটুল মন্ডল বলেন,ঐ অঞ্চলে আমাদের কোনো সংগঠন নেই।তাই আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে ওরা। এর সাথে আমাদের দলের কেউ যুক্ত নেই।আর এই ঘটনার পরে বুধবার সকালে এলাকা থমথমে।

শিশুদের মনোবিকাশে জোর দিচ্ছে ব্রজ গোপিকা সেবা মিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ রূপধ্যান। সাধনার এক অনন্য ধারা যা ঈশ্বরের কাছে মানুষের পৌঁছে যাওয়ার পথ আরও সহজ করে। যাঁরা আধ্যাত্মিকতার মধ্যে জীবনের আনন্দ ও ভক্তি খোঁজেন এই সহজ পন্থা তাঁদেরই জন্য। এমনই মনে করেন স্বামী যুগলশরণ । এখন তিনি কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন শহর থেকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন আনঃদময় জীবনে উত্তরণের ঘটানোর উপায় নিয়ে। প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রজ গোপিকা সেবা মিশন। মনোবিকাশ ও সামাজিক শিক্ষার পাশাপাশি কেরিয়ার অপার্চুনিটি কোর্সও এখানে করানো হয়। এর মাধ্যমে করোনার সময় দেশজুড়ে অন্তত চার হাজার মানুষ করোনার ভীতি কাটাতে মানসিক শক্তি অর্জন করেছেন। কোনও শিক্ষা শুরু করার প্রকৃষ্ট সময় শৈশব। তাই বালসংস্কার শিবির আয়োজন করে প্রথমে তাদের মনের গঠন উপযুক্ত করা, তারপরে যুব উত্থান শিবিরের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের মনকে আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালনা করে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সঙ্কটের সময়ে মতি স্থির রাখার শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রথম থেকেই মেধাবী ছাত্র। আধ্যাত্মিকতার টানে ছেড়েছেন জিওলডিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের চাকরি। তাতেও সন্তুষ্ট হননি। এখন আর্তের সেবা ও শিশুদের কল্যাণে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন স্বামী যুগলশরণ জি। বৈষ্ণব বংশে জন্ম এই সন্ন্যাসী অবশ্য নিজেকে গুটিয়েই রাখেন, তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু কৃপালুজি মহারাজের প্রচারক হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ। সঙ্গে আলোর পথ দেখানো। তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র যেন-তমসো মা জ্যোতির্গময়। কথায় কথায় তিনি উদ্ধৃত করেন বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবতম্, রামায়ণ প্রভৃতি থেকে। ২১ বছরে দেশে বিদেশে সব মিলিয়ে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে ১৫ হাজার ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বক্তৃতা করেছেন। সেকথা শুনেছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নাগরিকত্ব নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ। তাঁর প্রতিষ্ঠান ব্রজ গোপিকা সেবা মিশন দেশজুড়ে আর্তের সেবা করছে। বহু মানুষের চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা এনে দিয়েছেন। স্বামীজির তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু পশ্চিমবঙ্গে। এখন এরাজ্যে ২৩টি ও পুরো দেশে ৬৫টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাস্তব জীবন, অর্থাৎ গৃহীর জীবনে আধ্যাত্মিকতা কীভাবে জীবনের পথ আলোকিত ও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় সেই শিক্ষাই তাঁরা দেন। শেখান, কীভাবে ভারসাম্য রাখতে হয় এই দুই জীবনের মধ্যে। ২০০০ সাল থেকে তিনি এই কাজ করে চলেছেন। জীবনদর্শন নিজে তাঁদের শিক্ষা অনেককে পথ দেখিয়েছে। এই ধারা বজায় রাখতে এই বছরই নবদ্বীপ-মায়াপুরের মালপাড়ায় স্থাপিত হয়েছে সাধনা ভবন নামে প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানে ভক্তি রিসার্চ কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানান স্বামীজী।

নিউবারাকপুর পুরসভার মা ক্যান্টিন এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উৎসবে বিশেষ মেনুতে পটল চিংড়ি চিকেন কষা

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৯ মে ঃ রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় কলকাতা কর্পোরেশন সহ পুরসভা গুলিতে চালু হয়েছিল মা ক্যান্টিন। অসহায় প্রান্তিক মানুষদের দুপুরের খাবার মিলবে মাত্র পাঁচ টাকায় ভাত ডাল সব্জি ও ডিম। বহু মানুষ উপকৃত এই সুস্বাদু খাবার খেয়ে।বুধবার দুপুরে নিউবারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে চালু হওয়া মা ক্যান্টিন এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উৎসবে পাঁচ টাকার বিশেষ মেনুতে দেওয়া হল ভাত, ডাল, চিপস, আলু পটল চিংড়ি, মাংস, চাটনী, পাপড়। বুধবার দুপুরে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহ সংলগ্ন এলাকায় অসহায় দু ঃস্থ প্রান্তিক মানুষদের হাতে দুপুরে র খাবার তুলে দিলেন পুরসভার সিটি ম্যানেজার ড. তপন কুমার জানা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি কৃষ্ণা বোস, সুদীপ ঘোষ, সমাজসেবী সৌমিক বোস সহ দপ্তরের আধিকারিক রা।পুরসভার সিটি ম্যানেজার ড. তপন কুমার জানা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তত্ত্বাবধানে গত ২০২১ সালে ২৯ মে করোনার সময় নিউবারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছিল পুর এলাকায় মা ক্যান্টিন। পাঁচ টাকার ভাত সব্জি ডিম।পুর এলাকায় প্রতিদিন কমবেশি পাঁচশ মানুষের হাতে দুপুরের খাবার বিলি করা হচ্ছে।বুধবার তৃতীয় বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে একটু সুস্বাদু খাবার বিলি করা হল যারা নিয়মিত মা ক্যান্টিন থেকে দুপুরের খাবার নেন। এটা খুশির খবর। সবথেকে বড় কথা তিন বছর ধরে সগৌরবে একমাত্র নিউবারাকপুর পুরসভা চালু রেখেছে এই মা ক্যান্টিন পরিষেবা। কোন দিন বন্ধ হয় নি। আজ তিন বছর পেরিয়ে চার বছরে পা দিল। কমবেশি পাচশঁ থেকে সাড়ে পাচশ মানুষের হাতে দুপুরের খাবার বিলি করা হয় এদিন।খাবার খেয়ে বেজায় খুশি এলাকাবাসী।

উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে অভিযান সেরে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বাঙালি অভিযাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ মে ঃ উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে অভিযান সেরে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বাঙালি অভিযাত্রীর। বালির সমবায়পল্লীর বাসিন্দা মৃত ওই অভিযাত্রীর নাম দেবব্রত বর (৪৬)। মোট ১১ জন সদস্যের একটি ট্রেকিং দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন তিনি। পাহাড়ে নির্দিষ্ট গন্তব্য ছুঁয়ে নামার পথে শ্বাসকষ্টের সমস্যা শুরু হয়। ফেরার পথে মাঝপথেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭মে বাড়ি থেকে ট্রেকিং এর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন দেবব্রত। ১৯ তারিখ ভিডিও কলে শেষবার পরিবারের সঙ্গে কথা হয়। এরপর উচ্চতার কারণে ফোন বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। ফলে আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি তাঁর। মঙ্গলবার এই খবর আসার পরেই শোকের ছায়া নামে পরিবারে। জানা গিয়েছে, পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন দেবব্রত। বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ মা, স্ত্রী এবং ছেলে ও মেয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মনুর (দেবব্রত) ছোটবেলা থেকে ট্রেকিংয়ের নেশা ছিল। বিভিন্ন সময়ে ও বাড়ি থেকে চলে যেত। বন্ধুদের সঙ্গে অনেক জায়গায় ট্রেকিং করেছে। গত ১৭ তারিখ ট্রেকিং এর উদ্দেশ্যে উত্তরাখণ্ডে যায়। মাঝে মাঝে ও বাড়িতে ফোন করতো। গত ৩-৪

দিন ধরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। গতকাল খবর আসে ট্রেকিং করে নামার সময় দুর্ঘটনায় পড়ে গিয়ে ওর মৃত্যু হয়। ওর পরিবারের লোক সেখানে গিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ডের সরকারের কাছে আবেদন যাতে যত দ্রুত সম্ভব মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে। ট্রেকিং এর নেশা হলেও ও একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এলাকায় সে জনপ্রিয় ছিল। বাড়ির ওই ছিল একমাত্র রোজগেরে। বাড়িতে মা, স্ত্রী, সন্তান রয়েছে। এদিকে, মৃতের স্ত্রী জানান, তাঁর স্বামী গত পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন ট্রেকিং করছেন। এভারেস্টে উঠেছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা গিয়েছেন। অনেক জায়াতেই ট্রেকিং করেছেন। এবার আর ফিরলেন না। গত ১৭ তারিখ ট্রেকিং এর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। দলে ১০-১১ জন ছিলেন। এবারে উনি উত্তরাখণ্ডের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। ভালোভাবেই ট্রেকিং হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। ১৯ তারিখ পর্যন্ত শেষ কথা হয়েছে। তারপর থেকে ফোন সুইচড অফ ছিল। সেটা জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ এই দুঃসংবাদ পাই। ট্রেকিং করে নামার সময় ওনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তাতেই ওই ঘটনা ঘটে।

ক্যানিংয়ে নির্মীয়মাণ দোকান ভেঙে মৃত ১, জখম ৪

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৯ মে ঃক্যানিং বারুইপুর রোডের ক্যানিং পুরাতন বিডিও অফিসের সামনে নির্মীয়মাণ দোকান ভেঙে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। মৃতের নাম রামকৃষ্ণ সাফুঁই(৪১)। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও চারজন। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বুধবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরে ক্যানিং বারুইপুর রোড সম্প্রসারন ও নিকাশিনালা তৈরির কাজ চলছে। সেই কারণে রাস্তার পাশে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। এতে রাস্তার পাশে থাকা দোকানগুলির পরিকাঠামোও নড়বড়েহয়ে গেছে। অনেক দোকান ভাঙাও পড়েছে। এরই মধ্যেই মিঠু পুরকাইত নামে এক ব্যবসায়ী তিনি নিজের দোকান সংস্কার করছিলেন। পাশাপাশি দোকান দোতলা করার কাজ করছিলেন। সেই দোকানই কার্যত রাস্তার উপর ভেঙে পড়ে। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটি যাত্রীবোঝাই অটো ও একটি ভ্যান যাচ্ছিল। দোকানের কংক্রিটের ছাদ ও দেওয়াল ভেঙে পরে সেই অটো ও ভ্যানের উপর। ঘটনায় দোকান মালিক সহ পাঁচজন জখম হন। আহতদের স্থানিয়রা উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনজনকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিসকরা। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় রামকৃষ্ণের। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসি। এমনিতেও এই নিকাশিনালা ও রাস্তা তৈরিতে সরকারি নির্দেশিকা মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে আগেই। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নিকাশি ও রাস্তা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ।

বাঙালবাবু ব্রিজের মাথায় ভবঘুরে, নামাতে হুলুস্থুল পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মে ঃ বাঙালবাবু ব্রিজের মাথায় ভবঘুরে, নামাতে হুলুস্থুল পরিস্থিতি। দমকলের তপরতায় উদ্ধার। বুধবার সকালে হাওড়ার বাঙালবাবু ব্রিজের মাথায় চড়ে বসেন ওই ভবঘুরে যুবক। এদিন পথচারীরাই প্রথম লক্ষ্য করেন ব্রিজের উপরে উঠে পড়ে ওই যুবক বিপজ্জনকভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। নিচেই ছিল রেলের হাইটেনশন লাইন এবং রেললাইন। খবর পাওয়ামাত্রই সেখানে ছুটে আসেন হাওড়া ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা। অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে নীচে নামাতে চেষ্টা করেন তাঁরা। শেষপর্যন্ত ওই যুবককে দমকলের দু'জন আধিকারিক ব্রিজ থেকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। এরপর মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাওড়া ফায়ার স্টেশনের ওসি সোমনাথ প্রামাণিক জানান, সকলের নজর এ।য়ে এদিন ব্রিজের মাথায় উঠে পড়েছিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবক। ব্রিজের নিচে রেললাইন থাকায় ঝুঁকি ছিল। দমকল কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গেই ওই যুবককে বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিচে নামিয়ে আনেন। পুলিশের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়।

লেবুখালী রোড অবরোধ করে বিদ্যুৎ সচলের দাবীতে বিক্ষোভ

হাসনাবাদ, ২৯ মে ঃ লেবুখালী রোড অবরোধ করে বিদ্যুৎ সচলের দাবীতে বিক্ষোভ বরুনহাট গ্রামবাসীদে । ঘন্টা দুয়েক ধরে বরুনহাট গৌড়েশ্বর ব্রিজের সম্মুখে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়। তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় গ্রামবাসীরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভের পদ বেছে নেয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেই এই ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হয়। দ্রুত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না হিঙ্গলগঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই এর পক্ষ থেকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও অন্য স্বাভাবিক সময়ও এই ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। বিক্ষোভকারীরা বিদ্যুৎ পরিষেবা সচলের পাশাপাশি জাম্পিং স্টেশনের দাবি জানিয়েছেন। এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের গাড়িকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষোভকারীরা। এই সমস্যার সমাধান দ্রুত সমাধান না হলে পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানায়।

বাবা ভোলানাথের টানে ভক্ত সমাগমের ভিড় লক্ষ্য করা গেল বীরভূমের বক্রেশ্বর ধামে

বীরভূম, ২৯ মে ঃ শ্রাবণ মাস পড়ার আগেই মানুষের মধ্যে উচ্ছাস ও উদ্দীপনা দেখা গেল চোখে পড়ার মতো শিবের ভক্তরা বাবা ভোলানাথের টানে সুদূর বাগডোগরা থেকে এসে পৌঁছেছে বীরভূমের বক্রেশ্বর ধামে। গেরুয়া রঙের পোশাকে তারা যাত্রা শুরু করেছে বাবা ভোলানাথের দরবারে। আর আমরা সকলেই জানি একমাত্র বীরভূমের বক্রেশ্বর ধামে উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে যেখানে গরম জলের ঘাটও করে দেওয়া হয়েছে। তাই বীরভূমের বক্রেশ্বর ধামকে পুণ্যধামও বলা হয়ে থাকে। কথিত আছে শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকেই ভগবান শিবের ভক্তদের মধ্যে একটি অদ্ভুত উৎসাহ সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছোট বড়ো মাঝামাঝি সমস্ত শিবক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। এর কারণ হিসেবে রয়েছে পৌরাণিক উপাখ্যান।আমরা সবাই জানি সমুদ্র মন্থনের ঘটনা একটি অন্যতম প্রধান পৌরাণিক ঘটনা। কথিত আছে যে সমুদ্র মন্থন করা হয়েছিল শ্রাবণ মাসে। মন্থন কালে ঐরাবত উচ্চৈশ্রবা প্রভৃতির সাথে সাথে যেসকল খারাপ জিনিস উঠে এসেছিল তার মধ্যে তীব্র বিষ হলাহল হল সবচেয়ে ভয়ানক। দেবতাদের মতে ঐ ভয়ানক বিষ সমস্ত পৃথিবীর জীবকুলের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারতো। এমতাবস্থায় সবাই দ্বারস্থ হলেন দেবাদিদেব শিবের।শিব যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায় তৎক্ষণা হলাহল পান করতে উদ্যত হলে ঐ বিষের প্রভাবে যখন কাতর হয়ে পড়লেন তখন মহাদেবী পার্বতী শিবের গলার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং শিবের কাতরতা দূর করলেন। তীব্র বিষ তার কণ্ঠে প্রবেশ করার জন্য শিবের কন্ঠ নীল হয়ে উঠলো। ঐ কারণে শিবের অপর নাম নীলকন্ঠ । তখন অন্যান্য দেবতাবৃন্দ দেবাদিদেব শিবের সুস্থতা র জন্য গঙ্গার জল নিয়ে তাঁর অঙ্গ সিঞ্চিত করতে লাগলেন।ঐ পৌরাণিক উপাখ্যান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এখনও শিবের ভক্তরা শ্রাবণ মাসে শিবলিঙ্গের উপর বিভিন্ন উপাচার সহ গঙ্গার জল বা অন্য কোন পবিত্র উৎস থেকে জল নিয়ে ঢালে।

ভিনসেন্ট কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড
CIN NO.L51909MH1982PLC294959
রেজিঃ অফিসঃ বি-১১।১২, ভিওয়ান্দিওয়ালা টেরেস, নিচ তলা,
প্রিন্সেস স্ট্রিট, মেরিন লাইনস, মুম্বাই - ৪০০০০২
ইমেল আইডিঃ vincent.co1982gmail.com

অংশ।

৩১.০৩১.২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত ফলাফলের বিবৃতি

লক্ষ টাকায়

এস আই	বিশেষ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বছর শেষ	
		৩ মাসশেষ (৩১০৩২০২৪) (নিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী ৩ মাসশেষ (৩১১২১২০২৩) (অনিরীক্ষিত)	অনুরূপ ৩ মাস শেষ হয়েছে আগের বছর (৩১০৩২০২৩) (নিরীক্ষিত)	বছর থেকে পরিসংখ্যানবর্তমান সময়ের জন্যশেষ (৩১০৩২০২৪) (নিরীক্ষিত)	আগেবছর শেষ (৩১০৩২০২৩) (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে আয়	১৫০.৪৩	৮৮.৬৯	১০৬.৮৬	৩৪৫.০৫	২৬৪.০৯
২.	অন্যান্য অপারেটিং আয়	৫৮.৯২	৪৩.৫২	৬.০৪	২২১.৮৮	১৪৮.১৭
৩.	মোট রাজস্ব ১যোগ ২	২০৯.৩৫	১৩২.২১	১১২.৯	৫৬৬.৯৩	৪১২.২৬
৪.	খরচ					
	(ক) উপকরণের খরচ	০	০	০	০.০০	০.০০
	(খ) স্টক-ইন-ট্রেড ক্রয়	০	০	০	০.০০	০.০০
	(গ) সমাপ্ত পণ্যের তালিকায় পরিবর্তন, কাজ চলছে এবং স্টক ইন ট্রেড	০	০	০	০.০০	০.০০
	(ঙ) কর্মচারী বেনিফিট খরচ	৪৯.৭৫	৭.৯৩	২৩.৬৮	৭১.৯৫	৬৩.৮৬
	(চ) অবচয় এবং পরিশোধের ব্যয়	০	০	০	০.০০	০.০০
	(ছ) আর্থিক খরচ	০	০	০	০.০০	০.০০
	(জ)অন্যান্য খরচ (মোট ১০ এর বেশি যে কোন আইটেম অব্যাহত অপারেশন	০	০	০	০.০০	০.০০
	সংক্রান্ত খরচ আলাদাভাবে দেখানো হবে)	২৪০.৮৭	৯৫.৯৬	২১২.০৭	৪৬৩.২০	৩১৬.৯১
	মোট খরচ	২৯০.৬২	১০৩.৮৯	২৩৫.৭৫	৫৩৫.১৫	৩৮০.৭৭
৫.	লাভ (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী আইটেম এবং ট্যাক্সের আগে (৩-৪)	-৮১.২৭	২৮.৩২	১২২.৮৫	৩১.৭৮	৩১.৪৯.
৬.	ব্যতিক্রমী আইটেম	০	০	০	০	০
৭.	করের আগে লাভ (ক্ষতি) (৫-৬)	-৮১.২৭	২৮.৩২	১২২.৮৫	৩১.৭৮	৩১.৪৯.
৮.	কর ব্যয়	০	৭.০৮	০	৫.১৬	৪.৯১
	বর্তমান কর	০	৭.০৮	০	৫.১৬	৪.৯১
	বিলম্বিত কর	০	০	০	০.০০	০.০০
৯.	অব্যাহত ক্রিয়াকলাপ থেকে লাভ (লোকসান) (৭-৮)	-৮১.২৭	২১.২৪	-১২২.৮৫	২৬.৬২	২৬.৫৮
১০.	কার্যক্রম বন্ধ করে লাভ (ক্ষতি)	-৮১.২৭	২১.২৪	-১২২.৮৫	২৬.৬২	২৬.৫৮
১১.	ডিসকাউন্টিং অপারেশনের ট্যাক্স খরচ	০	০	০	০	০
১২.	মুনাফা (লোকসান) বন্ধ করা কার্যক্রম থেকে (কর পরে)	-৮১.২৭	২১.২৪	-১২২.৮৫	২৬.৬২	২৬.৫৮
১৩.	সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি) (৯যোগ১২)	-৮১.২৭	২১.২৪	-১২২.৮৫	২৬.৬২	২৬.৫৮
১৪.	অন্যান্য ব্যাপক আয়	০	০	০	০	০
ক	(i) আইটেম যেগুলি লাভ বা ক্ষতির জন্য পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না	০	০	০	০	০
	(ii) আইটেমগুলির সাথে সম্পর্কিত আয়কর যা পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না লাভ বা ক্ষতি	০	০	০	০	০
খ	(i) আইটেমগুলি যেগুলি লাভ বা ক্ষতির জন্য পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হবে	০	০	০	০	০
	(ii) আয়কর	০	০	০	০	০
১৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (১৩যোগ ১৪) (লাভ (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত সময়ের জন্য)	-৮১.২৭	২১.২৪	-১২২.৮৫	২৬.৬২	২৬.৫৮
১৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭	৫৮.৫৭
১৭.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১ টাকা)					
	(a) মৌলিক	-১.৩৯	০.৩৬	-২.১০	০.৪৫	০.৪৫
	(b) পাতলা	-১.৩৯	০.৩৬	-২.১০	০.৪৫	০.৪৫

একত্রিত ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
বিঃদ্র ঃ
১) ৩১শে মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরের আর্থিক ফলাফলগুলি ২৮ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট সভায় অডিট কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২) সংবিধিবদ্ধ অডিটররা এই আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছে এবং তাদের রিপোর্ট অযোগ্য।৩) ৩১শে মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিটর রিপোর্ট এবং ঘোষণা সহ বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে কোম্পানির পরিচালকগণ।
৪) ৩১০৩২০২৪ তারিখের উপরোক্ত আর্থিকগুলি Ind AS-এর প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।
৫) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং মানগুলির সাথে প্রস্তুত করা হয়েছে এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং সেবি প্রবিধান ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৩ এর শর্তাবলী সহ পড়ুন।৬) কোম্পানিটি নন-ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (লোন নেওয়া এবং দেওয়া বিনিয়ো
গ) ব্যবসায় নিযুক্ত এবং ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট হিসাবে IND অনুসারে শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে।
৭)সেবি(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রবিধান ৩৩ অনুযায়ী কোম্পানিটি ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ফলাফল প্রকাশ করতে বেছে নিয়েছে।
৮) বর্তমান পিরিয়ডের শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী পিরিয়ডের চিত্র পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।
৯) শেষ ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অনিরীক্ষিত প্রকাশিত বছর থেকে তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

ভিনসেন্ট কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
এসডি-
শান্তিলাল জৈন
(পরিচালক)
ডিনঃ ০০৭৪১৫৮৯

স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ ২৯.০৫.২০২৪

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতা

সম্পাদকীয়

চিনের নাম না করে প্রশান্ত মহাসাগরে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার দাবি করেন। জো বাইডেন প্রশাসন চিনের সঙ্গে সরাসরি আক্রমণ করে কথা বললেও ভারত কিন্তু চিনের একবারও নাম করেনি। আমেরিকার প্রশাসন চিনের সঙ্গে সংঘাতে ভারতের নাম জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও ভারত সেই ফাঁদে পা বাড়ায়নি। আমেরিকা এবং চিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারত বিদেশ নীতির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার সংঘাত থেকে মুক্ত করতে গেলে রাশিয়া এবং চিনের সঙ্গে কথা বলেই তার সমাধান করতে হবে বলে মনে করে ভারত। সেই কারণে আমেরিকার সঙ্গে গলা মিলিয়ে এখন ভারত চিন বিরোধী কোনও কথা বলতে নারাজ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে এখন চিন বিরোধী কথা বলতে হবে, না হলে তার পক্ষে মার্কিন নাগরিকদের সমর্থন পাওয়া খুবই কঠিন। আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষার বিষয়ে সমঝোতা করার বিষয়টা মাথায় রেখে দিয়েছে ভারত। যদিও ভারত বাইডেনকে এখন বেশি করে সমর্থন করতে পারছে না। আমেরিকার বরাবরই চিন বিরোধিতার ভূমিকায় থাকছে এটা পরিস্কার। তবুও ভারতকে চিনের ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। না হলে বিপদ বৃদ্ধি পেতে বেশি সময় নেবে না। এখনও চিন বা ভারত কেউই যুদ্ধ চায় না। তবে চিন যেভাবে গালওয়ান উপত্যকায় সেনা সমাবেশ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামি দিন ভারতকে চিন্তায় ফেলবে সেটা নিশ্চিত। আমেরিকার পক্ষ নিয়ে এখনও কোনও কথা বলতে চাইছে না বিদেশ মন্ত্রক। তারা চিন এবং আমেরিকার মধ্যে উপস্থিত থেকে একটি নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এদিকে আমেরিকার বিদেশ সচিব বলে দিয়েছেন, ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে আমেরিকা সব রকমের সাহায্য করবে। এর জন্য দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার পথ নির্মাণ করা হবে। অদূর ভবিষ্যতে চিন দ্বারা যদি ভারত আক্রান্ত হয় তাহলে আমেরিকা চুপ করে বসে থাকবে না সেটাও পরিস্কার। আমেরিকা কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করবে স্বাধীন ভারতের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে। চিন যেভাবে গোটা অঞ্চলকে একেবারে অস্থির করে তুলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তার কারণ থেকে যাচ্ছে। চিন এখন তার শক্তিকে যাচাই করার চেষ্টা করছে। তার জন্য আমেরিকা আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা যদি চিন দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে আমেরিকার কীভাবে তার মোকাবিলা করবে তার পথ তৈরি করে ফেলেছে। চিনকে কড়া বার্তা দিতে ভুল করবে না আমেরিকা সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এদিকে চিন পরিস্কার করে বলেছে যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে জো বাইডেন অতি ভয়ঙ্কর। খুবই ঠান্ডা মাথার রাজনীতিবিদ। পা ফেলেন খুবই সতর্কভাবে। চিন সম্পর্কে বাইডেন প্রশাসন আরো কড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এটা স্বাভাবিক। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন খুবই চালাক প্রেসিডেন্ট। বুদ্ধি ধরেন। চুপচাপ কাজ করতে ভালো বাসেন। তারা বিশ্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে তিনি প্রশাসনের সবার সঙ্গে কথা বলে নেন। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তবে বাইডেন যেভাবে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিনি যথেষ্ট পরিমানে চিন্তিত। কিছুটা অভূতপূর্বভাবেই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে চিনের দিকে তাক করে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ। বললেও ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর চিনের একবারও নাম করেননি।

চিনের বিরুদ্ধে আমেরিকা মুখ খুলেছে

চিনের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে শুরু করেছে। চিনের আগ্রাসী নীতির সমালোচনা করতে শুরু করেছে আমেরিকা। এমনই চিনের দিকে তাক না করে কথা বললে জো বাইডেনের পক্ষে যদি সামলানো খুবই কঠিন। জাপানে কোয়াড বৈঠক হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত। সেই বৈঠকে থেকে চিনা বিরোধী কোনও স্লোগান দিতে পারেনি ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। তারা প্রতিবাদ করলেও আলোচনাকে সামনে রেখে কথা বলে সমস্যার সমাধান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এদিকে সেই সময়ে আমেরিকা সরাসরি চিনের বিরোধী হয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে কোনও রাখঢাক না করে। ভারতের সঙ্গে চিনের বিরোধ একটি মাত্র কারণে সেটা হচ্ছে সীমান্ত বিরোধী। চিন চাইছে না ভারত তাইওয়ানের সঙ্গে কোনও ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করুক। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে তাইওয়ান চিনের অংশ। আমেরিকা সেটা মানে না। তারা তাইওয়ানকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতও তাইওয়ানের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক তৈরি করেছে। ফলে চিন ভারতের উপরে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে লাদাখের বেশ কিছু অংশ দখল করে রেখে দিয়েছে এবং চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়। চিন সেই কারণে অরুণাচল প্রদেশের বহু স্থানের নাম পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে নাম পরিবর্তন করলেই চিনের অংশ অরুণাচল প্রদেশ তাদের হয়ে গেল তা ভাববার কোনও কারণ নেই। ভারত যদি আমেরিকা বা বেজিং এর নাম পরিবর্তন করতে শুরু করে তাহলে কি আমেরিকা এবং বেজিং ভারত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জে কোনও তথ্য বা মানচিত্র জমা দেওয়া রয়েছে তাকে খতিয় দেখতে হবে এবং মর্যাদা দিতে হবে। এদিকে চিন বলতে শুরু করেছে যে ভারত জোর করে হিমালয় সীমান্ত এলাকাগুলি দখলে রেখেছে। ফলে চিনের সঙ্গে ভারতের সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। আজ না হোক কাল চিনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে একটি বোঝাপড়ায় আসতে হবে ভারতকে সেটা নিয়ে ভারতকে আমেরিকা সতর্ক করে দিয়েছে। এদিকে জো বাইডেন সেখানকার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সহযোগিতা পাওয়ার নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। নয়াদিল্লিতে উপস্থিত হয়েছিলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব। তিনি চিনের নাম করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে চিন কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্রের বন্ধু নয়। চিনের মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বের যেসব গণতান্ত্রিক দেশ রয়েছে সেগুলোর ওপরে কর্তৃত্ব করা। সেটা করতে গিয়ে চিন এখন ভারতের সীমান্ত দখল করে বসে রয়েছে। বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। চিন সেনারা বলেছে সীমান্ত থেকে সারা সরে যাবে। কিন্তু কথা বললেও কাজে তারা তা করছে না। এখনও গালওয়ান উপত্যকা চিন ভারতে যে টুকু অংশ দখল করে রেখে দিয়েছিল সেখানেই চিন সেনারা রয়েছে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

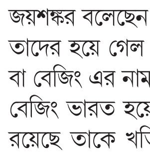

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান।

ভগিনী নিবেদিতার দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকেপ্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে।

বারো বছর বয়সে পিতার কাছ থেকে পাওয়া ধারণা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'জ্যোতিষশাস্ত্র'

কৌশিক দাস

দুঃখ কাকে বলে এর প্রায় সব অনুভূতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এক জীবনে। স্ত্রী মারা গেলেন কবির ৪১ বছর বয়সে। কবির ছিলো তিন মেয়ে, দুই ছেলে। রথীন্দ্রনাথ, শমীন্দ্রনাথ আর বেলা, রাণী ও অতশী। স্ত্রী'র পর অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন রাণী। এরপর কলেরায় মারা গেলো ছোট ছেলে শমী। পুত্রশোকে কবি লিখলেন আজ জোস্নারাতে সবাই গেছে বনে। কবি'র মনে হলো এই জোস্নায় কবি বনে গেলে হবে না। বরং তাঁকে জেগে থাকতে হবে, যদি বাবার কথা মনে পড়ে শমী'র! যদি এসে কবিকে না পায়? তিনি লেখলেন আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে যদি আমায় পড়ে তাহার মনে। 'রাণীর জামাইকে পাঠিয়েছিলেন কবি বিলেতে ডাক্তারী পড়তে, না প।ইে ফেরত আসলো। বড় মেয়ের জামাইকে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে, ব্যারিস্টারী প।তে, না পড়েই ফেরেত আসলো। ছোট মেয়ে অতশীর জামাইকেও আমেরিকায় কৃষিবিদ্যার উপর পড়াশোনা করতে। লোভী এই লোক কবিকে বার বার টাকা চেয়ে চিঠি দিতো। কবি লেখলেন-জমিদারী থেকে যে টাকা পাই, সবটাই তোমাকে পাঠাই। দেশে ফেরার কিছুদিন পর ছোট মেয়েটাও মারা গেলো। সবচাইতে কষ্টের মৃত্যু হয় ব। মেয়ের। ব। জামাই বিলেত থেকে ফেরার পর ছোট জামাইর সাথে ঝগড়া লেগে কবির বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। মেয়ে বেলা হয়ে পড়েন অসুস্থ। অসুস্থ এই মেয়েকে দেখতে কবিগুরু প্রতিদিন গাড়ী করে মেয়ের বাড়ী যেতেন। কবিকে যত রকম অপমান করার এই জামাই করতেন। কবির সামনে টেবিলে পা তুলে সিগারেট খেতেন। তবু কবি প্রতিদিনই যেতেন মেয়েকে দেখতে। একদিন কবি যাচ্ছেন, মাঝপথেই শুনলেন বেলা মারা গেছে। কবি শেষ দেখা দেখতে আর গেলেন না। মাঝপথ থেকেই ফেরত চলে আসলেন। হৈমন্তীর গল্প যেন কবির মেয়েরই গল্প!শোক কতটা গভীর হলে কবির কলম দিয়ে বের হলো
আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।
কবির মৃত্যু হলো অতিমাত্রায় কষ্ট সহ্য করে, প্রশ্রাবের প্রদাহে। কী কারনে যেন কবির ব। ছেলে রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেষ বিদায়টাও পাননি। দূর সম্পর্কের এক নাতনি ছিলো কবির শেষ বিদায়ের ক্ষণে। কবি জমিদার ছিলেন এইসব গল্প সবাই জানে। কবি'র দুঃখের এই জীবনের কথা ক'জন জানেন? প্রথম যৌবনে যে গান লেখলেন, এইটাই যেন কবির শেষ জীবনে সত্যি হয়ে গেলো- আমিই শুধু রইনু বাকি। যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি।রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য কল্পনা করবেন? দেখেন কী পান। কবিতাঃজীবনানন্দ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর কারো এতো সমৃদ্ধ কবিতা নেই যা রবীন্দ্রনাথের কবিতার কাছাকাছি চিন্তা করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ কেবল অপ্রতিদ্ব ন্দ্বী নন কবিতায়, তিনি কবিতা নিয়ে গেছেন মানুষের মনের ভেতর বাংলার যতো রুপ আছে, রস আছে, সৌন্দর্যময়তা আসে বারো মাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সকল রুপ, রস, সৌন্দর্যময়তা বিমূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। গান-রবীন্দ্রনাথের গান যা গীতিকবিতা নামে বিখ্যাত এমন গান বিশ্বসাহিত্যে বিরল। শব্দশৈলী, ছন্দ নির্মাণ, ভাবাবেগ তৈরি কিংবা ছন্দের তালে ঝঙ্কার, সে এক অসামান্য সৃষ্টি। এই গানকেই নোবেল কমিটি সম্মানিত করেছেন 'পদক' দিয়ে। ছোটগল্প-রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার 'গল্পগুচ্ছ' সর্বাধিক পঠিত সাহিত্য বাঙালি সমাজে।
উপন্যাসঃ এক্ষেত্রে অবশ্য বঙ্কিম, শর আর তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বিকল্প তবুও তারা পরিপূর্ণ নন। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' 'যোগাযোগ' 'গোরা' বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। প্রবন্ধে রবীঃদ্রকালে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে হুমায়ুন আজাদ - কবির চৌধুরী - আহমেদ শরীফ কিংবা আহমেদ ছফারা একটা অবস্থান তৈরি করেছেন। মোটকথা বাংলা সাহিত্যে রবীঃদ্রনাথ ছাড়া এমন কাউকে পাওয়া দুষ্কর যে সাহিত্যের সবগুলো শাখায় সমানভাবে বিচরণ করেছেন, সব শাখাকে সমানভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। যারা রবীন্দ্র বিরোধী কিংবা বিদ্বেষী তারা বিশেষ কারণেই বিরোধী কিংবা বিদ্বেষী। কিন্তু বিরোধী - বিদ্বেষীদের কেউ তার সাহিত্য বিরোধী হওয়ার সাহস রাখেন না, তার সমৃদ্ধ সাহিত্য নিয়ে তাদের বিরোধ করার মতো সে জ্ঞানবোধও নেই। রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র আর তার সমালোচনাকরা উল্কাপিণ্ড কিংবা বাতাসে ও।া ছাইয়ের চাইতেও নগন্য কিছু। আপন সাহিত্যের ডালি নিয়ে গুরুদেব যখন বিশ্বের দরবারে প্রথম গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেই সময়ে একদল রবীন্দ্রানুরাগী অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানান রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করার জন্য। সে অনুরোধে সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দুটি কান দিল না। তার অন্যতম একটি কারণ - ইংরেজদ্রোহী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের একটা পরিচয়।
রোটেনস্টাইন এক বিশেষ রবীঃদ্রভক্ত ছিলেন। তিনি গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদ সে যুগের স্বনামধন্য সাহিত্যিক - স্টপফোর্ড ব্রুক, ব্র্যাডলি, ইয়েটসদের পাঠিয়ে দিলেন। সেই শুরু হয়ে গেল বিশ্বজয়ের প্রথম পদক্ষেপ।এই সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা প।ে যারপরনাই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। রোটেনস্টাইন এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। বহু সাহিত্যিক সেখানে আমন্ত্রিত হলেন। ইয়েটসের মতো বিখ্যাত কবি স্বয়ং সকলকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। ইয়েটস্ কবিতা পাঠের ভূমিকায় বললেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এমন কাব্য বিরল। কিটস্, শেলির সঙ্গে এই কবির আত্মীয়তা রয়েছে, অথচ এ রচনা সম্পূর্ণ কবির নিজস্ব। সেই সভাতেই স্থির হল ইংরাজি ভাষায় গীতাঞ্জলি প্রকাশ করা হবে এবং সেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখবেন ইয়েটস্।গীতাঞ্জলি প্রকাশের প্রস্তুতি চলল। কবি ইয়েটস্ অনেকটা দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। পাণ্ডুলিপি নিয়ে ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসলেন। সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হল। দীর্ঘ এক ভূমিকা লিখলেন ইয়েটস্। এইভাবে ইংরাজি গীতাঞ্জলি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হল।১ নভেম্বর ১৯১২, ইন্ডিয়া সোসাইটির সংস্করণ ইংরাজি গীতাঞ্জলি প্রকাশ পেল। মাত্র ৭৫০টি কপি ছাপা হয়েছিল - যার মধ্যে ৫০০টি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এবং মাত্র ২৫০টি বিক্রির জন্য।
রোটেনস্টাইন ম্যাকমিলন কোম্পানির সঙ্গে গীতাঞ্জলি ছাপার বিষয়ে যোগাযোগ করেছিলেন। তারাও আগ্রহী ছিল। বিক্রির সাফল্যের উপর নির্ভর করবে যে তারা ভবিষ্যতে ছাপবে কি না। লন্ডনে ম্যাকমিলন কোম্পানি গীতাঞ্জলি প্রকাশ করল। বিক্রির আশাতীত সাফল্য দেখা গেল। ওদিকে দেশ থেকে অর্থকষ্টের খবর আসছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঋণও প্রচুর। বিক্রয়লব্ধ অর্থে এইসব অর্থাভাবের কিছুটা সমাধান হল।গীতাঞ্জলির ফরাসি অনুবাদের অনুমতি গুরুদেব এক কবিকে দিয়েছিলেন। সেই কবির চেষ্টায় আঁদ্রে জিদ অনুবাদ করেছিলেন। Dr. Frederik Van Eden নামক বিখ্যাত কবি গীতাঞ্জলির সুইডিশ অনুবাদ প্রকাশ করলেন।
অন্যদিকে মানব জাতি এক নতুন রবীঃদ্রনাথকে আবিষ্কার করলেন, তিনি মহ এবং মানবমুক্তি ও বিজ্ঞানপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ। কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেম সৌজ্ঞ্যে অপরূপ স্রষ্টা হলেও তিনি প্রবলভাবে বিজ্ঞানমনস্ক। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বুঝেছিলেন অন্ধবিশ্বাসের মূ।তার প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা জাগাতে বিজ্ঞানের চেতনার বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞানবোধের অভাবটি বুঝতে পারেন না, কিন্তু এ নিদারুণ এক দৈন্য। এই দৈন্য কাজের ক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে রেখেছে। এ দৈন্য মানুষকে নিরীহ করে রেখেছে যা তাকে নানা নির্যাতন ভোগে বাধ্য করে রাখে। রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনকর্মই মানুষের কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায়ে ধাবিত। তবে এই কবি মনীষী কীভাবে এবং কোন ভাবনায় নিজের চেতনায় বিজ্ঞানের ভিত গড়েছিলেন? সেটা বুঝে নিতে আমাদের

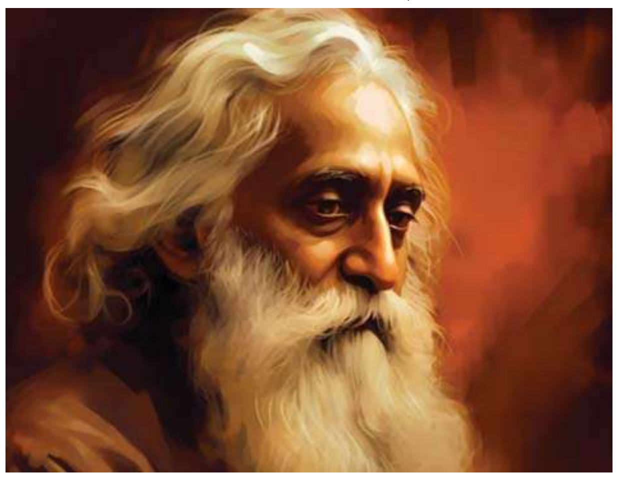

তাকাতে হবে তার শৈশব জীবনচর্চার দিকে। জীবন সাধক রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ' বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিলো না'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জীবনকাল উনিশ বিশ শতকে সমভাবে বিস্তৃত ছিল। উনিশের শেষ ভাগে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটে যায়। স্টিম ইঞ্জিন ব্যাপকভাবে চালু হলে পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচতে শুরু করে, সভ্যতার বিকাশ দ্রুততর হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক আগেই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়ে বসে। প্রায় একই সময়ে রসায়ন বিদ্যায় নানা আবিষ্কার, বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার, জীবাণুতত্ত্বসহ নানা উদ্ভাবন মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক রূপান্তর ঘটাতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করার পর শৈশবেই সব নব উদ্ভাবনের কথা জানতে পারলেন। আমরা তো জানিই যে শিশু রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের মনোযোগী ছাত্র না হয়ে উঠতে পারলেও ঠাকুরবাড়ির পাঠশালায় গৃহশিক্ষকদের রুটিন পাঠের হাত থেকে নিস্তার ছিলো না তার। গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যায় পাঠ নিতে হতো ঠাকুরবা।রি কিশোর বালকদের। আর সাহিত্যে পাঠ নিতে হতো মেঘনাদবধকাব্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ তার ' আমাদের জানিয়েছেন, কঙ্কাল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানবদেহের খুঁটিনাটি শেখাতেন এক পণ্ডিত। আর মানবদেহের বৈজ্ঞানিক পাঠ নিতে মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে লাশকাটার আদ্যোপান্তও দেখতে যেতে হতো ঠাকুরবা।রি কিশোর বালকদের। অল্প বয়সে বিজ্ঞানের এসব চর্চায় রবীন্দ্রনাথের কিশোর মন বিরূপ হয়ে ওঠেনি বরং সে সবে বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহের যোগ হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের কথা থেকেই। কবি জানাচ্ছেন, সপ্তাহে একদিন রবিবার ' দত্ত (ঘোষ) মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। যে রবিবার সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।' (জীবনস্মৃতি, পৃ-৪১)
আমরা আরো জানতে পারি, পিতার সঙ্গে যখন ডালহৌসি পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন সেটা নিছক পাহা। দর্শন পর্ব থাকতো না পাহাড়ে বেড়ানোর প্রতিটি সন্ধ্যা অবলীলায় জ্যোতির্বিদ্যার প্র্যাক্টিকাল সেশন হয়ে উঠত। জ্যোতির্বিদ মহর্ষি দেবেন ঠাকুর পুত্রকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সন্ধ্যাবেলায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে নক্ষত্রমণ্ডলীর গ্রহ-নক্ষত্রদের চিনিয়ে দিতেন। জ্যোতির্বিদ্যার পাশাপাশি পিতার কাছ থেকে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারগুলোর বিষয়েও পাঠ নিতেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। পিতার কাছ থেকে পাওয়া ধারণা নিয়েই তিনি লিখেছিলেন প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ' জ্যোতিষশাস্ত্র' (১৮৭৩) বারো বছর বয়সে। এই লেখাই পরিবারে বিজ্ঞানের লেখক হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ঠাকুরবাড়ি থেকে শিশু কিশোরদের জন্য ' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ সে পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে শিশু কিশোর উপযোগী লেখা দেবার জন্য নিয়মিত লেখক হিসাবে মনোনিত হন। ' পত্রিকায় বালক কবি প্রায় প্রতি সংখ্যায় লিখেছেন।১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ' নামে পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ সাধনায় প্রাণিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বেশ অনেকগুলো লেখা দিয়েছিলেন। নতুন ইংরেজি শিক্ষিতজনেরা তখন বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় কিছু কিছু লিখতে শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের সে সব রচনা প।ওে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিছুকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জোর্তিবিজ্ঞানের আগ্রহ প্রাণবিজ্ঞানে সঞ্চারিত হয়েছিল।
বিশ শতকের গো।ায় রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রকে চমকে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সাহচার্য পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় নিয়ে ' রবীন্দ্রনাথ ' কি সজীব?' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যেটি ১৯০১ ছাপা হয়েছিল। সেটি পড়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিস্মিত হয়েছিলেন আর তিনি তার সেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে ,' যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।'
রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হতে চাননি বটে কিন্তু আজীবন বিজ্ঞানচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বিজ্ঞানের লোকহিত প্রায়োগিক দিকটি মাথায় রেখেই। তিনি যর্থাথই মনে করতেন বিজ্ঞানের হাত ধরেই পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতি তিনি নিবি। পর্যবেক্ষণে রাখতেন। তিনি যখন ১৯২৬ সালে ইউরোপের পথে বেরুলেন, গেলেন জার্মানিতে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে। আইনস্টাইন তখন তার আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব প্রকাশ করে বিজ্ঞানের জগতে আলো।ন তুলেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের কাছে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা জানতে পারলেন। ফিরে এসে তিনি অনুজ সত্যেন বোসকে খুঁজে বের করলেন এবং তার সাথে বিজ্ঞানচর্চায় যুক্ত হলেন। ৪ বছর পর ১৯৩০ এ আবার তিনি জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময়ই বেতারযন্ত্র, আকাশ বিজয়, তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণুর গড়ন, ইলেকট্রন-প্রোটন, দু'ধরণের তনিৎকণা, কোয়ান্টামবাদ, জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য, জীবাণুতত্ত্ব, বংশগতিবিদ্যা - এসব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রবলভাবে দোলা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার গোটা জীবনের বিজ্ঞান ভাবনাকে পরিণত বয়সে এসে গ্রন্থিত করার কথা ভাবেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো তিনি ১৯৩৭-এ ' নামে যে প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশ করেন সেটি মূলত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। তাহলে কি ভারতের বাইরের বিশ্বকে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের জগ বলেই জ্ঞান করেছিলেন? আজকের অধুনা বিশ্ব মানেই বিজ্ঞান সৃষ্ট সভ্যতা সে নিরিখেই সম্ভবত কিশোর রবির চিত্তে অমন প্রণোদনা। ' গ্রন্থের প্রবন্ধের সূচিটি দেখলেই হতবাক হতে হয়। পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক - সহজ বাংলায় বিজ্ঞানের অমন কঠিন বিষয়গুলোর পরিচিতি দিয়েছেন ' নামের গ্রন্থে। রবীন্দ্র অনুধ্যানে আরো বিস্ময় জাগে যে, জীবনের শেষ পর্বে কবি নাকি বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ আর নবপ্রাকৃত তত্ত্বে অভিভূত ছিলেন। কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নেয়া শিক্ষিতজনের অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্ম হিসেবেই মনে করতেন। প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদপদ ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী জোট বেঁধে আজ দেশের জন্য ব। অপশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে নানা উপলক্ষে, যে কোনো আয়োজনে এক বিজ্ঞানপ্রেমী রবীন্দ্রনাথকে উন্মোচন আজ জরুরি হয়ে পড়েছে।

ভারতের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে চিন

ভারতের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে চিন। কিন্তু চিন ভারতের চারদিকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে যাতে ভারত বেশি নাড়াচাড়া না করতে পারে। এখনও বহু ভারতীয় পণ্যের বাজার বেশ শক্তিশালী। আবার ভারতের গাফিলতিতে চিন যেমন বেশ কিছু পণ্যের বাজার তৈরি করে ফেলেছে। যেমন চা শিল্প। ভারত এতকাল ধরে বিশ্বের একচেটিয়া চা শিল্পকে ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু সেখানে চিন এসে উপস্থিত হওয়ার ফলে বাজার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। আজকে ভারতের চা বাগানগুলি শুকিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্ন্তজাতিক বাজারে ভারতের চা'য়ের চাহিদা আগের মতো আর নেই। তার ফলে চা শিল্পে ভারত ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করেছে। চিন ক্রমশ সেখানে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভারতের চা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে ইউরোপ। এখনও ইউরোপ আমেরিকা ভারতের চা'কে পছ ঃদ করে। তার একটি মাত্র কারণ ভারতীয় চায়ের যে স্বাদ রয়েছে তা কিন্তু অন্য কোনও দেশে নেই। যেসব দেশ ভারতীয় চা ব্যবহার করেছে তারা অন্য কোনও দেশের চা'কে গ্রহণ করতে চায় না। তার ফলে ভারতের চায়ের বাজার আগেকার মতো তেজি নয়। কিন্তু চিন চা থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যাপক উৎপাদন করতে শুরু করে দিয়েছে। তার গুণগত মান হয়তো নেই। কিন্তু সাময়িক ব্যবহার যোগ্য বলা যেতে পারে। তার ফলে সাময়িক সমস্যার সমাধান করে দেশকে এগিয়ে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে এই সব দেশগুলি। তার মধ্যে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানও রয়েছে। আফগানিস্তান তালিবান সরকারকে চিন সমর্থন গোড়া থেকেই করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আফগানে যে খনিজ পদার্থ রয়েছে তাকে গ্রহণ করা। তাই এইপ্রথম দেশ চিন আফগানদের সঙ্গে কোটি ডলারের চুক্তি করলো। রাজনীতিতে চিন সব দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। তার উজ্জ্বল উদাহরণ হলো শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে চিন তো আগেইপ্রবেশ করে রয়েছে। চিন সেটা একেবারে প্রকাশ করে না। সবাই আমেরিকার দিকে তাক করে তোপ দাগতে শুরু করে। আসলে চিন পাকিস্তানের রাজনীতি উত্থান পতনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সেটা ক্রমশ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সেই কারণেএই মুহূর্তে ভারতের মাটিতে আন্তর্জাতিক সমাবেসের খুবইপ্রয়োজন। জি-২০ সম্মেলনে এই সব জটিল সমস্যা নিয়ে যেমন আলোচনা হবে এবং পাশাপাশি সমস্যার সমাধান করার দিকেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পরিবেশ থেকে শুরু করে অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং আগামি দিনে জি-২০ ভুক্ত দেশগুলি কোনও বিষয়কে বেশিপ্রাধান্য দিয়ে স্বার্থক করে তুলবে বিশ্ব পরিবেশ একটি ভয়ানক অস্ত্র হিসাবে দেখা

দিতে থাকবে বলে অক্সফোর্ড ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে। তারা বলেছে (আগামি দিনে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিতে থাকবে। সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তার ফলে বিশ্বের অধিকাংশ স্থলভাগ জলের তলায় তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আগামী দিনে মানুষ গভীর সঙ্কটের মুখে পড়বে। করোনা সংক্রমণ দিয়ে তার শুরু হল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা সংক্রমণকে সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে মানব সৃষ্টি। মানুষই করোনা ভাইরাস সৃষ্টি করে বাতাসকে বিষাক্ত করেছে। অজানা ভাইরাস এর থেকে আগামি দিনে উৎপত্তি হতে পারে না তার কোনও গ্যারাঃিট নেই। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়েছে একই পরিবেশকে পবিচ্ছন্ন রাখার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে কার্যকর করতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র নেতারা সে ব্যাপারে চিন্তা কছে না। তারা যুদ্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার পাশাপাশি আর্থিক যুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক যুদ্ধ। রাজনৈতিক যুদ্ধ এমন একটি স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তাতে মানব সভ্যতা একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তার প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে ইউক্রেন। এদিকে উত্তর কোরিয়ার কিম যেভাবে ব্লাস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে একেবারে সারা বিশ্ব থরহরি কম্প। সেই কারণে চিনকে আমেরিকার প্রেসিডেঃট বলেছিলেন যে উত্তর কোরিয়াকে সংযত হতে। তাতে চিন কোনও সাড়া দেয়নি। তার ফলে আমেরিকা আবার দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সামরিক মহড়া করতে শুরু করেছে। সঙ্গে রয়েছে পরমানু অস্ত্র মহড়াও। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হতে শুরু করেছে বিশ্ব মঞ্চ। এর হাত থেকে রেহাই পেতেই জি-২০ সম্মেলন ভারতে। শান্তির দেশে।

সন্ত্রাস মুক্ত পশ্চিম এশিয়া গড়তে ইজরায়েলের আহ্বান

সন্ত্রাস মুক্ত পশ্চিম এশিয়া গড়তে ইজরায়েল আহ্বান জানালো। ইজরায়েল আগে থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছিল গাজা থেকে সন্ত্রাসবাদীদের মেরে ফেলা হবে। তাদেরকে খতম করে দেওয়া হবে। গাজার নিরপত্তা দায়িত্ব গ্রহণ করবে ইজরায়েল। তার ফলে গাজা এখন ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণ চলবে। এদিকে ইজরায়েল রাষ্ট্রপুঞ্জকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছে হামাস সন্ত্রাসের হাত থেকে পশ্চিম এশিয়াকে মুক্ত করতে তারা গাজার দিকে স্থল বাহিনী অভিযান শুরু করছে। উত্তর দিকে থাকা প্যালেস্টাইনদের দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিকে হামাস প্যালেস্টাইনদের সরে যেতে নিষেধ করছে। কিন্তু ইজরায়েল হামলার ভয়ে বহু সাধারণ নাগরিকেরা উত্তর গাজা ত্যাগ করতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের সেনা বাহিনী প্রবেশ করেছে। খুব ধীর গতিতে তারা গাজার মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। লুকিয়ে থাকা হামাস সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে ইজরায়েল গোয়েঃদারা। এদিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বলা হয়েছে প্রায় এগারো লক্ষ মানুষ সরে গেলে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এদিকে ইজরায়েল ভাবে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে লেবাননের সক্রিয় মৌলবাদী সংগঠন হিজিবোল্লা ও তাদের মিত্র দেশ ইরান যুদ্ধ প্রস্তুত নিতে শুরু করেছে। যদিও ইজরায়েলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা কাউকে ভয় পায় না। ইজরায়েল যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার থেকে একচুলও পিছু হটবে না। ইজরায়েল থেকে বলা হয়েছে হামাস জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে। তারা যেন অতি দ্রুত ইজরায়েল সেনাদের হাতে সাদা পতাকা তুলে হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমপর্ণন করে। গাজায় পানীয় জল, খাদ্য এবং জ্বালানি অভাব দেখা দিয়েছে। রেড ক্রস থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করলেও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের আশ্রয় শিবিরে বহু গাজা বাসিঃদারা আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইজরায়েল তিন লক্ষ সেনা মজুত করেছে গাজা সীমান্তে। হামাস জঙ্গির তল্লাসির কাজ শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকজন হামাস সন্ত্রাসবাদীদের ধরে হত্যা করেছে ইজরায়েলের সেনা বিভাগ। এদিকে গাজা ভূখণ্ডে লুকিয়ে থাকা হামাসদের খুঁজে বের করতে ইজরায়েল গোয়েঃদা বাহিনী সক্রিয় হয়েছে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন গাজায় উপস্থিত হয়ে সেখানকারপ্রতিরক্ষা মন্ত্রী থেকে শুরু করে সেনা বাহিনীর অধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এদিকে প্যালেস্টাইনদের পক্ষে আমেরিকার ছাত্র সমাজ উত্তাল। আমেরিকাতে ইহুদি বসবাসকারীদের নিরাপত্তা দিতে শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশপ্রশাসন। বহু ইহুদিরা মনে করছে তাদের জীবন নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছে।

মেয়ের বিয়ের দিনে কফিনবন্দী দেহ ফিরলো বাবার

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু চাঁচলের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের, শোকের ছায়া পরিবারগুলিতে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ মে ঃ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু মালদার চাঁচল মহকুমার ৩ পরিযায়ী শ্রমিকের। শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারগুলিতে। যেদিন কথা ছিল মেয়ের বিয়ে হওয়ার। তাই বিয়ে উপলক্ষ্যে ওইদিন বাড়িতে আসার কথা ছিল ভিন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক বাবার। বাবা এলেন ঠিকই। কিন্তু কফিনবন্দি হয়ে ফিরলেন। পাঞ্জাবে কাজে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুকুন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা আজিদুল হকের (৪৫)। পাঞ্জাবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন আজিজুল। গত পরশু কর্মস্থল থেকে মোটরবাইক নিয়ে নিজের বাসার দিকে ফিরছিলেন। সেই সময় পথ দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। পাঞ্জাব পুলিশ দেহটি উদ্ধার করা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বুধবার সকালে আজিদুলের কফিনবন্দি দেহ গ্রামের বাড়িতে ফিরে। দেহ ফেরার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া প্রতিবেশীরাই চাঁদা তুলে জোগাড় করেন। আজিদুলের দুই মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে। তার মধ্যে এক মেয়ের বিয়ের কথা ছিল এদিন। তাই আজিদুলের ফেরার কথা ছিল। কিন্তু তাদের বাবা এই ভাবে ফিরবেন ভাবতে পারেনি ছেলে মেয়েরাও। শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। এদিন দেহ ফেরার পর পরিবারের পাশে দাঁড়ান স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যা তথা ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন সহ পঞ্চায়েতের জন-প্রতিনিধিরা। মর্জিনা খাতুন ব্যক্তিগত ভাবে আর্থিক সাহায্য করেন পরিবারকে। এছাড়াও সরকারি ২ লক্ষ টাকা সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। যদিও এই ঘটনায় সমবেদনা জানিয়েছেন। বিজেপির অভিযোগ পরিযায়ীদের এই অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী তৃণমূল সরকার। যারা রাজ্যে কর্মসংস্থান দিতে ব্যর্থ। অন্যদিকে চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের সুতি নয়াপাড়া গ্রামের বছর বাইশের যুবক অনাজারুল হকের মৃত্যু হয়েছে মুম্বাইতে। মাস দুয়েক আগে মুম্বাই পাড়ি দিয়ে ছিলেন আনজারুল সেখানে কাজ করাকালীন অসুস্থ হয়ে মৃত্যু ওই যুবক। মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছতেই স্বজন হারা কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার ও প্রতিবেশী। পাশাপাশি ওই ব্লকেরই চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুরের বাসিন্দা মিন্টু শেখের (৪৫) ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। এদিন তারও মৃতদেহ ফিরেছে গ্রামে। জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুন বলেন, খুব দুঃখজনক ঘটনা। এদিন মেয়ের বিয়ের কথা ছিল।আমরা পরিবারের পাশে আছি। ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করলাম। সরকারি সকল সুবিধা যাতে পায় সেটা দেখব। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেনের বক্তব্য, তিনটি পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। নিয়ম অনুযায়ী যে লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন থাকলে তারা পেয়ে যাবেন। বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক রূপেশ আগরওয়ালের অভিযোগ, এই মৃত্যু মিছিল থামছে না। প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তৃণমূল। কর্মসংস্থান দিতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ।

রেমালে দিশেহারা নদীয়ার ফুল চাষি ও পাইকারি ব্যাবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ মে ঃ গত কিছু দিন আগেই তীব্র গরমে হাঁসফাস করছিলো সকলে, কেউ কেউ আবার এখানকার তীব্র গরমকে মরুভূমির আবহাওয়ার সাথেও তুলনা করতে পিছুপা হয়নি। সকলেই চেয়েছিল একটু স্বস্তির বৃষ্টি, এমতাবস্থায় হাওয়া অফিস জানিয়েছিলো আকাশে ঘনীভূত হতে চলছে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা রেমাল ঘূর্ণিঝড়। হাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী রবিবার শুরু হয় রেমাল এর দাপট তথা প্রভাব চলে সোমবারও। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি নদীয়ার সিংহভাগ জায়গায় প্রভাব পরে এই রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের। আর এই রেমাল ঘূর্নিঝড় এখন গলার কাটা হয়ে উঠেছে নদীয়ার ফুল চাষি ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের। নদীয়ার রানাঘাট ২ ব্লকের নোকারী, পূর্ননগর, ধানতলা সহ একাধিক এলাকার সিংহভাগ মানুষের মূল পেশা ফুল চাষ। বছরভর বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করে এই এলাকার মানুষেরা। বছর ভর গাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা সহ বিভিন্ন সিজিনে সিজেনাল ফুলের চাষ করে থাকেন তারা। আর দু দিনের রেমাল এর দাপটে গাছ ও বৃষ্টির জলে ফুল নষ্ঠ হয়ে যাওয়ায় কার্যত দিশাহীন পরিস্থিতি ফুল চাষীদের। শুধু ফুল চাষি নয়, নোকারি, ধানতলা সহ বিভিন্ন এলাকায় বহু ব্যবসায়ী চাষিদের থেকে সরাসরি গোলাপ, রজনীগন্ধা, গাঁধা সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফুল দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও দেশের বাইরেও রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাবসা করে থাকেন। রেমালের জেরে রবিবার রাতের থেকে শুরু হওয়া ঝড় ও বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফুল চাষে। ঝড়ের কারণে গোলাপ ও রজনীগন্ধার গাছ নষ্ট হয়েছে। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছে ফুল। আর এই ঝড় বৃষ্টির জোড়া ফলায় কার্যত লন্ডভন্ড পরিস্থিতি রানাঘাট ২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায়। দু দিনের ঝড়- বৃষ্টি তে এখন প্রায় দিশেহারা সকলে। কথায় আছে কারো পৌষ মাস, তো কারো সর্বনাশ, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই বৃষ্টি যেন ফুল চাষিদের সেই সর্বনাশটাই ডেকে আনলো তা বলাই বাহুল্য।

সান্দাকফুতে ট্রেকিংয়ে গিয়ে অসুস্থ, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কালিয়াগঞ্জের যুবক

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ২৯ মে ঃ সান্দাকফুতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে যেতে না যেতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কালিয়াগঞ্জের ২৯ বছরের যুবক তন্ময় কুণ্ডু। বন্ধুদের সঙ্গে গত শুক্রবার সান্দাকফুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে টুমলিংয়ে পৌঁছন তিনি। এক রাত টুমলিংয়ে কাটিয়ে তাঁরা পরদিন, শনিবার সান্দাকফুতে পৌঁছান। ২৭ মে সোমবার অন্য ছয় বন্ধুর সঙ্গে সান্দাকফু থেকে মানেভঞ্জন হয়ে শিলিগুড়িতে ফেরার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। ওই দিন সকালে তন্ময়ের প্রথমে পেটে ব্যথা, পরে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। যে লজে তাঁরা উঠেছিলেন, সেখানেই পাশের রুমে এক পর্যটক ছিলেন যিনি পেশায় চিকিৎসক। তিনি তন্ময়কে পরীক্ষা করার পরেই দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বন্ধুরা তন্ময়কে নিয়ে মানেভঞ্জন হয়ে প্রায় ৩৯ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সুখিয়াপোখরি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করার পরে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার রাতেই তন্ময়ের মৃতদেহ দার্জিলিং সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে মঙ্গলবার পরিবারের লোকেরাও দার্জিলিংয়ে পৌঁছান। ওই ঘটনায় দার্জিলিং জেলা প্রশাসন এবং জিটিএ প্রশাসনের কর্তারা নড়েচড়ে বসেছেন। আধিকারিকদের অনুমান, সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের প্রান্তে ১১,৯২৯ ফুট উচ্চতার সান্দাকফুতে যাওয়ার জন্য শারীরিক ভাবে সক্ষম ছিলেন না বেশ ভারী চেহারার তন্ময়। কিন্তু মানেভঞ্জনে পর্যটকদের শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করার এখনও কোনও সরকারি পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। তন্ময়ের ঘটনার পরে এ বার পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। একটি পর্যটন সংস্থার কর্তা সৌমিত্র কুণ্ডু বলেন, 'অ্যাডভেঞ্চার ট্রেকিং সকলের জন্য নয়। কিন্তু ইদানীং অনেকেই সান্দাকফু, কিংবা নাথুলার মতো পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছে যাচ্ছেন যেখানে শারীরিক ভাবে সক্ষম থাকাটা জরুরি। তন্ময়ের ক্ষেত্রে কী হয়েছে সেটা চিকিৎসক এবং প্রশাসনিক কর্তারা বলতে পারবেন।'

রেমালের প্রভাব উত্তরেও, এলাকায় খরিয়ার প্রধান ও উপপ্রধান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মে ঃ রেমালের প্রভাব উত্তরেও, মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে গভীর রাতে ভারী বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, বিদ্যুৎহীন গোটা গ্রাম। বুধবার সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশাল আকৃতির গাছ পড়ে বন্ধ হল জলপাইগুড়ি-চালহাটি রোড । বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে গোটা এলাকা। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে খরিয়া অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধান। খোঁজ খবর নিতে উপস্থিত কোতোয়ালি থানার পুলিশ। গতকালের রাতে ঝড়ে বন্ধ হল জলপাইগুড়ি চালহাটি রোড। জানা গেছে এই দিন ঝড়ের তান্ডবে বেশ কয়েকটি বড় আকৃতির গাছ জলপাইগুড়ি চালহাটি দেবনগর সংলগ্ন এলাকায় পড়েছে। কাজ করে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ার কারণে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে এই এলাকার বাসিন্দারা জানা যায় । রাস্তায় চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও ইতিমধ্যে বনদপ্তরের কর্মীরা এসে গাছ কাটার কাজে হাত লাগায়। তবে মানুষের কোন ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার খবর নেই। এরপর বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা তাদের বিদ্যুৎ মেরামতির কাজে লেগে যায়। পুরো ঘটনার বিবরণ দেয় খড়িয়া অঞ্চলের উপ প্রধান। অন্যদিকে, গতকাল রাতে ঝড়- বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ এলাকা। জয়গাঁ খোকলাবস্তি এলাকায় সেন্ট্রাল ডুয়ার্সগামী সড়ক গোবরজদী নদীর প্রবল জলের স্রোতে ভেঙ্গে গেছে। জয়গা গামী বিবাড়ি এলাকায় গোবরজদী নদীর সেতুতে বড় ফাটল হয়েছে। বাসিন্দাদের বাড়ির মধ্যে জল কাদামাটি প্রবেশ করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজিং

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৩/পিটি-II, তারিখ ২৮.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশন থেকে শুরু হওয়া ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১১টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩টি আরটিভিপি-তে লিজ দেওয়ার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **অ্যাডমিন ইউনিট/ জোনঃ** হাওড়া ডিভিশন- বাণিজ্যিক/পূর্ব রেলওয়ে, **অকশন কর্তৃপক্ষ ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, **অকশন ক্যাটালগ নম্বরঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৬বি, **অকশনের ধরন ঃ** ক্লোজ এন্ডেড; **অকশন শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ১১.০৬.২০২৪, ১৩:০০:০০; **অকশন সমাপ্তির তারিখ/সময় ঃ** ১১.০৬.২০২৪, ১৫:৪০:০০। **অটো এক্সটেনশনস জোন ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়কাল ঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ** ৩০ মিনিট। **ক্রমাগত লট ক্লোজিং ব্যবধানঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন ঃ** ১০ বার। ই-অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ **এসইকিউ নং.; লট নং./ক্যাটাগরি; বিবরণ; ট্রিপ/দিন এবং লটের শেষ তারিখ ও সময়** যথাক্রমে ঃ- **এএ/১;** ১৩০৩৩-এসএলআর-এফ২-এইচডব্লুএইচ-কেআইআর-২৩-২(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৭৩০; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৩:৩০:০০-এ; **এএ/২;** ১৩০১৫-এসএলআর-এফ২-এইচডব্লুএইচ-জেএমপি-২৪-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৭৩০; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৩:৪০:০০-এ; **এএ/৩;** ১৩০৬৩-এসএলআর-এফ১-এইচডব্লুএইচ-বিএলজিটি-২৩-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৫২২; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৩:৫০:০০-এ; **এএ/৪;** ১৩০৬৩-এসএলআর-আর১-এইচডব্লুএইচ-বিএলজিটি-২৩-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৫২২; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৪:০০:০০-এ; **এএ/৫;** ১৩০২৩-এসএলআর-এফ২-এইচডব্লুএইচ-জিএওয়াইএ-২৩-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৭৩০; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৪:১০:০০-এ; **এএ/৬;** ১২৩৫৩-এসএলআর-এফ১-এইচডব্লুএইচ-এলকেইউ-২৩-২(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৪:২০:০০-এ; **এএ/৭;** ১৩০৩৩-এসএলআর-এফ১-এইচডব্লুএইচ-কেআইআর-২৩-২(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৭৩০; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৪:৩০:০০-এ; **এএ/৮;** ১৩০৪৩-এসএলআর-এফ১-এইচডব্লুএইচ-আরএক্সএল-২৩-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ২০৯; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৪:৪০:০০-এ; **এএ/৯;** ১৩০১৫-এসএলআর-আর১-এইচডব্লুএইচ-জেএমপি-২৩-২(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৭৩০; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৪:৫০:০০-এ; **এএ/১০;** ১৩০৬৩-এসএলআর-এফ২-এইচডব্লুএইচ-বিএলজিটি-২৩-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৫২২; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৫:০০:০০-এ; **এএ/১১;** ১২১৭৭-এসএলআর-এফ১-এইচডব্লুএইচ-এমটিজে-২৩-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ১০৫; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৫:১০:০০-এ; **এবি/১;** ১৩০৩৩-১৩০৩৪-ভিপি-১-এইচডব্লুএইচ-কেআইআর-২৪-১(পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস; ৭৩০; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৫:২০:০০-এ; **এবি/২;** ১৩০৩১-১৩০৩২-ভিপি-১-এইচডব্লুএইচ-জেওয়াইজি-২৪-১(পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস; ৭৩০; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৫:৩০:০০-এ; **এবি/৩;** ১৩০২৫-১৩০২৬-ভিপি-১- এইচডব্লুএইচ-বিপিএল-২৪-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস; ১০৪; ১১.০৬.২০২৪ তারিখ ১৫:৪০:০০-এ; **রেট ইউনিট ঃ** এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১১ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি এবং এসইকিউ নং. এবি/১ থেকে এবি/৩ প্রতিটির জন্য প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)** প্রতিটির জন্য ০.২। **লট স্ট্যাটাস ঃ** ড্রাফট ক্যাটালগে।

HWH-73/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ওভারব্রিজের নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে কিছু জমিতে অবৈধ অধিগ্রহনের জন্য

বহরমপুর, ২৯ মে ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনের বহরমপুর কোর্ট এবং লালগোলা স্টেশনের মধ্যবর্তী লেভেল ক্রসিং গেট নম্বর ১৩২T (পঞ্চাননতলা গেট নামে পরিচিত) এর পরিবর্তে নির্মীয়মান রোড ওভারব্রিজের কাজ স্থগিত রয়েছে কিছু জমিতে অবৈধ অধিগ্রহণ থাকার জন্য। ১৩২T লেভেল ক্রসিং গেটটি বহরমপুর কোর্ট স্টেশন সীমানার মধ্যে এবং এর নিকটবর্তী স্থানে মালগুদাম এবং FCI এর গুদাম রয়েছে। গেটটি স্টেশন সীমানার মধ্যে থাকার জন্য ঘন ঘন শান্টিংয়ের প্রয়োজন হয়, ফলে প্রায়শই গেটটিকে খোলা - বন্ধ করতে হয়। এর ফলে একদিকে যেমন রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হয় ও সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি ট্রেন চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে এই রোড ওভারব্রিজের নির্মাণকার্যের অনুমোদন করেছিল রেল বোর্ড ২০১৪ সালের মে মাসে । বর্তমানে রোড ওভারব্রিজটির নির্মাণকাজ আটকে রয়েছে প্রয়োজনীয় অধিগ্রহণমুক্ত জমি না পাওয়ার জন্য। যে জমিটিতে রোড ওভারব্রিজটি নির্মাণ হবে, সেই জমিটিতে বর্তমানে তিনশোরও অধিক দোকান রয়েছে যেগুলির বৈধতা নেই। বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এই জমিটিকে অধিগ্রহণমুক্ত করা যায়নি। ফলে, স্থানীয় বাসিন্দারা, গেট ব্যবহারকারী লোকজন এবং রেল যাত্রীরাও প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-১৯-এলএমজি-২০২৪-২৫, তারিখঃ ২৭-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও স্থানঃ** এক বছর সময়ের জন্য লামডিং ডিভিশনের চাপরমুখ জং.-ফরকাটিং জং., চাপরমুখ জং.-সেনচোয়া জং.-শিলঘাট টাউন ও সেনচোয়া জং.-মৈরাবাড়ি সেকশনে টেলিকম গিয়ারের পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৪৯,১৭৬.৮৫টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩৫,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৮-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বার্ষিক মেরামত চুক্তি

ই-টেন্ডার নং ঃ এসএনটি-১০-এলএমজি-২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৭-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ২ বছরের জন্য লামডিং ডিভিশনে সিনিয়র ডিএসটিই/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে স্থাপিত এসএমপিএস চার্জারগুলির (তৈরী: পানকম, আমারারাজা, স্ট্যাটিকন এবং ইওআই) ত্রুটিপূর্ণ এসএমআর মডিউলগুলির বার্ষিক মেরামত চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৮,৮৮,২৯৯.৮০ টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৭৭,৮০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ১৮-০৬-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

শান্টিং নেকের সম্প্রসারণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি./৭৪ অফ ২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/আগরতলায় একটি সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের অতিরিক্ত পার্সেল নিয়ন্ত্রণ লাইনের ব্যবস্থা করা এবং শান্টিং নেকের সম্প্রসারণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৯২,৬১,১৯২.৭০ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৯৬,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ১৭-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা হবেঃ** ১৮-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্রপত্রের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৭-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মৃত্যু পথচারীর

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২৯ মে ঃ বুধবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পথচারীর। ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগর দিগনগর বাজার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা রবি দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণনগরের দিক থেকে কলকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি লিচু বোঝাই গাড়ি প্রথমে তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। শেষমেষ সজোরে ব্রেক মারতেই উল্টে যায় লিচু বোঝাই গাড়িটি। উল্টে যাওয়া গাড়ির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পথচারী রবি দেবনাথের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত রবি দেবনাথ পেশায় ভ্যানচালক। অত্যন্ত অভাবী পরিবার। পরিবারে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে সহ মোট ৪ জন সদস্য তার উপার্জনের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও রোড ট্রাফিক সহ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। অপরদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকাবাসী বেশ কিছুক্ষণের জন্য অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। অবরোধকারীদের দাবি অত্যন্ত এক ব্যস্ততম এলাকায় স্কুল, বাজার, ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও এখানে কোনও ওভারব্রিজ করা হয়নি। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় অবরোধকারীরা। এক পথচারীর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, ৩য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০২৫
ফোনঃ ৯০০৭০৭৭০৪১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩- ২২৪২ ০৫৮৮
ইমেল আইডিঃ bfmiltd@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.bfmind.com
CIN :L65993WB1918PLC000947

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষ শেষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৪	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৩	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৩
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৩.১৭	৪.২৪	১৮.৪৫	১৭.৬৭
২.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(২.৬০)	০.৩২	(০.১৭)	১.৭৩
৩.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, আগের ব্যতিক্রমী/ অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(২.৬০)	০.৩২	(০.১৭)	১.৭৩
৪.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের পরে, আগের ব্যতিক্রমী/ অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(২.৬৬)	(০.০১)	(০.১১)	১.৪০
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১৬৫৭.৪১	(৮৪১.৮৩)	২৮৫৬.০৪	১৯১.৯৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	৯০১৯.২৫	৬১৬৩.৪৩	৯০১৯.২৫	৬১৬৩.৪৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (অসাধারণ আইটেমের আগে)				
	মূল	(০.৮৯)	৩.৯৬	-০.০৩৭	০.৪৭
	মিশ্র	(০.৮৯)	৩.৯৬	-০.০৩৭	০.৪৭
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (অসাধারণ আইটেমের পরে)				
	মূল	(০.৮৯)	৩.৯৬	-০.০৩৭	০.৪৭
	মিশ্র	(০.৮৯)	৩.৯৬	-০.০৩৭	০.৪৭

বিঃদ্রঃ
উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাযের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টকে উপলব্ধ। এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.bfmind.com)

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /-সুশীল কুমার বান্থিয়া
সমগ্র সময়ের পরিচালক
DIN:00555169

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৮ মে, ২০২৪

BEFOUND MOVEMENT LIMITED

Formerly known as Regency Trust Limited
Regd. Off.: 39 RBC Road, Ground Floor, Near Dum Dum Central Jail, Kolkata- 700028, West Bengal
Website : www.regencytrust.co.in | **Email ID :** rtltd2011@gmail.com | **CIN:** L27109WB1988PLC045119

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31-Mar-24 (Audited)	Quarter ended 31-Dec-23 (Unaudited)	Quarter ended 31-Mar-23 (Audited)	Year ended 31-Mar-24 (Audited)	Year ended 31-Mar-23 (Audited)
1	Total Revenue from Operations	57.00	17.00	23.00	123.00	131.02
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	3.75	-0.80	-48.90	5.59	-46.19
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.75	-0.80	-48.90	5.59	-46.19
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.99	-0.80	-47.72	3.94	-46.19
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	1.99	-0.80	-47.72	3.94	-46.19
6	Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the previous year)	-	-	-	-116.69	-120.63
8	Earning per share					
	1. Basic :	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00
	2. Diluted :	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00

Notes :
a The above Results have been reviewed by the Audit Committee and taken on Record by the Board of Directors at its meeting held today.
b The Segment - wise details are not applicable to the Company as the Company has only one segments.
c Previous period's figures have been reclassified / regrouped, wherever necessary.

For Befound Movement Limited
Formerly known as Regency Trust Limited
sd/-
Rajesh Kapoor
Managing Director
DIN : 02757121

Date : May 28, 2024
Place : Mumbai

চ্যাম্পিয়ান কমার্শিয়াল কোম্পানী লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭৩
ওয়েব সাইট ঃ www.championcommercial.in ইমেলঃ mumbai@singhaniagroup.com, ফোন ঃ + ৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০
CIN : :L51909WB1982PLC034891

৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য স্বতন্ত্র অডিটেড আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

লক্ষ টাকা (শেয়ার এবং প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত))

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	১,৬১৫.৮৩	৩,১৮১.৪২	৬,৬৫৮.১৮	১৬,১১৩.৬৮	২৩,৪২৯.৭৪
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম	-২৪৮.৬১	-৪৫.৭৪	১০৯.৫৭	-৪১.৩৯	৭০৬.৬৬
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম	-২৪৮.৬১	-৪৫.৭৪	১০৯.৫৭	-৪১.৩৯	৭০৬.৬৬
৪.	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	-১৯৪.৩৩	-৩১.৪১	৭০.৬৩	-৩৮.৮০	৫১০.৬০
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	-৫৩.৩৩	৪৯৭.০২	(২১৪.৬৯)	১৫৫৩.২৬	৫০৭.২৫
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়)	-৯৭.১৬	-১৫.৭০	৩৫.৩১	-১৯.৪০	২৫৫.৩০

মন্তব্যঃ
১. এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ (Ind AS) এবং প্রযোজ্য পরিমাণে অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
২. উপরোক্তটি ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস যা SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা), রেগুলেশন, ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ বিন্যাস উল্লিখিত আর্থিক ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.msei.in) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.championcommercial.in) পাওয়া যায়।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা /-
গৌরব সিংহানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 01186568

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখঃ ২৯।০৫।২০২৪

রিচিফিল্ড ফাইন্যানশিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঠিকানা ঃ ২বি, গ্রান্ট লেন, ২য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১২
CIN : L65999WB1992PLC055224 ইমেলঃ rfsl.nbfc@gmail.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষ শেষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে: চলতি ৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪	৩ মাস শেষে: সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩	বর্ষ শেষে: বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময় শেষে ৩১.০৩.২৪	বর্ষ শেষে: বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ব সময় শেষে ৩১.০৩.২৩
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৬৯.৪৬	১৭.০০	১৯৭.২৬	৩৫.০৪
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) (সময়ের জন্য করের আগে, ব্যতিক্রমী / অথবা এবং অসাধারণ আইটেম)	৩৩.৯৬	২.৪৬	৮৩.৯০	০.৭৪
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পরে)	৩৩.৯৬	২.৪৬	৮৩.৯০	০.৭৪
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৩৩.৯৬	২.৪৬	৮৩.৯০	০.৭৪
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৩৩.৯৬	২.৪৬	৮৩.৯০	০.৭৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১	৩৭৫.০১
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	৪৮৪.২৭	৪১৯.৪৯	৪৮৪.২৭	৪১৯.৪৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি /- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)				
	।) মূল	০.৯১	০.০৭	১.৭৩	০.০২
	।।) মিশ্র	০.৯১	০.০৭	১.৭৩	০.০২

বিঃদ্রঃ
ক. উপরোক্তটি SEBI (তালিকা ও অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস হল স্টক এক্সচেঞ্জ (গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সত্তার ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
খ. অ্যাকাউন্টিং নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নিট লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেম(গুলি) এর উপর প্রভাব ফুটনোটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
গ. - ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলি Ind-AS নিয়ম AS বিধি অনুসারে লাভ-ক্ষতির বিবৃতিতে সমন্বয় করা হয়েছে, যেটি প্রযোজ্য।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা /- ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
পরিচালন অধিকর্তা
DIN: 09194854

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.০৫.২০২৪

আদিনাথ বায়োল্যাবস লিমিটেড

CIN :L24230WB1982PLCO34492
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ইমেলঃ investors@adinathbio.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.adinathbio.com

৩১ মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া ৪ র্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য অডিটেড স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
[SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয়	২.১১৫	২.১০৫	-	৯.১৫০	৮.৪৯১
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগেসময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(০.৭৩০)	(০.৪৬১)	(৩.৯২৯)	(৩.১২৯)	(৩.৯৬৯)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(০.৭৩০)	(০.৪৬১)	(৩.৯২৯)	(৩.১২৯)	(৩.৯৬৯)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(০.৭৩০)	(০.৪৬১)	(৩.৯২৯)	(৩.১২৯)	(৩.৯৬৯)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(০.৭৩০)	(০.৪৬১)	(৩.৯২৯)	(৩.১২৯)	(৩.৯৬৯)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬	২২০৭.৪২৬
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				(২,২১৪)	(২,২১১)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	(০.০০০)	(০.০০০)	(০.০০২)	(০.০০১)	(০.০০২)

মন্তব্য ঃ
উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছরের শেষ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন. www.cse-india.com। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায়. www.mavensbiotech.com।

আদিনাথ বায়োল্যাবস লিমিটেডের পক্ষে,
সুনীল কুমার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN No.:07777351

তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

পাবলিক নোটিশ

লক্ষ্য করুন যে আমরা ১০,৫৯০ বর্গ মিটার পরিমাপের জমির ক্ষেত্রে (ক) খুবচান্দানি প্রপার্টিজ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড এবং পারফেক্ট রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেডের শিরোনাম তদন্ত করছি ('জমি-১') বর্ণিত তালিকা-১ (খ) ৮১,২৩৪.৭১ বর্গমিটার ভূমি পরিমাপের ক্ষেত্রে সৎ বাস্তুনির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড। ('জমি-২') তালিকা-২-তে বর্ণিত, এবং (গ) হাসপাতালের কাঠামোর ক্ষেত্রে খুবচান্দানি হসপিটালস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এফএসআই এবং নির্মিত এলাকা (এফএসআই মুক্ত এলাকা সহ) **('হাসপাতাল কাঠামো')** আরও বিশেষভাবে তালিকা-৩ **(সম্মিলিতভাবে কথিত সম্পত্তি)** এ বর্ণিত।

উল্লিখিত সম্পত্তি বা এর যে কোনো অংশের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের দাবি, দাবি, ভাগ, সম্পত্তি, অধিকার, শিরোনাম, সুদ, সুবিধা, যেকোন প্রকৃতির, বিক্রয়, হস্তান্তর, নিয়োগ, বরাদ্দ, বিনিময়, উপহার, ইজারা, উপ-লীজ, প্রজাস্বত্ব, উপ-প্রজাস্বত্ব, লাইসেন্স, দখল, ব্যবহার, পেশা, তত্ত্বাবধায়ক অধিকার, বন্ধক, চার্জ, লিয়েন, বিশ্বাস, উত্তরাধিকার, উইল, উত্তরাধিকার, পারিবারিক ব্যবস্থা/বন্দোবস্ত, উইল, উইল, টেস্টামেন্টারি ইনস্ট্রুমেন্ট, প্রোবেট, চিঠিপত্র প্রশাসন, স্বাচ্ছন্দ্য, রক্ষণাবেক্ষণ, সুবিধাভোগী, দায়, এফএসআই, টিডিআর, ডিক্রি বা আইনের যেকোন আদালতের আদেশ, চুক্তি, বা অন্যথায় যেভাবে তা জানাতে হবে, লিখিতভাবে, সমর্থনকারী নথি সহ তার নিম্নস্বাক্ষরকারীকে ভকিলস্ হাউজ, ৩য় তল, ১৮, স্প্রট রোড, বালার্ড এসটেট, মুম্বই-৪০০০০১-এ অফিস, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে দশ (১০) দিনের মধ্যে, এতে ব্যর্থ হলে দাবি বা দাবি মকুব এবং পরিত্যক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে এবং বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে আরো উল্লেখ ছাড়াই।

তালিকা-১

জমির পরিমাপ ১০,৫৯০ বর্গ মিটার। পুরাতন সার্ভে নং ১০৬এ-আইএ(পিটি) এবং ৮০(পিটি), এবং নতুন সি.টি.এস. নং. ১৯৮ (পিটি), অবস্থান, স্থাপিত আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বাইতে নিম্নরূপ আবদ্ধঃ
উত্তরেঃ যে জমিতে বিদ্যমান রিসিভিং স্টেশন অবস্থিত এবং এর বাইরে হংসরাজ মোরারজি পাবলিক স্কুল
দক্ষিণেঃ ভূমি বহন করে সিটি.এস. ১৯৮ (পিটি) অন্যান্য শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত
পূর্বেঃ হাসপাতালের জন্য সংরক্ষিত জমি দ্বারা সিটিএস ১৯৮ (পিটি) এবং
পশ্চিমেঃ উক্ত জমি দ্বারা যা একটি বিদ্যমান সার্ভিস রোড

তালিকা-২

ভূমি পরিমাপ ৮১,২৩৪.৭১ বর্গ মি. মুম্বই শহরের গ্রাম আন্ধেরি, তালুকা আন্ধেরি, মুম্বই শহরতলির জেলার সিটিএস নং ১৯৮ (পিটি) বহন করে এবং নিম্নরূপ আবদ্ধ
উত্তরেঃ জমি১ দ্বারা এবং রাজহংস বালভাটিকা এবং হংসরাজ মোরারজি পাবলিক স্কুল দ্বারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সংরক্ষিত জমির অবশিষ্ট অংশ, আন্ধেরি গ্রামের সিটিএস নং ১৯৮ বহন করে
দক্ষিণেঃ ওয়্যারলেস রোড এবং বস্তি দখল এবং সিডি বরফিওয়ালা রোড বিদ্যমান কম্পাউন্ড প্রাচীর দ্বারা চিহ্নিত
পূর্বেঃ প্রস্তাবিত ২৭.৪৫এম ডি.পি. রোড এবং সিটিএস নং ২০৮এ/১ বর্তমানে বস্তি দ্বারা বেষ্টিত এবং
পশ্চিমেঃ ভূমি বহনকারী সি.টি.এস. দ্বারা ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নং ১৯৯ বিদ্যমান কম্পাউন্ড প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ

তালিকা-৩

বেসমেন্ট + লোয়ার গ্রাউন্ড + গ্রাউন্ড ৯টি উপরের তলা নিয়ে গঠিত হাসপাতালের কাঠামো, ১০,৫৯০ বর্গ মিটার পরিমাপের জমিতে অবস্থিত। পুরাতন সার্ভে নং ১০৬এ-আইএ(পিটি) এবং ৮০(পিটি), এবং নতুন সি.টি.এস. নং ১৯৮ (পিটি), অবস্থান, স্থাপিত আন্ধেরি পশ্চিমে থাকা এবং সেইসাথে এটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এফএসআই এবং নির্মিত এলাকা (এফএসআই মুক্ত এলাকা সহ)।

মুম্বই, তারিখ ৩০শে মে, ২০২৪

জে. সাগর এসোসিয়েটস্-এর পক্ষে
স্বা/-
ফরিক কারাচিওয়ালা
পার্টনার

টলি-বলি

এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে নিয়ে মুখ খুলেছেন বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর

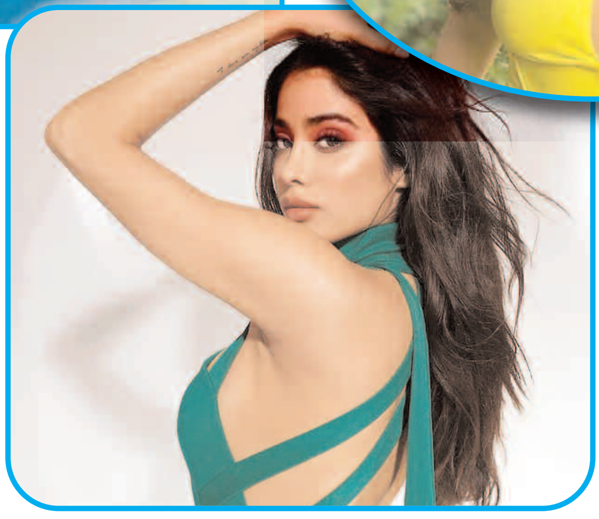

কিছুদিন ধরে বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরের বিয়ে নিয়ে জোর চর্চা চলছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী। অনেক দিন ধরে গুঞ্জন ছিল, জাহ্নবী জমকালো শাড়ি পরে অন্ধ্র প্রদেশের তিরুমালা মন্দিরে বিয়ে করতে চান। এই পোস্টকে ঘিরে শ্রীদেবী-কন্যার প্রতিক্রিয়া ছিল 'কুছ ভি'। এদিকে আগামী শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে জাহ্নবী কাপুর ও রাজকুমার রাও অভিনীত ছবি 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি'। এই ছবির প্রচারে অভিনেত্রী নিজের বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে জবাব দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে জাহ্নবী বলেছেন, 'সম্প্রতি আমি একটা অদ্ভুত প্রতিবেদন পড়েছিলাম। এই খবরে বলা হয়েছিল যে আমি নাকি আমার সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিত করেছি। আর আমার বিয়ে হবে বলে জানিয়েছি। অনেকে দু-তিনটি প্রতিবেদন একত্র করে রটিয়ে দিয়েছে যে আমি বিয়ে করতে চলেছি। আর এক সপ্তাহের মধ্যে আমার বিয়ে। তবে আমি এখন মোটেও বিয়ে করতে রাজি নই। এখন শুধু আমি আমার কাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে চাই।'শিখর পাহাড়িরার সঙ্গে জাহ্নবীর প্রেমের খবর নিয়ে নানা খবর উড়ে বেড়ায়। এ প্রসঙ্গে অভিনেত্রীর জবাব, 'আমার ১৬ বছর বয়স থেকে ও (শিখর) আমার জীবনে আছে। আমার সব সময় মনে হয়েছে যে আমার স্বপ্ন মানে ওর স্বপ্ন, আর ওর স্বপ্ন মানে আমার-ই স্বপ্ন। আমরা দুজনে একে অপরের অনেক কাছের। আমরা সব সময় একে অপরকে অনেক সমর্থন দিয়ে এসেছি।'এর আগে এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। এই ভিডিওতে জাহ্নবী স্বীকার করেছিলেন যে তিনি তাঁর প্রেমিকের ফোন চেক করেন। তারকা-কন্যা জানিয়েছিলেন, 'আমি জানি এটা বিপজ্জনক, কিন্তু এ কথা সত্যি যে আমি ফোন চেক করি।' শরণ শর্মা পরিচালিত 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি' ছবিটি ক্রিকেটকে ঘিরে। ছবিটি ৩১ মে বড় পর্দায় আসতে চলেছে।

হিন্দি ওয়েব সিরিজের প্রস্তাবও রয়েছে অভিনেত্রী মধুমিতার

টলিউডের বর্তমান সময়ের ব্যস্ততম অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। একসময়ের 'পাখি' অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই তারকা বড় পর্দায় একের পর এক প্রশংসিত সিনেমা উপহার দিচ্ছেন। পরীমনির টলিউড অভিষেক সিনেমা 'ফেলুবক্সী'তেও পর্দা ভাগ করছেন এই নায়িকা। তবে এবার পাখির চোখ আরও ওপরে। সেই নতুন খবরটিই দিলেন তিনি নিজেই। এবার টলিউডের পাশাপাশি বলিউডেও সুযোগ পেয়েছেন। সিনেমার প্রস্তুতি হিসেবে ওয়ার্কশপ ও ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য চলতি মাসেই মুম্বাইয়ে পাড়ি জমাবেন নায়িকা। যদিও নতুন সিনেমা নিয়ে তেমন কোনো তথ্য-উপাত্ত দর্শকদের দেননি পর্দার 'চিনি'। এক সাক্ষাৎকারে মধুমিতা জানান, মুম্বাইয়ে শুধু একটি কাজ নিয়েই যাচ্ছেন না। তাঁর কাছে হিন্দি ওয়েব সিরিজের প্রস্তাবও রয়েছে। অভিনেত্রী বলেন, 'প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছি। এবার অডিশন দিতে হবে।

নির্বাচিত নাও হতে পারি। তাই এখনই সবকিছু বলতে চাই না।'জানা গেছে, মধুমিতার হিন্দি সিনেমার পরিচালকও নতুন। সিনেমাটি পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বানানো হবে। নায়িকা বলেন, 'ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আগে মুম্বাই গিয়ে কাজ করার চেষ্টা করিনি। আমার একটি ছবির রিল ভাইরাল হয়েছিল। সেটি দেখার পর ছবিটা দেখে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন পরিচালক।'বলিউডযাত্রা শুরু করতে চলেছেন মধুমিতা। এর পর থেকে সেখানেই বেশি কাজ করবেন? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কোনো দিনও নয়। ''বাংলা ছাড়ছি বলার মধ্যে একটা বড় দায়িত্ব থাকে, একটা ঔদ্ধত্য থাকে! আমি সেটা কোনো দিনই বলতে পারব না। যখনই কোনো ভালো চরিত্রের প্রস্তাব আসবে, অবশ্যই কাজ করব।'

মুম্বাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণেও কাজ করছেন নায়িকা। এরই মধ্যে অভিনয় করেছেন তেলেগু ছবিতে। জানান, একটি বড় বাজেটের তামিল ছবির জন্যও প্রস্তাব পেয়েছেন।

তবে বিষয়গুলো এখনো চূড়ান্ত নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জানাতে পারবেন নায়িকা।

টানা পাঁচদিন যাবৎ বিদ্যুৎ না পেয়ে ফটিকরায়ে নিগমের অফিসে ভাঙচুর

কুমারঘাট, ২৯ মেঃ টানা পাঁচদিন ধরে বিদ্যুৎ না পেয়ে নিগম অফিসের সরঞ্জাম ভেঙে গুড়িয়ে দিল উত্তেজিত গ্রাহকরা। মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনা আরো প্রকট করলো বিদ্যুৎ নিগমের ব্যর্থতাকে। গ্রাহকদের সঠিক পরিষেবা দিতে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম যে ব্যর্থ এ কথা গত দুদিন আগেই প্রকারান্তরে নিজেই স্বীকার করেছেন নিগমের ঊনকোটি জেলার এজিএম। আর নিগমমের শীর্ষ কর্তার বক্তব্যের প্রতিচ্ছবি ফটিকরায় অঞ্চলের দিকে দিকে। ঝড় বৃষ্টিতে ফটিকরায় অঞ্চলের একাধিক জায়গায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা। কিন্তু দিনের পর দিন সেই লাইন আর সংস্কার হয় না বলে অভিযোগ গ্রাহকদের। অবশেষে সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার রাতে নিগম অফিসে যান গ্রাহকরা। কিন্তু বরাবরের মতোই সময়ের আগে অফিসে তালা ঝুলিয়ে কেটে পড়েন কর্তব্যরত নিগম কর্মীরা। অবশেষে যা হওয়ার তাই হলো। টানা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের শিকার হয়ে রাতে নিগমের ফটিকরায় অফিসে ভাংচুর চালিয়ে নিজেদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাল গ্রাহকরা।ফটিকরায়ে বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে যেভাবে ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছিল গ্রাহকদের মধ্যে তাতে আশঙ্কা ছিল এমন ঘটনারই। অবশেষে তাই সত্যি হলো। বুধবার সকালে অফিসের চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী অফিস খুলতে গিয়েই দেখেন অফিসের এই অবস্থা। এদিকে বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে গ্রাহকরা অফিসে হাজির হয়ে চেপে ধরেন ফটিকরায় শাখা অফিসের ম্যানেজার শুভ্রেন্দু দাসকে। তারা বিদ্যুৎ সমস্যার কারণ জানতে চাইলে নিগমের অকর্মন্যতাকেই সামনে তুলে ধরলেন ম্যানেজার। গ্রাহকদের আভিযোগ ফটিকরায়ের অফিসে সময়মতো আসে না নিগম কর্মীরা। দিনের পর দিন অফিসে পাওয়া যায়না ম্যানেজারকেও। এদিন গ্রাহকদের চাপের মুখে একথা স্বীকার করতে হলো ম্যানেজারকেও। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন ফটিকরায়ের অফিসে সময়মতো আসে না কর্মীরা। শুধু তাই নয় এদিন নিজের অফিস কামাইয়ের বিষয়টি ঢাকতে গিয়ে ডাহা মিথ্যের আশ্রয়ও নিলেন ম্যানেজার।

অফিসে গ্রাহকদের স্বার্থে তাকে ২৪ ঘন্টার জন্য নিয়োজিত রেখেছে বিদ্যুৎ নিগম। কিন্তু এদিন নিজের দোষ ঢাকতে গিয়ে ম্যানেজার বললেন এই অফিসে তার কোন কাজই নেই। বিশেষ প্রয়োজন পড়লে কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, গ্রাহকদের আরো অভিযোগ প্রয়োজন পড়লে ফোনেও পাওয়া যায় না ম্যানেজারকে। মোদ্দা কথায় আধিকারিক থেকে কর্মীরা সবাই যে অফিস কামাইয়ে ব্যাস্ত তা এদিন অকপটে বুঝিয়ে দিলেন নিগমের ম্যানেজার নিজেই।

আবদ্ধ যাত্রীদের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্রুত সাহায্য প্রদান

মালিগাঁও, ২৯ মে ঃ রেমাল সাইক্লোনের জেরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে অসমের ডিমা হাসাও জেলায় ট্রেন চলাচলে প্রভাব পড়েছে। ডিমা হাসাও জেলার কিছু পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে রেলওয়ে ট্র্যাক, ইয়ার্ড ও টানেলগুলিতে জল জমা হয়। ফলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে ট্রেন পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে, কিছু ট্রেন আংশিকভাবে বাতিল হয়েছে এবং কিছু ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ২৮ মে, ২০২৪ তারিখের ০৫.০০ ঘণ্টা থেকে ১১.৩০ ঘণ্টার মধ্যে কিমি১১০-এ ২২৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল। নিউ হারাঙ্গাজাওয়েও ০৬.০০ ঘণ্টা থেকে ১০.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত ২১৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত পঞ্জীয়ন করা হয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি, সাইক্লোনের তীব্র বাতাসে বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর গাছ উপড়ে পড়ে। আগরতলা ও শিলচরগামী দূরপাল্লার ট্রেনগুলির

আবদ্ধ যাত্রীদের জন্য লামডিং ও গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং প্যাকেটজাত পানীয় জল ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে আগত আগরতলাগামী ১২৫১৯ নং. ট্রেনটিকে লামডিং স্টেশনে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়। লামডিং স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছনোর পর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারা সমস্ত যাত্রীর জন্য রাতের আহার ও পানীয় জল পরিবেশন করা হয়। পরে ট্রেনটি ২৩.৩০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছয়। এরপর ট্রেনটির যাত্রীদের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারা গুয়াহাটি স্টেশনের ১নং. প্ল্যাটফর্মের ১ম শ্রেণির ওয়েটিং হলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। একইভাবে শিয়ালদহ থেকে আগত শিলচরগামী ১৩১৭৫ ট্রেনটিকেও লামডিং স্টেশনে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং ট্রেনের সমস্ত যাত্রীদের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারা চা ও স্ন্যাক্স পরিবেশন করা হয়। পরে ট্রেনটি গুয়াহাটি স্টেশনে ০১.২৫ ঘণ্টায় পৌঁছয় ও এবং রেলওয়ে আধিকারিকদের দ্বারা ট্রেনটির যাত্রীদের গুয়াহাটি স্টেশনের ১নং. প্ল্যাটফর্মের ১ম শ্রেণির ওয়েটিং হলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের পাশাপাশি গুয়াহাটি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আধিকারিকরা স্টেশনে উপস্থিত থেকে যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাহায্য করেন।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য যাত্রীরা সন্তুষ্টি প্রকাশের পাশাপাশি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণকে যথা সম্ভব সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। একবার পরিস্থিতির উন্নতি হলে পুনরায় ট্রেন পরিচালন করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Syed Kirmany Mollick and Soiyad Kirmani Mallik (পুরাতন নাম) পিতা Kouser Ali Mallick , ঠিকানা- Uttarpara, Dhantala, Nadia- 741202, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Soiyod Kirmani Mallik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Soiyod Kirmani Mallik (নতুন নাম) এবং Syed Kirmany Mollick and Soiyad Kirmani Mallik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kowsar Mallick and Kowsor Mallik (পুরাতন নাম) পিতা Rajabali Mallik , ঠিকানা- Uttarpara, Dhantala, Nadia- 741202, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 29.05.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kouser Ali Mallick (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kouser Ali Mallick (নতুন নাম) এবং Kowsar Mallick and Kowsor Mallik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I MOKHTAR HUSSAIN MOLLA, S/O LATE ARIF MOLLA, R/O 32/1 MOLLA PARA LANE, PO-SHIBPUR, PS-SHIBPUR, HOWRAH-711102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOKTAR HOSEN MOLLAH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024,THAT MOKHTAR HUSSAIN MOLLA AND MOKTAR HOSEN MOLLAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMIMA BEGUM, W/O MOKTAR HOSEN MOLLAH, R/O 32/1 MOLLA PARA LANE,PO-SHIBPUR, PS-SHIBPUR, HOWRAH-711102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMINARA BEGUM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 2/05/2024,THAT SAMIMA BEGUM AND SAMINARA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUBHASH BASAK & SUBHAS BASAK, S/O LATE SITANATH BASAK, R/O VILL &PO NASARATPUR, SADHUPARA, PS NADANGHAT, PURBA BARDHAMAN, PIN-713519, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBASH BASAK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024, THAT SUBHASH BASAK & SUBHAS BASAK AND SUBASH BASAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AJOY ADHIKARY, S/O RUNU ADHIKARY, R/O 57, NETAJI SUBHAS ROAD, BEHALA, PS PARNASREE, KOLKATA -700034, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY ADHIKARY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024, THAT AJAY ADHIKARY AND AJOY ADHIKARY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ABDUL HAZI SK, SON OF SUBID ALI SK, RESIDING AT RAJAKGOHALIA SEKH O HALDAR PARA PO DOSATINA, BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS-743503, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABDUL HAZI SK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024.THAT ABDUL HAZI SK AND MD ABDUL HAZI SK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRASANTA NANDI, SON OF PRADIP KUMAR NANDI, RESIDING AT 2/129, BIJOYGARH, PO & PS-JADAVPUR, KOLKATA, WEST BENGAL PIN-700032, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PROSANTA NANDI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024.THAT PRASANTA NANDI AND PROSANTA NANDI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANJAY PODDAR & BHUPENDRA MANOT, S/O BIJAY SINGH MANOT, R/O FLAT 5D, 5TH FLOOR, DIMPLE COURT, CIRCUS AVENUE, SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHUPENDRA SINGH MANOT, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024, THAT SANJAY PODDAR & BHUPENDRA MANOT AND BHUPENDRA SINGH MANOT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SEEMA PODDAR, W/O BHUPENDRA SINGH MANOT, R/O FLAT 5D, 5TH FLOOR, DIMPLE COURT, CIRCUS AVENUE, SHAKESPEARE SARANI, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEEMA MANOT, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024, THAT SEEMA PODDAR AND SEEMA MANOT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANJAY SHARDA, S/O LATE KAMESHWAR PRASAD SHARDA, R/O 8, NAFAR KUNDU ROAD, 4TH FLOOR, KALIGHAT, KOLKATA-700026, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY KUMAR SHARDA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024,THAT SANJAY SHARDA AND SANJAY KUMAR SHARDA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHANAZ BEGUM, W/O ABDUR RASHID, R/O 7/B, BHUKAILASH ROAD, PS EKBALPUR, KOLKATA - 700023, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHNAZ BEGUM AS DECLARED BEFORE THE FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE COURT, ALIPORE, W.B, VIDE AFFIDAVIT NO 29717, DT, 10/05/2024, SHANAZ BEGUM AND SHAHNAZ BEGUM BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Jhuma Sana (old name) D/O Sukumar Das residing at Vill- Ganapatipur, P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743411, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jhuma Das Sana (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/05/2024. Jhuma Das Sana (new name) and Jhuma Sana (old name) both are same identical person.

Name Change

I, SK EAHTESAM, (old name) S/O SEKH KALAM residing at WARD NO 05 DEBALPUR BHAWANIPUR CHAND BEG BUILDING PO PS Kharagpur TOWN, Dis- West Medinipur, Pin-721301, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHEK EAHTESAM (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 20/05/2024. SHEK EAHTESAM (new name) and SK EAHTESAM (old name) all are same identical person.

Name Change

I, SK KALAM, (old name) S/O SEKH KAMAL residing at WARD NO 05 DEBALPUR BHAWANIPUR CHAND BEG BUILDING PO PS Kharagpur TOWN, Dis- West Medinipur, Pin- 721301, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH KALAM (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 20/05/2024. SEKH KALAM (new name) and SK KALAM (old name) all are same identical person.

Name Change

I, AFSAR HUSSAIN, (old name) S/O SEKH ANWAR HUSSAIN residing at Ward No 24,Sanjoal Puratan Bazar,PO PS Kharagpur TOWN, Dis- West Medinipur, Pin- 721301, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH AFSAR HUSSAIN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kharagpur on 27/05/2024. SEKH AFSAR HUSSAIN (new name) and AFSAR HUSSAIN (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Ezharul Islam (old name) S/O Ruhul Amin Mondal, residing at Jadurhati, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743293, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ezharul Islam Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/05/2024. Ezharul Islam Mondal (new name) and Ezharul Islam (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ruhul Amin (old name) S/O Nurul Mandal, residing at Jadurhati, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin-743293, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ruhul Amin Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/05/2024. Ruhul Amin Mondal (new name) and Ruhul Amin (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Serina Mandal (old name) W/O Ruhul Amin Mondal, residing at Jadurhati, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743293, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sarina Khatun (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/05/2024. Sarina Khatun (new name) and Serina Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sajeda Bano Atahussain (old name) W/O Imroz Khan, residing at 3/H/10, Ibrahim Road, Kolkata-700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sajeda Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/05/2024. Sajeda Khan (new name) and Sajeda Bano Atahussain (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Merajuddin (old name) S/O Full Mohammed Shah, residing at 6/1, Nawab Ali Lane, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mirazuddin Shah (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/05/2024. Mirazuddin Shah (new name) and Merajuddin (old name) both are same identical person.

Name Change

I,MANOARA BEGUM, WIFE OF SK NOOR MAHAMMAD, RESIDING AT WARD-14, NABAPALLY, ARAMBAGH, HOOGHLY-712601, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOWARA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024.THAT MANOARA BEGUM AND MANOWARA BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SK NUR MAHAMMAD, SON OF SK GOLAM KUDDUS, RESIDING AT WARD-14, NABAPALLY, ARAMBAGH,HOOGHLY-712601,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NOOR MAHAMMAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024.THAT SK NUR MAHAMMAD AND SK NOOR MAHAMMAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SHIVNARAYAN JAISWAL, SON OF LATE AMAR NATH JAISWAL, RESIDING AT 2/C CHALTA BAGAN LANE, NEAR LOHA PATTI, KOLKATA - 700006,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIW NARAYAN JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS METROPOLITAN MAGISTRATE AT KOLKATA ON 22/05/2024.THAT SHIVNARAYAN JAISWAL AND SHIW NARAYAN JAISWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mahammad Golder (old name) S/O Mobarak Goldar residing at Vill-Raghunathpur, P.O.- Raghunathpur, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743428, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Ali Goldar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/05/2024. Mohammad Ali Goldar (new name) and Mahammad Golder (old name) both are same identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD LUFTA ISMAIL, D/O MOHAMMAD ISMAIL, R/O 97, DILKHUSA STREET, KOLKATA-700017, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LUTFA ISMAIL MOHAMMAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024.THAT MOHAMMAD LUFTA ISMAIL AND LUTFA ISMAIL MOHAMMAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SYED SAKIF HOSSAIN, S/O SYED FAKU, RESIDING AT 17, DEHI SERAMPUR ROAD, P.S-BENIAPUKUR, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED SHAKIF HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024.THAT SYED SAKIF HOSSAIN AND SYED SHAKIF HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SATENDRA SINGH, SON OF BARMESHWAR SINGH, RESIDING AT 537/1, R.B.C ROAD, SUBHASHGARH, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS - 743135, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATENDRA KUMAR SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024.THAT SATENDRA SINGH AND SATENDRA KUMAR SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SASHI RAHMAN,WIFE OF MAJIBAR RAHMAN, RESIDING AT 5 WESTON STREET, PS BOWBAZAR, KOLKATA-700013, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHASHI RAHMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/05/2024.THAT SASHI RAHMAN AND SHASHI RAHMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) MALAK S/o- SAIFUDDIN SK, Residing at, Vill- Bhatpara, Post- Bejpara, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MALAK To MALEK SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MALEK SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MALEK SK and MALAK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) GOLAM SAWAR JAHAN S/o- HAFEJ MOHAMMAD ABDUL AOWAL, Residing at, Vill- Subarnamrigi, Post- Kalikhali, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin-742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from GOLAM SAWAR JAHAN To GOLAM SARWAR JAHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GOLAM SARWAR JAHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, GOLAM SARWAR JAHAN and GOLAM SAWAR JAHAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) AMATUL HAMEDA & AMATUL HAMIDA BIBI W/o- HAFEJ MOHAMMAD ABDUL AOWAL, Residing at, Vill- Subarnamrigi, Post- Kalikhali, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AMATUL HAMEDA & AMATUL HAMIDA BIBI To AMATUL HAMED (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMATUL HAMED in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, AMATUL HAMED and AMATUL HAMEDA & AMATUL HAMIDA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ILA CHAKRABARTY W/o-ANANDA KUMAR KARMAKAR, Residing at, Vill- SB Basanti Appartment north singatala, Post- Mokdumpur, Ps- Englishbazar, Dist-Malda, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ILA CHAKRABARTY To ILA CHAKRABORTY (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ILA CHAKRABORTY in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, ILA CHAKRABORTY and ILA CHAKRABARTY both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) KOULAT SEKH S/o- LATE JOMIN SEKH, Residing at, Vill- Gngaprasad, Post- Gngaprasad, Ps- Motibari, Dist- Malda, Pin- 732207, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KOULAT SEKH To KAULAT SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KAULAT SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, KAULAT SEKH and KOULAT SEKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) GOLOK MANDAL S/o-NAREN CHANDRA MANDAL, Residing at, Vill- Raniganj paschimpada, Post- Kamaldanga, Ps- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732138, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from GOLOK MANDAL To GOLOK CHANDRA MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GOLOK CHANDRA MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, GOLOK CHANDRA MANDAL and GOLOK MANDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MAHABBAT SK S/o- LLIYAS MOLLA, Residing at, Vill- Kulgachhi, Post-Chhotonalda, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741156, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAHABBAT SK To MAHABBAT MOLLA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAHABBAT MOLLA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MAHABBAT MOLLA and MAHABBAT SK both are Same and one identical person.

অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত, তবে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউ সম্পূর্ণ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৯ মেঃ স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ সম্পূর্ণ। তার আগেই অস্থায়ী উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হতেই নতুন অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত হলেন পল্লী সংগঠন বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যক্ষ অরবিন্দ মণ্ডল। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষে পর ৬ মাস সেই দায়িত্ব সামলেছেন কলাভবনের অধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার মল্লিক। তাঁর অধ্যক্ষের মেয়াদ শেষ হয়েছে, অর্থাৎ বিশ্বভারতীর নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী (অ্যাক্ট অ্যান্ড স্ট্যাটিউট) তিনি আর কর্মসমিতির সদস্য নয়। বরিষ্ঠ ভবন অধ্যক্ষ যিনি কর্ম সমিতির সদস্য তিনি পরবর্তী উপাচার্য পদে দায়িত্ব সামলাবেন। সেই মত বুধবার বিশ্বভারতী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পরবর্তী অস্থায়ী উপাচার্য নিযুক্ত করলো। ২০১৮ সালে বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য হয়েছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তাঁর ৫ বছরের সময়কাল ছিল নানা বিতর্ক পূর্ণ। তা নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল বিস্তর। কখন রাজ্য সরকার, কখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কখন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের প্রসঙ্গে তাঁর শব্দ চয়ন ছিল বিতর্কের কেন্দ্রে। তাঁর মেয়াদ শেষ হতেই ২০২৩ সালের ৯ নভেম্বর বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হন কলাভবনের অধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার মল্লিক। বিশ্বভারতীর নিজস্ব সংবিধান রয়েছে। সেই সংবিধানের ৩(৬) ধারা অনুযায়ী কর্মসমিতির বর্ষীয়ান সদস্যই উপাচার্যের ভার সামলাবেন। যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেন। সেই মত সঞ্জয় কুমার মল্লিকের ২ বছরের অধ্যক্ষের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে গত ২৫ মে। তাই তিনি আর কর্মসমিতির সদস্য পদে নেই। এই মুহুর্তে কর্মসমিতির বর্ষীয়ান সদস্য পল্লী সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ অরবিন্দ মণ্ডল। তাই বিশ্বভারতীর নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হলেন তিনি। ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন অশোক মাহাতো। অর্থাৎ, ৬ মাসের মাথায় ফের উপাচার্য বদল বিশ্বভারতীতে। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচন চলছে। বিশ্বভারতীর আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই নির্বাচনী আবহে নতুন করে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। সেই জন্য ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দিয়েই চলবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম, এমনটাই জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বভারতী কর্ম সমিতি নতুন উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিন সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করেন। সদস্যরা হলেন প্রফেসার বিবেক দেব রায়, কুমুদ শর্মা, এবং সচ্চিদানন্দ মোহান্তি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর দেশ জুড়ে শতাধিক আবেদন জমা পড়ে বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য পদের জন্য। আবেদনে মধ্যে থেকে ৩৪ জন কে ইন্টারভিউ জন্য ডাকা হয় দিল্লিতে। গত ২৩২৪ এপ্রিল দুদিনে ৩৪ জন শিক্ষাবিদ হাজির হন ইন্টারভিউ দিতে। বিশ্বভারতী থেকে একাধিক জন আবেদন করলেও মোট ৫ জন ডাক পান। তারা হলেন প্রফেসার অমিত হাজরা, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত মন্ডল, এবং বিপাশা রাহা। এছাড়াও এ রাজ্য থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দিলীপ মোহান্তি, আই আই টির শঙ্কর নাথ, বোস ইনস্টিটিউট এর প্রফেসর গৌরী শঙ্কর শা, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ দে মত বহু ভারত খ্যাত বাঙালি শিক্ষাবিদরা ইন্টারভিউ বোর্ডে উপস্থিত ছিলেন। এখন দেখার এদের মধ্যে কে বিশ্বভারতীর নতুন স্থায়ী উপাচার্য হন। তবে শোনা যাচ্ছে, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কলেজ সার্ভিস কমিশনের একজনের নামও শোনা যাচ্ছে। সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোঅর্ডিনেটর ইনচার্জ অর্থাৎ আচার্যর হয়ে দায়িত্ব সামলান। বিগত দুই বছর আগে পয়লা বৈশাখে সি ভি আনন্দ বোসের তিন খানা কবিতা অনুবাদ করে সুনামও অর্জন করেন।

বন্দেভারতে চাকরির ‘টোপ’, গ্রেপ্তার প্রতারক দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মেঃ একটু ভালো পোশাক পরিধান করে স্টেশন চত্বরে ঘুরে ঘুরে প্রতারিত করার ছক কষার কাজই ছিল বিহারের বাসিন্দা সুধা কুমারী রায় ও কোচবিহারের সৌরভ কুমার রায়ের। জানা গেছে এরা দুজন সম্পর্কে স্বামী স্ত্রী। এনজেপি স্টেশনে ঘুরে ঘুরে বেকার যুবকদের খুঁজে তাদের ভালো চাকরি দেওয়ার ‘টোপ’ দেওয়াই ছিল এদের কাজ। তবে শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে প্রতারিত করতে গিয়েই পুলিশের জালে ধরা পড়লো এই দুই প্রতারক। জানা গেছে পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে সূর্যসেন কলোনির যুবক মহম্মদ হাসিম আলীকে প্রতারিত করার ফাঁদ পাতে এই দম্পতি। তাকে বলা হয় বন্দে ভারতে সুপারভাইজার বা ম্যানেজারের পোস্টে চাকরি দেওয়া হবে। তবে তার জন্য তাকে এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। ভালো চাকরি পেতে কেই বা না চায়। সেই কারণে টাকার চাকরি পেতে অর্থের জোগারও শুরু করেছিল মহম্মদ হাসিম আলী। তবে পরবর্তীতে সে যে প্রতারিত হচ্ছে বিষয়টি বুঝতে পেরে টাকা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। তারপরেই তাকে নানান ভাবে প্রলোভন দেখাতে শুরু করে ওই প্রতারকের দল। অবশেষে টাকা দেওয়ার নাম করে মঙ্গলবার এনজেপি ডেকে পাঠানো হয় ওই দুই দম্পতি প্রতারককে। তারা এলে তাদের আটক করে খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে বিষয় খতিয়ে দেখে প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার করে ওই দম্পতিকে। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তারিখ ২৭.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে **আহমদপুর জং.** (পিএফ নং.-১), **আজিমগঞ্জ সিটি, তারাপীঠ রোড** (সারকুলেটিং এলাকার নিকটে), **চন্দননগর** (ব্যান্ডেল প্রান্তের দিকে পিএফ নম্বর-১) এবং **লিলুয়া** (বুকিং অফিসের কাছে) **স্টেশনে** ৩ (তিন) বছরের জন্য সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। ই-অকশন বিষয়টি রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের** মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-আর-২০২৪।** (১) **লট নং./ক্যাটাগরি - পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-টিওআই-৩৯-২৪-১। স্টেশনঃ** আহমদপুর (এএমপি)। (২) **লট নং./ক্যাটাগরি - পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই- টিওআই-৪৩-২৩-১। স্টেশনঃ** আজিমগঞ্জ সিটি (এসিএলই)। (৩) **লট নং./ক্যাটাগরি - পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-টিপিএফ- টিওআই-৪৭-২৪-১। স্টেশনঃ** তারাপীঠ রোড (টিপিএফ)। (৪) **লট নং./ক্যাটাগরি - পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর- টিওআই-৩৩-২৪-২। স্টেশনঃ** চন্দননগর(সিজিআর)। (৫) **লট নং./ক্যাটাগরি - পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-টিওআই-৩২-২৪-১। স্টেশনঃ** লিলুয়া(এলএলএইচ)। **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৬.২০২৪ তারিখ বেলা ১২ টায়।** HWH-76/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নং. ডিসিপিএম-জিএস-ইএনজি-এসডিএইচ-০৪-২৪-২৫ (ওপেন টেন্ডার ইন সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম) তারিখঃ ২৪.০৫.২০২৪। ডেপুটি চিফ প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার, গতি শক্তি ইউনিট, ইঞ্জিনিয়ারিং, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৯ম তল, ডিআরএম বিল্ডিং, ১৪ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** এসএসই/ ডব্লু/এনকেডিজি-র অধীনে নারকেলডাঙা ইয়ার্ডে কারশেড-এ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বিদ্যমান বিল্ডিং-এর সংস্কার ও মেরামতি **আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ** ₹৭৪,৭১,৮৯৬.৩০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ₹১,৪৯,৪০০.০০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৬ মাস; **খোলার তারিখঃ** ১১.০৬.২০২৪, বিকেল ৩টে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে এই টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-69/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

প্রবল ঝড়ে তছনছ তুফানগঞ্জ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ মে ঃ বুধবার গভীর রাতে হঠাৎ প্রবল ঝড়ে তছনছ হয়ে গেলো তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লক এর বিস্তরণ এলাকা। কিছুক্ষণের ঝড়ে কার্যত বিপর্যস্ত ১ নম্বর ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩০ টিরও বেশি বাড়ি। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে ও গাছ পড়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তুফানগঞ্জ-বালাভূত রাজ্য সড়ক। মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ তুফানগঞ্জের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। সঙ্গে নামে মুষলধারে বৃষ্টি। বাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটি, বড় বড় গাছ। ঝোড়ো হাওয়ায় মুহূর্তে উড়ে যায় টিনের ছাউনি। রাতের ঝড়ের পর নাককাটিগাছ এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ বিদ্যুহীন হয়ে রয়েছে। ঝড়ে রাত কাটলেও প্রশাসনের দেখা মেলেনি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দা বলেন, গতকাল রাত আনুমানিক দুটো নাগাদ প্রচন্ড ঝড়ে গোটা এলাকা তছনছ হয়ে যায়। আমাদের শোয়ার ঘরের উপরে গাছ ভেঙে পড়ে। ভাগ্যজোড়ে আমরা বেঁচে যাই। শোয়ার ঘরে গাছ ভেঙে পড়ায় বাকি রাত রান্নাঘরে কাটাতে হয়েছে। গোটা এলাকায় প্রায় একই রকম পরিস্থিতি। গতকাল রাতের ঝড়ে বহু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বিষয়ে নাককাঠি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান কোহিনুর খাতুন বলেন, গতকাল রাতের ঝড়ে বহু বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি গাছ উপরে পড়েছে। সকাল থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে সেই এলাকায় গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং প্রয়োজন মত এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হচ্ছে।

কোচবিহার রাজবাড়িতে অবস্থিত দুটি কক্ষ পর্যটকদের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে সাংবাদিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ মে ঃ কোচবিহার রাজবাড়ীতে অবস্থিত দুটি কক্ষ পর্যটকদের দর্শনের জন্য খুলে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দুলারায় বোডো (মেচ) সমাজ এর পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করা হলো। প্রসঙ্গত কোচবিহার রাজবাড়িতে বোডো মেচ জনজাতির ঐতিহ্য এবং কালচার এর বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি কক্ষ ছিল। তবে বর্তমানে অজানা কারণবশত সেই কক্ষ দুটি বন্ধ রয়েছে। পুনরায় সেই কক্ষগুলি খোলার দাবীকে সামনে রেখেই এই সাংবাদিক বৈঠক। বুধবার দুলারায় বোডো মেচ সমাজের পক্ষ থেকে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করা হয় এই বিষয়টি নিয়ে। এইবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ দুলারায় বোডো মেচ সমাজের পক্ষ থেকে বিনয় নার্জিনারি বলেন পূর্বে কক্ষ দুটি খোলা ছিল। তবে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি

কক্ষ দুটি বন্ধ রয়েছে। তাই এই বিষয়কে সামনে রেখে আমরা আজ কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এর সাথে আলোচনা করলাম। যাতে এই কক্ষ দুটি খুলে দেওয়া যায় এবং প্রতিদিন রাজবাড়িতে আগত হাজার হাজার পর্যটকরা মেচ জনজাতির কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

টাইম কলের জল পানের অযোগ্য জানাল শিলিগুড়ি পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মেঃ আপাতত টাইম কলের জল পানে বিরত থাকার পরামর্শ শিলিগুড়ি পুরনিগমের। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আলিপুরদুয়ার থেকে পানীয় জলের পাউচ আনার ব্যবস্থা করছে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। পুরনিগম থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, টাইম কলের জল দিয়ে বাকি সব কাজ করা গেলেও, ওই জল পানের যোগ্য নয়। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হল? সাধারণভাবে তিস্তা নদীর জলকে ক্যানেলের মাধ্যমে এনে পরিশ্রুত করে টাইম কলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে শিলিগুড়ি পুর এলাকায়। কিন্তু বর্তমানে তিস্তার সেই ক্যানেলে সংস্কারের কাজ চলছে। তাই বর্তমানে মহানন্দা নদীর জলকে পরিশ্রুত করে টাইম কলের মাধ্যমে সরবরাহ করছে পুরনিগম। আর এখানেই ঘটেছে বিপত্তি। উত্তরের বিভিন্ন নদীর মধ্যে সবথেকে দূষিত জল এই মহানন্দা নদীতেই। পরিবেশ দূষণ দফতরের বিভিন্ন রিপোর্টে অতীতে মহানন্দার জল দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ উঠে এসেছে। সম্প্রতি তিস্তার ক্যানেলে সংস্কারের কাজ চলায় এই মহানন্দার জলই শোধন করে টাইম কলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর সম্প্রতি মহানন্দার জল নিয়ে রিপোর্ট দিয়েছে। গতকালই সেই রিপোর্ট এসেছে পুরনিগমের কাছে। তাতে বলে দেওয়া হয়েছে, এই জল কার্যত পানের অযোগ্য। এদিকে শিলিগুড়ি শহরের বহু মানুষের কাছে পানীয় জল হিসেবে এই টাইম কলের জলই ভরসা। গত কয়েকদিনেও অনেকেই মহানন্দার এই শোধিত জল পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমের এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই আবার শহরে জলের জন্য হাহাকার তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানিয়ে দিয়েছেন, ‘‘টাইম কলের জল এখন পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার না করার অনুরোধ করছি। পুরনিগম থেকে যে জল বাড়িতে বাড়িতে যায়, সেই জলে অন্যান্য কাজ করুন, কিন্তু পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করবেন না।’’

স্ট্রং রুম বিতর্করায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৯ মে ঃ স্ট্রং রুম বিতর্ক এবার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রেও। সিসি ক্যামেরা বন্ধ রাখার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি। একাধিকবার রায়গঞ্জ পলিটেকনিকের একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ থাকার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার। রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থীর হার নিশ্চিত জেনে তাকে জেতানোর জন্য গোপনে ইভিএম বদল করতেই প্রশাসনের একাংশ উঠে পড়ে লেগছে। আর সেসব কারচুপি আড়াল করতেই সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি। পাল্টা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের এই ভোটে ইভিএম পাহাড়ায় স্ট্রংরুমে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও বিজেপি আস্থা ভরসা রাখতে পারছে না বলে পালটা প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. ১৮-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫ তারিখ ২৭.০৫.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **কাজের নাম/স্থানঃ** "আসানসোল ডিভিসন এস অ্যান্ড টি কাজের পরিপ্রেক্ষিতে (১) মধুপুর-গিরিডি শাখায় জগদীশপুর-মহেশমুণ্ডার মধ্যে এলসিগেট নং ৬/সি/ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণ। (২) সীতারামপুর - ঝাঝা শাখায় শঙ্করপুর-মথুরাপুর-এর মধ্যে এলসিগেট নং ২৪/সি/ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণ; (৩) সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায় তুলসীটাঁড় লাহাবন-এর মধ্যে এলসিগেট নং ৩৩ এ/ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণ; (৪) সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায় নরগঞ্জো -ঝাঝার মধ্যে এলসিগেট নং ৩৭ এসপিএল/ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণ"; **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ₹** ৮৯,৯৩,৫০৯.৮০/-; বায়না অর্থঃ **বায়না অর্থ ঃ ₹** ১,৭৯,৯০০/-; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮০ দিন; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২১.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে; ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ **http:// www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। টেন্ডারদাতা/ দরপ্রস্তাবদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত টেন্ডারদাতা/ দরপ্রস্তাবদাতা ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ASN-59/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শান্তিনিকেতনে শঙ্করাচার্যর পোস্টার ব্যানার বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৯ মেঃ শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী তালধ্বজ সহ বেশ কিছু জায়গাই পুরীর একশো পঁয়তাল্লিশ তম শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতীর তিন দিনের কর্মসূচি ঘিরে ব্যানার নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে বিভিন্ন মহলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম নিরপেক্ষ নিরাকার ব্রাহ্ম আশ্রমে এই ধরণের অনুষ্ঠানের ব্যানার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই কর্মসূচির উল্লেখ করে রাজ্যের আনন্দ বাহিনীর অধ্যক্ষ নিভা প্রকাশ এই কথা জানান। তিনি বলেন, পাঁচ থেকে সাত জুন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র হিত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন তিনি। তিন দিনের এই অনুষ্ঠান হবে বোলপুর গীতাঞ্জলি পৃক্ষোগৃহে। এই ব্যানার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘রবি ভূমি শান্তিনিকেতনে এই অনুষ্ঠান হবে। কোনো ধর্মীয় প্রচার উদ্দেশ্যে এই ব্যানার দেওয়া হয় নি।’’ উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েও তিনি যান নি। তিনি মন্দির অসম্পূর্ণ এবং তার সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘‘তড়িঘড়ি উদ্বোধন করা হচ্ছে।’’ অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনের তার ইঙ্গিত ছিল বলে অনেকের দাবি। সংবাদ মাধ্যমে তিনি বলেন, ‘‘মোদি রাম মন্দির উদ্বোধন করবেন, আর আমরা বসে হাততালি দেব?’’

যশমান দীপক লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, ১ম তল, কলাকার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০৭
CIN : L67120WB1975PLC0299011 ফোন ঃ ৯৮৩৯০৩৪৪৪২
ওয়েব সাইট ঃ www.yashmandeepak.com ই-মেল ঃ yashmandeepakltd.@gmail.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষ শেষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৩ পরীক্ষিত
মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৫৩.৫০	২০৫.৬৭	১২২৫.৩১	১,২৮৭.৪১
নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য / বর্ষ (করের পরে)	২২.৫০	১২১.৮২	৯৬৬.৯৮	৯৭৫.১৯
মোট ব্যাপক আয়	২২.৫০	১২১.৮২	৯৬৬.৯৮	৯৭৫.১৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (অসাধারণ আইটেমের আগে)				
মূল	৩.১৯	১৭.২৮	১৩৭.২০	১৩৮.৩৬
মিশ্র	৩.১৯	১৭.২৮	১৩৭.২০	১৩৮.৩৬

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কলকাতায় উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.yashmandeepak.com)
২) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত Ind AS আর্থিক ফলাফলগুলি ২৯.০৫.২০২৪ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ২৯.০৫.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩) যেখানে প্রয়োজন সেখানে চিত্রগুলি পুনর্গঠিত এবং পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে,
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /-(দীপক সেহগাল)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN : 00421767

স্থান ঃ কানপুর
তারিখঃ ২৯.০৫.২০২৪

USHITA TRADING AND AGENCIES LIMITED

Regd. Off: 52,Weston Street,kolkata-700012, Ph. No: (033)4062 0304, Fax: (033) 2211 9688,**CIN: L51109WB1983PLC035659,**
E-mail: ushitatrading1983@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 Unaudited	Quarter ended 31.12.2023 Unaudited	9 months Ended 31.03.2024 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited
Total Income from Operations (Net)	5.00	0.00	0.00	3.54
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (before & after Extraordinary Items)	(131.12)	(0.88)	(131.02)	(18.98)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	1828.93	1828.93	1828.93	1828.93
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	-1654.14	-1654.14	-1652.81	-1652.81
Earnings per Share (EPS) (before & after Extraordinary Items) (of Rs.10/-each)				
Basic (Rs.)	(0.07)	(0.00)	(0.07)	(0.01)
Diluted (Rs.)	(0.07)	(0.00)	(0.07)	(0.01)

Notes:
1 The above Unaudited Financial Results as reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 07th May, 2024
2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format are available on the website of the Calcutta Stock Exchange and also on the Company's website.
3 Figures for the previous year/ period have been regrouped and/ or reclassified wherever considered necessary.

By Order of the Board
For Ushita Trading & Agencies Limited
Santanu Bose
Director (DIN: 03316428)

Place : Kolkata
Date : 07.05.2024

J R D FINANCE LIMITED

Reg. Off : 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072, Tel: + 91 33 4006 6062; **Email Id**: fin.jrd@gmail.com
Website : www.jrdfinance.com **CIN: L65999WB1993PLC058107**

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended 31.03.24 (Audited)	Quarter Ended 31.12.23 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.23 (Audited)	Year Ended 31.03.24 (Audited)	Year Ended 31.03.23 (Audited)
1	Total Income from operations	79.51	74.95	84.34	306.23	310.31
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	1.80	1.55	(0.34)	8.66	7.77
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.80	1.55	(0.34)	8.66	7.77
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.98	1.55	(3.06)	6.54	3.74
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.98	1.55	(3.06)	6.54	3.74
6	Equity Share Capital	272.03	272.03	272.03	272.03	272.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	171.60	165.06
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	Basic: (₹)	0.04	0.06	(0.11)	0.24	0.14
	Diluted:(₹)	0.04	0.06	(0.11)	0.24	0.14

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on May, 29, 2024 and the audited results for the year ended March 31, 2024 have been duly audited by the statutory auditor of the company.
2. The Company is engaged in providing assistance to Corporate Bodies through Syndication of loans from various Bodies Corporate/Banks and Financial Institutions. In term of Ind AS 108 "Operating Segment", the Company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in respect of full financial year and the un-audited published year to date figures upto the third quarter of the finance year.
4. The full format of these financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com.
5. Previous period's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

For J R D Finance Limited
sd/-
Himangshu Mondal
Director
(DIN-06984911)

Place : Kolkata
Date : 29.05.2024

কার্বাইডে পাকা গোফ সাদা চুল। ওইসব সুজন কুজন চলবে না। সুজনকে গুনে কুজন করুক ঃ সৌগত রায়

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৯ মে ঃ কার্বাইডে পাকা গোফ। সাদা চুল নিয়ে ওইসব সুজন কুজন চলবে না। সুজনকে গুনে কুজন করুক। নববারাকপুরে তার কোন জায়গা নেই। নববারাকপুরে উন্নয়ন করবে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। নববারাকপুরে সিপিএমের কোন জায়গা নেই। বুধবার বিকেলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা কে সাথে নিয়ে পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম মাসুন্দা চড়কমেলার মাঠ থেকে বিরাট ঐতিহাসিক মহামিছিল শেষে স্টেশন সংলগ্ন ১৭৫ নং মিনিবাস স্ট্যান্ডের সামনে নববারাকপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত নির্বাচনী পথসভায় সিপিএম প্রার্থী কে কটাক্ষ করে কথাগুলি বলেন দমদম কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়। সৌগত রায় বলেন, একটি ভোট ও সিপিএম কিংবা বিজেপি কে নয়। ১ জুন ইভিএম এ ৩ নং বোতাম টিপে তৃণমূল -কংগ্রেস প্রার্থী কে জিতিয়ে দিল্লির মসনদে পাঠাবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত কে শক্তিশালী করবেন। নববারাকপুরের মানুষ আজ বিরাট মিছিল করেছেন। কর্মী সমর্থকদের নেতৃত্বদের কৃতজ্ঞতা জানাই। মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা চাইছি। জয় যেটা হবে ঔদ্ধত্য নয় সময়ের অপেক্ষা। যৌবনের জল তরঙ্গদের দেখতে চাই ১ জুন রাস্তায় প্রতিটি বুথে বুথে তৃণমূল ছাড়া আর কেউ না থাকে। তারাই তো শক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের। সিপিএম কে একটি ভোট ও নয়। অনেক রক্ত দিয়ে ৩৪ বছরের সিপিএম কে তাড়িয়েছি। আর মাথা তুলতে দেব না। সাম্প্রদায়িক বিজেপি কে ভোট দেবেন না। সংবিধানকে পাথেয় করে ধর্মনিরপেক্ষ দূর করতে চায় বললেন সৌগত রায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে বলেন এ লড়াই মোদীর জুমলার বিরুদ্ধে। জুমলা মানে মিথ্যা কথা বলা। কর্মীদের উদ্দেশ্য সৌগতর বার্তা জুমলার কথায় ভরসা করবেন না। বলেছিন পনেরো লক্ষ করে টাকা দেবে। দু কোটি বেকারের চাকরি। সব কালো টাকা উদ্ধার করবে। সব মিথ্যা কথা। কিছুই দেয়নি। নরেন্দ্র মোদী জুমলা। ডেলি প্যাসেঞ্জার এর মতো বাংলায় যাতায়াত করেছেন। কিন্তু দমদমে তার আসার সাহস হয়নি। জানতেন তিনি হারবেন। দমদমে তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত যে কোন শক্তি কে রুখতে। সব চক্রান্ত কে বাংলার মানুষ ধীরে ধীরে মুছে ফেলছে। বাংলায় তৃণমূল ছাড়া আর

কেউ দাড়াতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রী বাংলার মানুষ কে লক্ষীর ভান্ডার দিয়েছেন। বিজেপি বলছে ক্ষমতায় আসলে বন্ধ করে দেবে। মা - বোনেরা বিজেপি কে শীল নোড়া দিয়ে ভেঙে দেবেন দাঁতের গোড়া। ছিনিয়ে নিতে দেবেন না। যার শীল তার নোড়া তাকেই ভাঙি দাতের গোড়া বলেন সৌগত রায়। ৭৭ বছর বয়স শেষ বার ভিক্ষার ঝুলি চাইছি। আশা করি জিতে নববারাকপুরে উন্নয়নের আরো কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে আসব। রাজ্য সরকার তো রয়েছেই। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেন, দমদম কেন্দ্রে সৌগত রায়ের চতুর্থ বারের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। নববারাকপুরে এই বিরাট মিছিল থেকে মানুষের রায় চতুর্থ বার সৌগত রায় এর জয়। শ্রেষ্ঠ সংসদ সকলের পরিচিত। মানুষের পাশে সবসময় থাকেন তিনি। আর কেউ নয়। ৩ নং বোতাম টিপে একেবারে চতুর্থ বার দিল্লির সংসদে যাবেন। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুখেন মজুমদার, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুমন দে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মনোজ সরকার, মহিলা নেত্রী নির্মিকা বাগচী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন। ধামসা মাদল, রনপা, মহিলাদের ঢাক রাস্তায় নাচ এক ঐতিহাসিক মহামিছিল। বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয় এদিন মিছিলে।

MANGAL STEEL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office : 248. G.T.Road, Salkia, Howrah-711 106, Phone: (033)2655-8331, Fax : (033)2655-0468
Email : accounts@steelmangal.com, Website : www.steelmangal.com
CIN : L27109WB1981PLC033969

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹.in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.03.24 Audited	Quarter ended 31.12.23 Unaudited /Reviewed	Quarter ended 31.03.23 (Audited)	Year Ended 31.03.24 (Audited)	Year Ended 31.03.23 (Audited)
1)	Total income from operations	3,377.04	3,088.94	2,722.17	12,155.77	13,269.23
2)	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	884.83	921.00	572.28	3740.55	3282.43
3)	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	884.83	921.00	572.28	3,740.55	3,282.43
4)	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	663.12	716.77	709.92	2,867.22	2,692.47
5)	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)}	663.25	716.77	704.31	2,867.35	2,686.86
6)	Equity Share Capital	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50
7)	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA	NA	16,250.98	13,383.63
8)	Earnings Per Share (EPS) (of Rs 10/- each) (not annualised)					
	(a) Basic (in Rs.)	133.96	144.80	143.42	579.24	543.93
	(b) Diluted (in Rs.)	133.96	144.80	143.42	579.24	543.93

Notes :
(a) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter and year ended 31st March, 2024 under Regulation 33 of the SEBI (Lisiting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024 are available on the Stock Exchange website viz. www.cse-india.com and on the Company's Website.
(b) The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29.05.2024.

FOR Mangal Steel Enterprises Ltd.
Sd/-
Adarsh Garodia
Managing Director
(DIN : 00912347)

Place: Kolkata
Date : 29.05.2024

MANGAL STEEL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office : 248. G.T.Road, Salkia, Howrah-711 106, Phone: (033)2655-8331, Fax : (033)2655-0468
Email : accounts@steelmangal.com, Website : www.steelmangal.com
CIN : L27109WB1981PLC033969

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹.in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.03.24 Audited	Quarter ended 31.12.23 Unaudited /Reviewed	Quarter ended 31.03.23 (Audited)	Year Ended 31.03.24 (Audited)	Year Ended 31.03.23 (Audited)
1)	Total income from operations	3,377.04	3,088.94	2,722.17	12,155.77	13,269.23
2)	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	884.83	921.00	572.31	3,740.55	3,282.43
3)	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	884.83	921.00	572.31	3,740.55	3,282.43
4)	Net Profit for the period (after tax and exceptional items)	668.06	722.76	714.81	2,888.42	2,713.55
5)	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (net of tax))	667.85	723.77	710.27	2,890.42	2,709.15
6)	Equity Share Capital	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50
7)	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA	NA	16,357.82	13,467.40
8)	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualised)					
	(a) Basic (in Rs.)	134.96	146.01	144.41	583.52	548.19
	(b) Diluted (in Rs.)	134.96	146.01	144.41	583.52	548.19

Notes :
(a) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter and year ended 31st March, 2024 under Regulation 33 of the SEBI (Lisiting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024 are available on the Stock Exchange website viz. www.cse-india.com and on the Company's Website.
(b) The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29.05.2024

FOR Mangal Steel Enterprises Ltd.
Sd/-
Adarsh Garodia
Managing Director
(DIN : 00912347)

Place: Kolkata
Date : 29.05.2024

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে রোহিত-বিরাটদের সমর্থনে স্পেশাল গেস্ট!

মুম্বই, ২৯ মেঃ ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট দ্বৈরথ। যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেরা। ২ জুন শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যুগ্মভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের প্রথম ম্যাচ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তবে ক্রিকেট প্রেমীদের অপেক্ষা ৯ জুনের। নিউ ইয়র্কের নবনির্মিত স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তান। সব ফরম্যাট মিলিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একশো শতাংশ জয়ের রেকর্ড ছিল ভারতের। যদিও ২০২১ সালে সেই রেকর্ড ভাঙে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সে বার পাকিস্তানের কাছে হেরেছিল ভারত। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মেলবোর্নে তার বদলা নিয়েছে ভারতীয় দল। এ বার নিউ ইয়র্কে আরও একবার মুখোমুখি হতে চলেছে দুদল। আর এই বিশেষ ম্যাচে রোহিত-বিরাটদের সমর্থনে থাকতে পারেন স্পেশাল গেস্ট। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ইতিহাসের অন্যতম

সেরা। কঠিন পরিস্থিতিতে নায়কের মতো ইনিংস খেলেছিলেন বিরাট কোহলি। কয়েক মাস ভারতের মাটিতে হয়েছিল ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। সেখানেও পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত। এ বার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে মহারণের অপেক্ষা। আর গ্যালারিতে যদি বিশেষ মানুষ থাকেন, বিরাটদের থেকে আরও একটা মাস্টারক্লাস পারফরম্যান্স দেখা যেতেই পারে। আইসিসি সূত্রের খবর, নিউ ইয়র্কে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে উপস্থিত থাকতে পারেন মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বহু ম্যাচ খেলেছেন কিংবদন্তি এই ভারতীয় ব্যাটার। ম্যাচ জেতানো ইনিংস রয়েছে প্রচুর। তাঁর উপস্থিতি বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত-পাক ম্যাচের গ্ল্যামার আরও বাড়াবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আইসিসির এক সূত্র সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, 'সবকিছু ঠিক থাকলে ভারতীয় দলকে সমর্থন করতে সচিন তেন্ডুলকর উপস্থিত থাকবেন।' ম্যাচের আগে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সচিন আলাদা করে কথা বলবেন কিনা, তা অবশ্য নিশ্চিত নয়। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। যদিও ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষ বার ভারত ট্রফি জিতেছিল ২০০৭ সালে। নিউ ইয়র্কে ভারত-পাকিস্তান যদিও গ্রুপ লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে। তার আগে রোহিতদের পেপটক দিতেই পারেন মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর।

টিমের থেরাপিস্টের আশিয়ানায় লখনউ সুপার জায়ান্ট কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কোটি কোটি টাকার খেলা। খেলা থেকে কোটি কোটি টাকা। তবে সকলের জীবন বিলাসবহুল হয় না। লখনউ সুপার জায়ান্টস কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার যেন সেই বাস্তবটাই দেখলেন। টিমের ফিজিও থেরাপিস্ট রাজেশ চন্দ্রশেখরের আশিয়ানায় লখনউ সুপার জায়ান্টসের কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। পরিবারের সকলের সঙ্গে সময় কাটান। বিস্মিত হননি! কী জানি। কৌতুহলী হতেই পারেন। মুম্বইয়ের ধারাভি এলাকায় এক কামরার ঘরে থাকেন রাজেশ চন্দ্রশেখর। মায়ানগরীর অন্য অংশের সঙ্গে এই এলাকার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তেমনই যেন টুর্নামেন্টের গ্ল্যামারের সঙ্গেও। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ২০২২ সালে আত্মপ্রকাশ লখনউ সুপার জায়ান্টসের। প্রথম দু'বারই প্লে-অফে উঠেছিল লখনউ। এ বার লিগ পর্বেই বিদায় নিয়েছে লোকেশ রাহুলের নেতৃত্বাধীন লখনউ। সানরাইজার্সের কাছে বিশাল হারের পর নানা বিতর্কও তৈরি হয়। শেষ অবধি সব মিটেও যায়। টিমের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েই যায়। আর সেই সম্পর্ক থেকেই রাজেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার। সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করে লিখেছেন, 'ওদের দেখে মনে হল আমরা কতটা বিলাসবহুল পরিস্থিতিতে থাকি। অথচ ওদের মতো বিনয়ী মানুষ দেখিনি। এতটা ভালো কী করে হতে পারে।' রাজেশের বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণের শুরুটা লেখেন ল্যাঙ্গার। ল্যাঙ্গারের কথায়, 'প্রথম বার বলার পর এমনিই ভেবেছিলাম, বলছে ঠিক আছে। পরে ও অনেক বার বলেছে। বারবার বলতো, আমার হেয়ারকাট চাই কিনা। একদিন হঠাৎই চুল কাটার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির। সেখান থেকেই ওর জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। এরপর আর মানা করতে পারিনি।' ল্যাঙ্গারের মাথায় দীর্ঘদিন ধরেই সেই আমন্ত্রণ ঘুরছিল। আরও যোগ করেন, 'আরসি (রাজেশ চন্দ্রশেখর) আমাকে বলেছিল, মুম্বইয়ে ও একটা বস্তিতেও ছিল। এরপর স্থানীয় একটি ফুটবল টিমে ম্যাসিওরের চাকরি পায়। সেখান থেকেই ওর জীবন পরিবর্তন।'

'বুমরা ছাড়া কেউই' নিখুঁত ইয়র্কার করতে পারে না'

মুম্বই, ২৯ মেঃ বিশ্ব ক্রিকেটে পেসারদের মধ্যে সেরা সিম পজিশন কার? এই প্রশ্নে সবার আগে একটা নামই মনে আসে। মহম্মদ সামি। তেমনই ইয়র্কার প্রসঙ্গ উঠলেই সকলের আগে জসপ্রীত বুমরার কথা মনে পড়বে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এমন অনেক আনপ্লেয়েবল ইয়র্কার দিয়েছেন বুমরা। এ বারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে প্লে-অফে উঠতে পারেনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছিল পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নরাই। তার প্রধান কারণ বোলিং আক্রমণ। জসপ্রীত বুমরা ছাড়া আর কেউই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। বুমরার ইয়র্কার দক্ষতায় মুগ্ধ কিংবদন্তি পেসার ব্রেট লিও। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় পেস বোলিংয়ের নেতাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন অজি কিংবদন্তি। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসারের মতে, জসপ্রীত বুমরা ছাড়া আর কেউই ইয়র্কারের ক্ষেত্রে নিখুঁত নয়। বিশেষ করে স্লগ

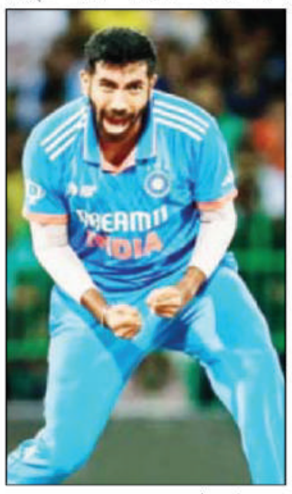

ওভারে, বুমরা যেন ইয়র্কারকে একটা শিল্পে পরিণত করেছে। বিশ্ব ক্রিকেটে জসপ্রীত বুমরাকেই এই মুহূর্তে কমপ্লিট বোলার বলা যায়। সুইং, সিম, ইয়র্কার, বাউন্সার, লাইন, লেন্থ। সব ফরম্যাটেই সেরা। যেমন উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ, তেমনই রান আটকানোতেও। ভারতের তারকা পেসারকে নিয়ে ব্রেট লি বলছেন, "বুমরা ছাড়া আর কোনও পেসারকেই দেখছি না ইয়র্কার নিখুঁত করতে পেরেছে। আমি চাইব, পেসাররা আরও বেশি ইয়র্কার দিক। স্লগ ওভারে কাউকেই দেখি না ইয়র্কার করতে।" সদ্য শেষ হয়েছে আইপিএলের ১৭তম সংস্করণ। এ বারের টুর্নামেন্টে মূলত ব্যাটারদের দাপটই দেখা গিয়েছে। ২০০ প্লাস স্কোর নিয়মিত হয়েছে। ব্রেট লি আরও বলছেন, "আইপিএলের এই ১৭টি সংস্করণ যদি দেখি, ইয়র্কারের ক্ষেত্রে ব্যাটারদের স্ট্রাইকরেট ১০০-র কম। এর ফলে এটাই প্রমাণ হয়, ইয়র্কারে সিঙ্গল, ডাবলই বেশি আসে। এখন যদিও এমন ব্যাটার রয়েছে যারা স্কুপ শট কিংবা স্টেপ আউট করে বোলারদের উপর দিয়েও শট মারতে পারেন।" সে কারণেই বোলারদের আরও নিখুঁত হতে হবে বলে মনে করেন ব্রেট লি। ইয়র্কারের পরিমাণ বাড়ালে এবং সেটা সঠিক করতে পারলে, রান আটকানো সম্ভব বলেও মনে করেন।

বিদায়ী ম্যাচ খেলতে কলকাতায় সুনীল ছেত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মেঃ ভুবনেশ্বরে জাতীয় শিবির শেষ করে কলকাতায় চলে এল ভারতীয় ফুটবল দল। বুধবার সকালের বিমানে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন সুনীল ছেত্রী, কোচ ইগর স্তিমাচ এবং বাকি ফুটবলারেরা। আগামী কয়েক দিন শহরেই প্রস্তুতি সারবে ভারতীয় দল। আগামী ৬ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের এবং এশিয়ান কাপের যুগ্ম যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলবে ভারত। সেটিই দেশের জার্সি গায়ে সুনীলের শেষ ম্যাচ। কুয়েতকে হারালে তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবনা। আইএসএল শেষ হওয়ার পর

ভুবনেশ্বরে প্রায় তিন সপ্তাহের শিবির করেছেন স্তিমাচ। শেষ প্রস্তুতিটা কলকাতাকেই সারবেন। বুধবার সুনীলদের অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিলেন জনা পঞ্চাশেক দর্শক। লম্বা ব্যানার ছিল তাঁদের সঙ্গে। সুনীলেরা বেরোতেই তাঁদের নামে চিৎকার শুরু হয়ে যায়। কয়েকজন ফুটবলার সমর্থকদের সঙ্গে নিজস্বী তোলেন। সুনীল হাসতে হাসতে বাসে উঠে পড়েন। সামনের আসনে বসে সমর্থকদের দিকে হাত নাড়ান এবং প্রণাম জানান। এ দিকে, এই ম্যাচ ঘিরে একাধিক পরিকল্পনা করেছে আইএফএ। ৬২ হাজার সমর্থককে সুনীলের মুখোশ দেওয়া তো রয়েছেই। পাশাপাশি ড্রোন থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হতে পারে। মাঠে থাকবে সুনীলের বড় পোস্টার। আলাদা করে সুনীলকে সংবর্ধনাও জানানো হবে। আরও কিছু পরিকল্পনা থাকলেও সবটা ফাঁস করতে চাইলেন না সচিব অনির্বাণ দত্ত। অনির্বাণ নিজে বুধবার বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। সুনীলদের স্বাগত জানান তিনিও। পরে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমাদের কাছে খুব গর্বের মুহূর্ত হতে চলেছে। দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে হবে।"

স্টার্ক পেলেন ২৫ কোটি, আপনি ৫৫ লাখ! খারাপ লাগে না? কী বললেন রিঙ্কু সিং

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইপিএলেও বেতনের ভারসাম্যহীনতা। যাঁকে বলা হয় কেকেআর দলের মধ্যমণি, সেই রিঙ্কু সিংয়ের এবারের আইপিএল থেকে আয় সবচেয়ে কম। অথচ তিনি গতবার আমদাবাদে হেরে যাওয়া ম্যাচ জিতিয়েছিলেন শেষ ওভারে এসে। গুজরাতের সেদিনের বোলার যশ দয়ালকে মেরে ৩১ রান দিয়ে দলকে জিতিয়েছিলেন। তারপর থেকেই নাইট দলের ক্রিকেটার, কোচ ও সমর্থকদের মধ্যে আশা জন্মায়, রিঙ্কু ক্রিজে থাকলে সবটাই সম্ভব। তিনি মাঠে নেমে দলকে জেতাতে জীবন বাজি রাখতে পারেন। তারপরেও কেন বেতন কম তাঁর। রিঙ্কু যখন ২০১৮ সালে কেকেআর দলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়, সেইসময় তাঁর বেস প্রাইজ ছিল ২০ লক্ষ টাকা। তারপর সেটি বেড়ে ৮০ লক্ষ টাকা হয়, কিন্তু এবার অবাক করে তাঁর বেতন ২৫ লক্ষ টাকা কমে যায়। যে ক্রিকেটারের যত এনডোর্সমেন্ট থাকে, তাঁর দর তত বেশি হয়। এই খবর নেটে প্রকাশ

পাওয়ার পরে অনেকেই রিঙ্কুর এক্স ও ইনস্টাগ্রামের পেজে গিয়ে লিখেছেন, মিচেল স্টার্ক ২৫ কোটি পেলেন, আপনি সেখানে মাত্র ৫৫ লাখ, আপনার খারাপ লাগে না? রিঙ্কু প্রথমে কোনও জবাব দেননি। পরে অবশ্য দার্শনিকের ঢঙে বলেছেন, "না, আমার খারাপ লাগে না। কারণ একটা সময় আমার জীবনে কিছুই ছিল না। তারপর সবটা অর্জন করেছি। অভাব কাকে বলে আমি জীবনে দেখেছি। একটা সময় আমার হাতে কেউ পাঁচ বা দশ টাকার নোট দিলেও কী আনন্দ হতো। সেখানে বছরে আমি ৫৫ লাখ টাকা পাচ্ছি, এটাই বা কম কিসের!" নাইট তারকার পা যে মাটিতে সেটি আরও বোঝা যায় তাঁর আরও কথা শুনে। রিঙ্কু জানিয়েছেন, "আমরা জীবনে কিছু নিয়ে আসেনি, আমার কিছু নিয়েও যাব না। আমি অল্পেতে সন্তুষ্ট হওয়ার লোক। কারণ জানি, অর্থ দেখে মানুষ বিচার করা যায় না। আর কে কত টাকা রোজগার করল, সেটা আমি কোনওদিনই দেখিনি। তাই আমি যা পেয়েছি, তাতেই আমার হয়ে যাবে!"

বিশ্বকাপে কমলা সতর্কতা জারি! প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চমকে দিলেন আরিয়ানরা

ফ্লোরিডা, ২৯ মেঃ অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তানকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ধরা হচ্ছে। শুরুতে যাই বলা হোক না কেন, যতই অঙ্ক কষা হোক না কেন, সব হিসেবই এলোমেলো হয়ে যায় টুর্নামেন্ট শুরু হলে। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেও তেমন হিসেব কষা শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বারের বিশ্বকাপ আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ যৌথ ভাবে আয়োজন করছে। যে কারণে এই বিশ্বকাপ নিয়ে কম আগ্রহ নেই। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, ডেভিড ওয়ার্নারদের মতো তারকাদের কাছে এই বিশ্বকাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর পর কুড়ি-বিশের ফর্ম্যাটে তাঁরা আর খেলবেন কিনা, কেউ জানে না। ২ জুন শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। তার আগে চমকে দেওয়া পারফরম্যান্সের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে তিন ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশকে ২-১ হারিয়ে চমকে দিয়েছে আমেরিকা। ঠিক সে ভাবেই চমক দেখাল নেদারল্যান্ডস। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ওয়ার্মআপ ম্যাচে ২০ রানে হারিয়ে লঙ্কানদের। প্রাক্তন বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কার এই হার কিন্তু অবাক করার মতো তো বটেই, একই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে কাউকেই যে হালকা নেওয়া যায় না, তাও প্রমাণ হয়ে গেল। বিশ্বকাপের আগেই 'কমলা' সতর্কতা জারি করল নেদারল্যান্ডস। আগে ব্যাট করে নেদারল্যান্ডস করেছিল ১৮১-৫। ১৮.৫ ওভারে অর্থাৎ ৭ বল বাকি থাকতেই অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। কেউই কার্যত টানতে পারেননি টিমকে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে শ্রীলঙ্কার এই হার কিন্তু বিপদ ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছে। নেদারল্যান্ডসের ওপেনার মাইকেল লেভিট শুরুতেই ঝড় বইয়ে দেন। মাত্র ২৮ বলে ৫৫ করে রিটায়ার্ড হার্ট হন। যাতে অন্যরা ব্যাট করার সুযোগ পান। লেভিটের বিস্ফোরক ইনিংস কিন্তু প্রতিপক্ষ টিমগুলোর ছক উল্টে দিচ্ছে। যদি এ ভাবে শুরু করতে পারে কমলা জার্সি, অনেক ভালো টিমকে হারিয়ে চমকে দিতে পারবে। তেজা নিদামানুরু এবং ক্যাপ্টেন স্কট এডওয়ার্ড, দু'জনেই ২৭ করে রান যোগ করেন। এডওয়ার্ড মাত্র ১২ বলে ২৭ করেছেন। এতেই ভেঙে শ্রীলঙ্কার বোলিং। এতেই শেষ নয়, স্পিনার আরিয়ান দত্ত ২০ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট। কাইল ক্লেইন নিয়েছেন ২ উইকেট। শ্রীলঙ্কার ওয়ার্মআপ ম্যাচ সম্প্রচার করা হয়নি। ফলে নেদারল্যান্ডস কেমন টিম, কেউই জানতে পারেনি। এ বারের বিশ্বকাপে কমলা জার্সি যে অঘটন ঘটানোর জন্য মাঠে নামতে চলেছে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

নামিবিয়ার বিরুদ্ধে প্লেয়ার নেই, কোচ-নির্বাচককে মাঠে নামিয়েও জয় পেল অস্ট্রেলিয়া!

পোর্ট অব স্পেন, ২৯ মেঃ বিশ্বকাপের স্কোয়াড কত জনের! মূল স্কোয়াডে থাকেন ১৫ জন। এ ছাড়াও ট্র্যাভেলিং রিজার্ভ প্লেয়ার। অস্ট্রেলিয়ার সব প্লেয়ার অবশ্য বিশ্বকাপ খেলতে পৌঁছোননি। এ দিকে, টিমের ওয়ার্ম ম্যাচও রয়েছে। সব মিলিয়ে মাত্র ৯ জন প্লেয়ার রয়েছেন। এমন অবস্থায় আর কী করা যায়! ওয়ার্ম ম্যাচে নেমে পড়লেন হেড কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলিও। অস্ট্রেলিয়া জিতল সহজেই। যুগ্ম ভাবে এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অস্ট্রেলিয়ার খেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজে। পোর্ট অব স্পেনে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে নামিবিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। যদিও ১৫ সদস্যের স্কোয়াডের মধ্যে মাত্র ৯ জন ছিলেন। ট্রাভিস হেড, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল,

ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস স্টইনিসরা আইপিএলের পর সাময়িক বিশ্রাম নিচ্ছেন। এর মধ্যে হেড, কামিন্স ও স্টার্ক আইপিএল ফাইনাল খেলেছেন। বিশ্বকাপে তরতাজা থাকতে বিশ্রামও প্রয়োজন। ওয়ার্ম আপ ম্যাচে ৯ জন প্লেয়ার থাকায় কোচ এবং নির্বাচক প্রধান নেমে পড়েন। তাঁদের যদিও ব্যাটিং করতে হয়নি। প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে মাত্র ১১৯ রানেই আটকে যায় নামিবিয়া। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে জেন্ গ্রিন সর্বাধিক ৩৮ রান করেন। অজি পেসার জশ হ্যাজলউডের সামনে খাবি খায় নামিবিয়া। ৪ ওভারের মধ্যে ৩টিই মেডেন! মাত্র ৫ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন জশ। ৩ উইকেট নেন লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। হেড কোচ ও নির্বাচক প্রধানের পাশাপাশি পালা করে ফিল্ডিংয়ে নামেন সহকারী কোচ ব্র্যাড হজ, আন্দ্রে বরোভিচও। টার্গেট মাত্র ১২০। রান তাড়ায় ১০ ওভারেই জয় নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া। ক্যাপ্টেন মিচেল মার্শ মাত্র ১৮ রানেই ফেরেন। তাঁর ওপেনিং পার্টনার ডেভিড ওয়ার্নার হাফসেঞ্চুরি করেন। টিম ডেভিড, ম্যাথু ওয়েডরা অপরাজিত থেকে ম্যাচ জেতান।

'মেসিকে ছাড়াও ফেভারিট আর্জেন্টিনা'

কোপা আমেরিকা

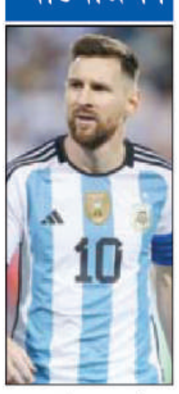

বুয়েনস আইরেস, ২৯ মেঃ আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা জয়ের পথে অধিনায়ক লিওনেল মেসি রেখেছেন বড় অবদান। অনেকের কাছে তো দলটির শক্তির মূল উৎস ফুটবলের এই মহাতারকা। এন্দ্রিকের ভাবনা অবশ্য ভিন্ন। ব্রাজিলের তরুণ ফরোয়ার্ডের মতে, মেসি না থাকলেও প্রায় সমান শক্তিশালী আর্জেন্টিনা। ২০২০ সালে মেসির নেতৃত্বে কোপা আমেরিকার শিরোপা জেতে আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী মারাকানা স্টেডিয়ামে ফাইনালে আয়োজকদের ১-০ গোলে হারায় তারা। দুই বছর পর দলটি পায় বহুল কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জেতে বিশ্বকাপে তাদের তৃতীয় শিরোপা। কাতারের ওই আসরে ৭ গোল করে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার 'গোল্ডেন বল' জেতেন মেসি। আগামী মাসেই শুরু হবে কোপা আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় আসরে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামবে আর্জেন্টিনা। সেই লক্ষ্যে ২১ জুন কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে টুর্নামেন্টে তাদের পথচলা। গ্রুপে তাদের বাকি দুই প্রতিপক্ষ পেরু ও চিলি। টুর্নামেন্টটির জন্য এখনও চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেনি আর্জেন্টিনা। সবকিছু ঠিক থাকলে লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে যে খেলবেন ৩৬ বছর বয়সি মেসি, তা অনেকটাই নিশ্চিত। তবে কোনো কারণে তারকা এই ফরোয়ার্ড না খেললেও অবশ্য আর্জেন্টিনাকেই ফেভারিট হিসেবে দেখছেন এন্দ্রিক। ব্রাজিলের কোপা আমেরিকার দলে আছেন ১৭ বছর বয়সী এন্দ্রিক। কদিন পরে রেয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে যাওয়া এই ফুটবলার এক সাক্ষাৎকারে তুলে ধরেছেন আর্জেন্টিনা দল নিয়ে তার ভাবনা। তার মতে, কোনো ব্যক্তির জন্য নয়, দল হিসেবেই শক্তিশালী তাদের প্রতিবেশীরা। আর্জেন্টিনা দলে সবসময়ই একাধিক তারকা থাকে এবং তাদের কেউই একা চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। মেসি না থাকলেও যেকোনো প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনা সব সময়ই ফেভারিট। তাদের হারানো সবসময়ই কঠিন হবে। ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা অভিযান শুরু হবে আগামী ২৫ জুন, প্রতিপক্ষ কোস্টারিকা। গ্রুপ তাদের অন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্যারাগুয়ে ও কলম্বিয়া।

বিশ্বকাপের আগে সূর্যকুমারই বিশ্বসেরা

দুবাই, ২৯ মেঃ টি-২০ বিশ্বকাপের আগে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করলেন অক্ষর প্যাটেল। বিশ্বসেরা হওয়ার দিকে আরও এক পা এগিয়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার তারকা অলরাউন্ডার। যদিও অক্ষর বোলার হিসেবে বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেন, অলরাউন্ডার হিসেবে নয়। আইসিসির সদ্যপ্রকাশি র‍্যাঙ্কিং তালিকা অনুযায়ী এই মুহূর্তে বিশ্বের তিন নম্বর টি-২০ বোলার হলেন অক্ষর প্যাটেল। তিনি এক ধাপ উন্নতি করে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার ঠিক পিছনে চলে এসেছেন। শ্রীলঙ্কান তারকা রয়েছেন টি-২০ বোলারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। এক নম্বরে রয়েছেন ইংল্যান্ডের স্পিনার আদিল রশিদ। টি-২০ বোলারদের তালিকায় এক ধাপ উন্নতি করে মাহিশ থিকশানার সঙ্গে যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ভারতের রবি বিষ্ণোই। যদিও তিনি টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি। টি-২০ বোলারদের তালিকায় ৩ ধাপ উন্নতি করে ১৬ নম্বরে অবস্থান করছেন আর্শদীপ সিং। কুলদীপ যাদব রয়েছেন ২৪ নম্বরে। যুজবেন্দ্র চাহাল ২ ধাপ পিছিয়ে ৫১ নম্বরে চলে গিয়েছেন।

লিভারপুল সমর্থকদের মাঝে ফিরে কান্নায় ভাসলেন ক্লপ

লিভারপুল, ২৯ মেঃ ১৯ মে আনুষ্ঠানিকভাবে লিভারপুল ছাড়েন ইয়ুর্গেন ক্লপ। কিন্তু ক্লপের বিদায়ের রেশ যেন শেষই হচ্ছে না। সর্বশেষ মঙ্গলবার রাতে এক বিদায়ী অনুষ্ঠানে ভক্তদের স্লোগানের মাঝে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রাক্তন এই লিভারপুল কোচ। ২০১৫ সালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ছেড়ে লিভারপুলের দায়িত্ব নেন ক্লপ। তাঁর হাত ধরেই লম্বা সময়ের ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়ায় অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। ক্লপের অধীন প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগসহ সম্ভাব্য সব শিরোপাই জিতে নেয় লিভারপুল। এরপর গত জানুয়ারিতে আকস্মিকভাবে মরসুম শেষে লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দেন ক্লপ। বিদায়ের কারণ হিসেবে ক্লান্তি এবং প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি। এরপর ১৯ মে শেষ লিগ ম্যাচের মধ্য দিয়ে লিভারপুলকে বিদায়ও জানান এই

জার্মান কোচ। বিদায়ের পর গতকাল রাতে স্ত্রী উলাকে নিয়ে একটি প্রাইভেট জেটে আবার লিভারপুল ফিরে আসেন তিনি। লিভারপুলের এম অ্যান্ড এস ব্যাংক অ্যারেনায় আয়োজিত 'এন ইভিনিং উইথ ইয়ুর্গেন ক্লপ' অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই তাঁর এই ফিরে আসা। এই অনুষ্ঠানে সমর্থকেরা লিভারপুলের হয়ে ক্লপের অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেয়। কমেডিয়ান জন বিশপের সঞ্চালনায় হওয়া এই অনুষ্ঠানে সমর্থকদের আবেগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অশ্রুসিক্ত হয়েছে ক্লপ নিজেও। সমর্থকেরা যখন ক্লপের উদ্দেশে স্লোগান দিতে দিতে হাততালি দিচ্ছিলেন, তখন একপর্যায়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান ক্লপ। শুরুতে বুকে এক হাত রেখে অন্য হাত উঁচিয়ে ধরেন এবং একটু পর ম্যাচ শেষে যেভাবে শূন্যে মুষ্টি ছুড়ে উদ্‌যাপন করতেন, সেটির পুনরাবৃত্তি করে দেখান। সে সময় ভক্ত-সমর্থকদের চিৎকারে পুরো এলাকা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। একটু পর অবশ্য হাততালি দিতে দিতে ফের নিজের আসনে বসে পড়েন তিনি। এ অনুষ্ঠানে ক্লপ বলেন, উলাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের পর তাঁর জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত হলো লিভারপুলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

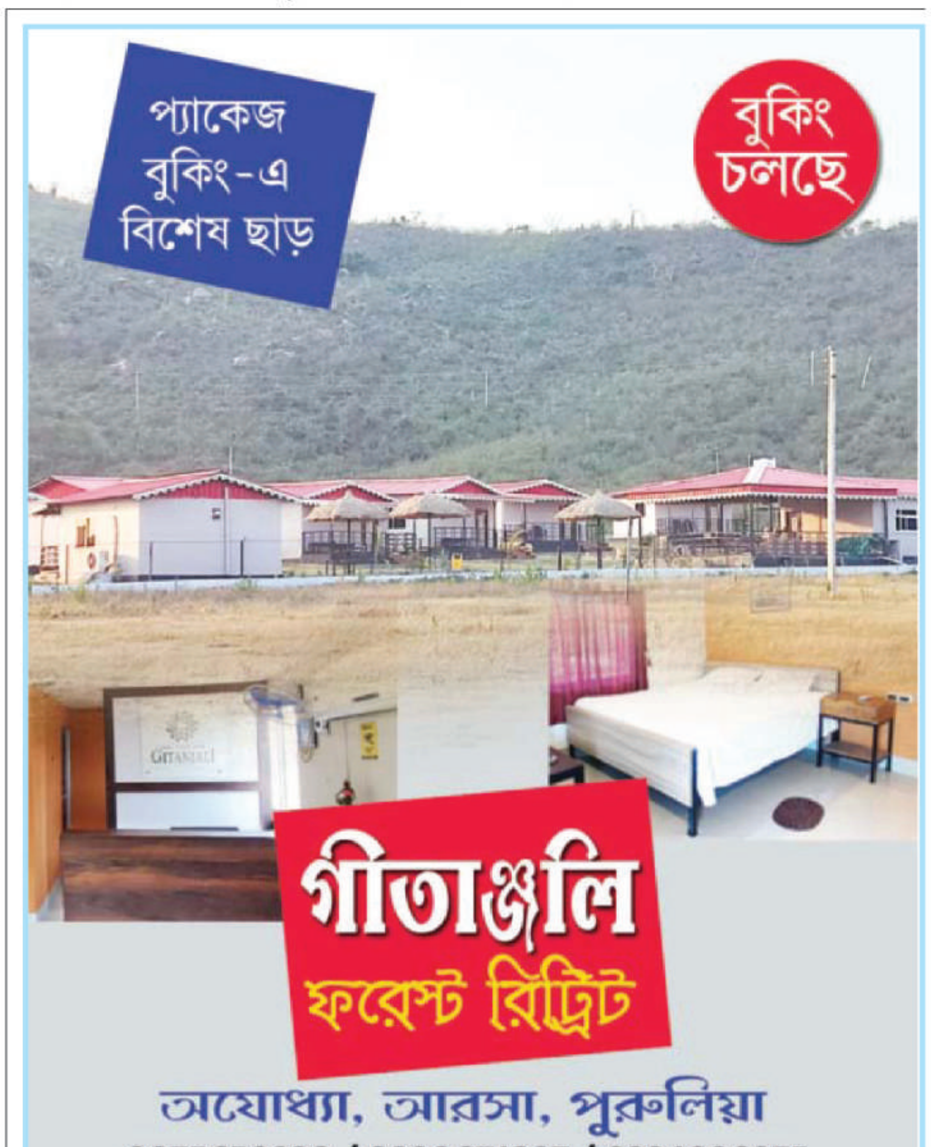

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com